Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহনের বৌ

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Rajmohoner Bou

Bengali

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর
২২/৫ বি, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত

শ্রাবণ
১৩৬৫
২

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস, সি, মজুমদার কর্তৃক
মুদ্রিত

দুই টাকা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

उपहार

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহনের বৌ

এক

মধুমতী নদীর তীরে ছায়াশীতল রাধাগঞ্জ গ্রাম। গ্রামখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম হিসাবে ইহার যথেষ্ট নামডাক আছে। বেশ কয়েকজন প্রতাপশালী ধনী জমিদারের বাস এই গ্রামে। জনসংখ্যা এবং পথ-ঘাটের সংস্কারে ক্রমশঃ-উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। সে কারণ আশ-পাশের দশ-বিশখানি গ্রাম অপেক্ষা এই গ্রামখানি বিশেষ প্রাধান্যসম্পন্ন।

একদা চৈত্র মাসের অপরাহ্নকালে এই গ্রামেরই কোনও এক পর্ণকুটিরে ত্রিশবর্ষবয়স্কা একটি যুবতী রমণী বৈকালিক প্রসাধনে ব্যাপৃতা ছিল। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বেলা অধিক আর নাই। যুবতী বৃহৎ চিরুণীটি দিয়া তাড়াতাড়ি কেশগুচ্ছের প্রসাধন শেষ করিয়া ললাটে সিন্দূরবিন্দু অঙ্কিত করিল, এবং তাম্বূলে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া একটি মৃন্ময়-কলসী কাঁখে লইয়া পথে নামিল।

মধুমতীর দিকে না গিয়া যুবতীটি কোনও এক প্রতিবেশীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। বাঁশের বেড়া দিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ঘেরা চারিটি চালাঘর। সম্মুখে প্রশস্ত উঠান। উঠানটি বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে; গোময় দিয়া সুন্দর ভাবে নিকান। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন···গৃহস্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক।

উঠানের একপাশে ক্ষুদ্র একটি সব্‌জীর ক্ষেত। শাক, বেগুন ইত্যাদি নানারূপ সব্‌জী জন্মিয়াছে। সব্‌জী-ক্ষেতের পার্শ্বে বেড়ার ধারে ধারে ঘন নলচিতার ঝোপ।

ঘরগুলির মধ্যে তিনখানি ঘর ভিতরদিকে, অপরখানি বাহিরের দিকে। বাহিরের ঘরখানি বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়; ভিতরের ঘর তিনখানি অন্দরমহলভুক্ত।

বাঁশের দরজা ঠেলিয়া যুবতী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, এবং সব্‌জী-ক্ষেতের পাশ দিয়া অন্দরের একটি কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে দুইজনের সাক্ষাৎ মিলিল। একজন বিবাহিতা তরুণী—বছর আঠারো বয়স হইবে সম্ভবতঃ, অপরজন চারি বৎসর বয়স্ক শিশু। ইহা ব্যতীত তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিল না। সম্ভবতঃ অপর পুরবাসিনীগণ দিবানিদ্রার পর্ব্ব চুকাইয়া পাড়া-বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

তরুণীটি একমনে মাথা গুঁজিয়া কাপড়ের উপর সূতার কাজ করিতেছিল, আর শিশুটি তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে বসিয়া দোয়াতের কালি লইয়া মুখে মাখিতেছিল। শিশুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠশালায় যাইবার সময় দোয়াতটি লইয়া যাইতে ভুলিয়া যাওয়ায় শিশুটি পরমানন্দে সেই কালির সদ্ব্যবহার করিতেছে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মেঝের উপর দোয়াতটি উপুড় করিয়া দিয়া দুই হাতে কালি লইয়া হাস্যসহকারে সে তাহার বৈকালিক প্রসাধনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

অভ্যাগতা যুবতীর শিশুর এই কীর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য পড়ে নাই; সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কলসীটি নামাইয়া অষ্টাদশ-বর্ষীয়া তরুণীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, এবং জিজ্ঞাসা করিল,—কি করছিস্ লা?

তরুণীর মুখখানি আনন্দে ভরিয়া গেল; উচ্ছলভাবে বলিল,—কে দিদি! কী ভাগ্যি আমার! আজ যে বড় দয়া? কা'র মুখ দেখে যে আজ উঠেছি!

অভ্যাগতা সকৌতুকে হাসিয়া বলিল,—কার মুখ দেখবে আবার, রোজ যাঁর মুখ দেখে ওঠো, তাঁরই!

কৌতুকের ফল কিন্তু বিপরীত হইল। এই কথা শুনিয়া তরুণীর মুখখানি বিষাদে কালিবর্ণ হইয়া গেল। অভ্যাগতাও রীতিমত অপ্রস্তুত হইল, তাহারও মুখের হাসি মিলাইল। ঐরূপ কৌতুক করিবার অন্তরালে যে কতখানি বেদনা লুকাইয়া থাকিতে পারে, সে তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। কিন্তু যখনই বুঝিল যে, কৌতুক করিতে যাইয়া সে তরুণীর অন্তরে আঘাত হানিয়াছে, তখনই সে চুপ করিয়া গেল।

অভ্যাগতা শ্যামবর্ণা, মুখশ্রীও খুব সুন্দর নয়। তবু একটা হাসি হাসি ভাব তাহার মুখমণ্ডলটিকে মধুর করিয়া রাখে।

অল্পবয়স্কা তরুণী সুরূপা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ-কান্তি,

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আঁখি-পল্লবে চোখ দুটি প্রায়ই অর্দ্ধাংশ ঢাকা থাকে, চোখের উপর লজ্জা-কম্পিত দুটি ভ্রূ, প্রশস্ত ললাট···প্রশস্ত বটে, কিন্তু তাহা আদৌ উদ্ধত নহে ; কমনীয়, ধীর-স্থির নির্দ্দোষ ! এক কথায় মুখমণ্ডল ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব সুন্দর ও সুগঠিত। যেন কোনও এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বহস্ত-নির্ম্মিত···নিখুঁত ও প্রশংসনীয়। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না যে, কোনও মানসিক ক্লেশহেতু সে-সৌন্দর্য্য অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। তরুণীর কথায় পূর্ব্ববঙ্গীয় কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্য নাই। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই তরুণী মধুমতী-তীরজ নহে ; ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও প্রতিপালিতা হইয়াছে।

খানিকক্ষণ নীরবেই অতিবাহিত হইল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আবার সুরু হইল আলাপ-আলোচনা। তরুণী সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা উত্থাপন করিতে অভ্যাগতা নিজের সংসার-যন্ত্রণার কথা সবিস্তারে সুরু করিয়া দিল। সে বেশ ভালভাবেই বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহার মত কপাল পুড়িয়াছে এমন স্ত্রীলোক রাধাগঞ্জ গাঁ তো দূরের কথা, সারা ত্রিভুবনে আর একটি মিলিবে কিনা সন্দেহ ! আসলে তাহার এই অনুযোগ সম্পূর্ণ সত্য কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ অল্পবয়স্কা তরুণীর দুঃখ-কষ্টকে 'এমন বিশেষ কিছুই নহে' এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাহার এই মিথ্যা অভিনয়ের ছলনা ! অভিনয়কে প্রাণবন্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অতঃপর ঘন ঘন অশ্রুবিসর্জ্জনও সুরু করিল। অঞ্চলে যতই অশ্রু মুছে, ততই অবাধ-অশ্রু উথলাইয়া উঠিতে থাকে। পরিশেষে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময় শিশুর কালি-মাখা বিচিত্র মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে সে হাসিয়া ফেলিল!

অল্পবয়স্কা তরুণীটিরও নজর পড়িল এতক্ষণে। হাসি চাপিয়া কপট ক্রোধে বলিল,—মুখপোড়া ছেলের মরণ দেখ!

ওদিকে সূর্য্যদেব প্রায় ডুবু-ডুবু। অভ্যাগতার হুঁস হইল। তরুণীকে বলিল,—চল ভাই, ঘাট থেকে জল নিয়ে আসি।

তরুণী বলিয়া উঠিল,—মাগো, মধুমতীতে যা কুমীর!

কিন্তু অভ্যাগতা এ-কথায় কান দিল না। সে যেন সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে, তরুণীকে আজ ঘাটে লইয়া যাইবেই। অগত্যা তরুণী বলিল,—না কনকদি, সময় হবে না আমার, তুই যা।

যুবতীও নাছোড়বান্দা। সে জিদ ধরিল, যাইতেই হইবে। কোন ওজর-আপত্তিই সে শুনিবে না! নিরুপায় হইয়া তরুণী বলিল,—তুই আমাকে বৃথাই পীড়াপীড়ি করছিস্ কনকদি; তুই তো জানিস্, আমি কোনদিনই ঘাটে যাই না?

কনক বলিল,—যাস্ না বলেই তো জিদ ধরেছি আজ! দিন-রাত্তির এই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবি, ওসব চলবে না। এতে কি কারুর মন-মেজাজ ভাল থাকে? গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সবাই তো জল আনে। একদিন ঘাটে গিয়ে দেখ্, কত শান্তি পাবি!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তরুণীর মুখে আবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, বুকটা আবার ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—বৃথা এ জিদ করে লাভ কি কনকদি? আমার কথা তোকে আর কি বলবো, তুই তো সবই জানিস্‌।

কনক বলিল,—কি বলতে চাস্‌ তুই?

—আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমার ঘাটে যাওয়া উনি পছন্দ করেন না, এ খবর কি তুই রাখিস্‌ না? তাছাড়া ওঁকে তুই জানিস্‌। ওঁর অমতে কোন কাজ করতে সাহস হয় না!

কনক একথার কোন উত্তর না দিয়া চারিদিকে একবার চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, কেহ কোথাও আছে কিনা? যেন সে কিছু গোপন কথা বলিতে চায়। কিন্তু বলিতে সাহস না পাইয়া নতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল। তরুণী কনকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি ভাবছিস্‌ কনকদি?

কনক বলিল,—কি আর ভাববো? যদি—যদি তোর চোখ থাকত···

সঙ্গে সঙ্গে তরুণী ইঙ্গিতে তাহাকে থামাইয়া বলিল,—চুপ কর্‌, বুঝেছি।

এই বলিয়া সে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর বলিল,—চল্‌, ঘাটে যাই; কিন্তু পাপ হবে না তো?

কনক হাসিয়া বলিল,—পাপ-পুণ্যের কথা আমি কি জানি? আমি তো আর ভুঁড়ো ভট্টাচার্য্যি নই! কিন্তু একথা বলি

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তোকে ভাই, আমার যদি আড়াই কুড়ি মিন্‌সে থাকত, তবু আমি ভয় করতাম না !

তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতেই বলিল,—কি বলছিস্ লা মুখপুড়ী ! বড় যে বুকের পাটা দেখছি ! আড়াই কুড়ি মিন্‌সের সাধ বুঝি তোর ?

বলিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং পাকশালা হইতে কলসী আনিয়া বলিল,—চল্ কনকদি, আর দেরী করিস্ না ; বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো, ঘরে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

কনক উঠিয়া বলিল,—আয়। আজ একবার রাস্তার হাঁ-করা মিন্‌সেগুলোকে রূপের ছটাটা দেখিয়ে আনি।

তরুণী এদিক-ওদিক সলজ্জে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—মর্ পোড়ারমুখি ! তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না লা ? এসব কথা শুনলেও যে পাপ হয় !

কনক কৌতুক করিয়া বলিল,—মুণ্ডু হয়।

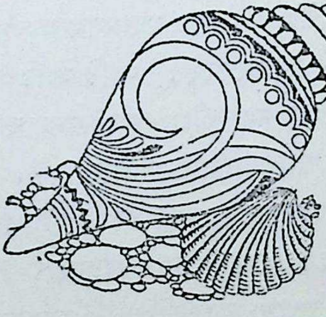

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দুই

কনক ও তরুণীটি কলসী কাঁখে যখন জল লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষের শীর্ষদেশে সূর্য্যকিরণ ঝিকিমিকি করিতেছিল। এখন তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। তরুণী চিন্তিতমনে পথ চলিতেছিল। হয়ত স্বামীর কথাই ভাবিতেছিল। তাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, ঘাটে আসিবার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন। কনকদিটা যেন কি! বুঝিয়াও কিছু বুঝিতে চাহে না!

উহাদের চলার পথের পাশে একটি ক্ষুদ্র সৌখীন উদ্যান পড়ে। এইরূপ উদ্যান রাধাগঞ্জ বা তাহার আশ-পাশের পাঁচ-দশখানা গ্রামের মধ্যে বিরল। উদ্যান-মধ্যে একটি স্বচ্ছ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর কাকচক্ষুর মত কাল জল মৃদু-মন্দ চৈতালী হাওয়ায় ঝিরিঝিরি কাঁপিতেছে। সারি সারি গোলাপ, যূঁই, মল্লিকার গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া নন্দন-কানন সৃষ্টি করিয়াছে।

পুষ্করিণীর এক পাড়ে বাঁধান সোপানশ্রেণী। সোপানশ্রেণীর উপরে কয়েক হাত তফাতেই ছোট্ট একটি অট্টালিকা। বাহিরের দিকে বৈঠকখানাঘর। বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তখন দুই ব্যক্তি কথোপকথনে রত ছিল। একজনের বয়স ত্রিশ

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বৎসর হইবে, অপরজনের বাইশ-তেইশ। বয়োধিক ব্যক্তি দীর্ঘ স্থূলকায় পুরুষ, ঘোর শ্যামবর্ণ দেহকান্তি, মুখে-চোখে অমধুর কঠোর ভাব এবং পরণের মূল্যবান সাজপোষাকে অতিশয় পারিপাট্য।

অল্পবয়স্ক যুবকের গৌরবর্ণ অঙ্গ, সুগঠিত দেহ ; পোষাক-পরিচ্ছদে বাহুল্য না থাকিলেও বেশ মার্জ্জিতভাব। বয়োধিক ব্যক্তির কণ্ঠস্বরই প্রথম কর্ণগোচর হইল। সে বলিল,—দেখো মাধব, এটা একটা রোগ বুঝলে ?

মাধব বিস্মিত হইয়া বলিল,—কোন্‌টা মথুরদা ?

মথুর বলিল,—তোমার এই কোলকাতা-রোগের কথা বল্‌ছি !

মাধবের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সে বলিল, —কোলকাতা-রোগ, সে আবার কি মথুরদা ?

মথুর হাসিয়া বলিল,—তোমার মগজটা যেন দিন দিন মোটা হচ্ছে মাধব ! এত সোজা কথাটা বুঝতে পার না ? তোমার মনে এই যে একটা কোলকাতা-কোলকাতা ভাব জেগেছে, কোলকাতার ওপর তোমার এই যে একটা অহেতুক টান জন্মেছে, এটা ব্যাধি ছাড়া আর কি ? আমি বলছি এটা খুব ভাল নয়, তুমি এ বিষয়ে নিজেকে একটু সংযত করবার চেষ্টা করো।

মাধব বলিল,—তাহলে আমিও একটা কথা বলি মথুরদা, মনে কিছু ক'রো না।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—বলো কি বলতে চাও ?

—আমি বলছি যে, কোলকাতার ওপর টান যদি আমার রোগ হয়, তাহলে রাধাগঞ্জের ওপর টানও তোমার নিশ্চয়ই রোগ ?

—কেন ? রাধাগঞ্জে কেটেছে আমার সারা জীবন···

মাধব বাধা দিয়া বলিল,—আমিও তো সেই কথাই বলছি মথুরদা ! রাধাগঞ্জে তুমি জীবন কাটিয়েছো, তাই রাধাগঞ্জের ওপর তোমার টান। তেমনি আমিও জীবনের অধিকাংশ সময় কোলকাতায় কাটিয়েছি বলে কোলকাতার ওপর আমার টান— একে রোগ কেন বলছো ? তাছাড়া কোলকাতায় আমার কাজও রয়েছে প্রচুর !

মথুর বলিল,—কাজ যে তোমার কতো, তা জান্‌তে আমার আর কিছু বাকি নেই মাধব ! নতুন গাড়ি, নতুন ঘোড়ার নেশা, টাকা উড়ানো, ইয়ারদের নিয়ে মদের আড্ডা জমানো, আর রসের তরঙ্গে মাতামাতি—ঢলাঢলি। কেমন, ঠিক কথা কিনা তুমিই বলো ?

ঠিক এই সময়েই ওদের সামনের পথ দিয়া কনক ও তার সঙ্গিনী জল লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। মাধবের দৃষ্টি ঐ দুজনের দিকে পড়িয়াছে—মথুরের সমস্ত কথাগুলি হয়ত তাহার কানে যায় নাই। মাধবের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া রমণী দুইজনকে দেখিয়া মথুর বলিল,—কি হে, অমন হাঁ করে দেখছো কি ? কনককে তুমি কোনদিন দেখো নি নাকি ? না ঐ সঙ্গে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ছুঁড়িটাকে দেখ্ছো? ছুঁড়িটা কি আসমান থেকে পড়েছে নাকি হে?

এইটুকু বলিয়াই সে অল্পবয়স্কা তরুণীটিকে ভালভাবে লক্ষ্য করিল। তারপর বলিল,—তাই তো মাধব, ছুঁড়িটাকে এর আগে দেখেছি বলে তো বোধ হচ্ছে না? তুমি চেন নাকি ওকে?

মাধব লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মথুর কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নহে। কনকের সঙ্গিনীর পরিচয় জানিবার জন্য তাহার অন্তর উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণও অবশ্য আছে। তরুণীর গতিভঙ্গীর মনোরম ছন্দ এবং কাপড়ের আড়াল হইতেও যেটুকু দেহ-লাবণ্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেই মুগ্ধ করিয়াছে মথুরকে। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল মাধবকে,—কিহে, কথা বলছো না যে?

মাধবেরও বলিবার কিছু নাই। তরুণীর মুখমণ্ডল দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকায় সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই তরুণীটি কে? কাজেই তাহার মনেও একটি প্রবল জিজ্ঞাসা বিদ্যমান। এমন সময় সহসা প্রকৃতি দেবীর অনুগ্রহে সে-জিজ্ঞাসার সমাধান হইয়া গেল। এক ঝলক দমকা বায়ুপ্রবাহে তরুণীর অবগুণ্ঠন সরিয়া যাওয়ায় তাহার মুখখানি প্রকাশ হইয়া পড়িল। যদিও সে পরমুহূর্ত্তেই অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল, তথাপিও সেই চকিতের ঘটনাতেই মাধব এবং মথুর তাহার মুখখানি দেখিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

লইল। অপরূপ মুখশ্রী—যেন বিজলী খেলিয়া গেল। মথুর বিহ্বল হইয়া পড়িল, আর মাধব চমকিয়া উঠিল। তাহার চমক লক্ষ্য করিয়া মথুর বলিল,—তুমি যেন ওকে চেন বলে বোধ হচ্ছে মাধব? কে ও?

—আমার শ্যালী।—কথাটি গম্ভীরভাবেই মাধব বলিল।

মথুর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—তোমার শ্যালী···মানে, রাজমোহনের বৌ?

মাধব সংক্ষেপে কহিল,—হ্যাঁ।

মথুর বলিল,—কি বলছো হে মাধব? রাজমোহন অমন টুক্‌টুকে বৌ পেয়েছে!—বরাতের জোর আছে তো? কথায় আছে না, বামন হয়ে চাঁদে হাত? কথাটাকে তো আর অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না! বামন হয়ে রাজমোহন চাঁদেই হাত দিয়েছে বটে!

মথুরের কথা বলিবার ভঙ্গী মাধবের কর্ণে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। কথাগুলি বড়ই অশোভন মনে হয় তাহার কাছে। তাই উত্তরে কিছু না বলিয়া সে নীরবেই দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু মথুরের চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কাছ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনই উপায় নাই। সে পুনরায় ঐ তরুণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল,—আচ্ছা মাধব, তুমি তো বলছো মেয়েটি রাজমোহনের বৌ, কিন্তু এর আগে তো কোনদিনই ওকে দেখিনি? রাজমোহনের ঘর তো কাছেই?

মাধব বলিল,—উনি তো বাড়ীর বার হন্ না, দেখবে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

কি করে বলো? নিজের বাড়ীর উঠানেও ওঁকে বড় একটা দেখা যায় না।

—তবে আজ হঠাৎ এ-নিয়মের ব্যতিক্রম কেন?

—ঠিক বলতে পারবো না মথুরদা। নিতান্ত খেয়ালের বশেই বোধ হয়—

—তা হবে।

এইটুকু বলিয়া মথুর খানিকক্ষণ নীরবেই রহিল। ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, সে কিছু চিন্তা করিতেছে। পরে কহিল,—রাজমোহনের যা উগ্র স্বভাব, তাতে বৌটি খুব সুখে আছে বলে তো মনে হয় না? নিশ্চয় একটা অশান্তির মধ্যে ওর দিন কাটে।

মাধব বলিল,—এ সম্বন্ধে আমার সঠিক কিছু ধারণা নেই মথুরদা; রাধাগঞ্জে আমি আর থাকি ক'টা দিন? তবে যতটুকু জানি, তাতে স্বামীর তিরস্কার মাঝে মাঝে ওঁর কপালে জুটলেও উনি তা হাসিমুখেই মেনে নেন্।

মথুর বলিল,—তা হয়ত নেন্, কিন্তু এমন ক'দিন নেবেন বলতে পারো। একটা ধৈর্য্য তো আছে? স্বামি-সঙ্গে সুখ না পেলে প্রত্যেক মেয়েছেলেই বিগড়ে যায়···যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক! কতদিন আর স্বামীর তিরস্কার সহ্য করবে বলো। এই তো দেখো না, এতদিন উনি বাড়ীর বার হন্‌নি—কিন্তু আজ হয়েছেন—হয়ত খেয়াল-বশেই হয়েছেন। কিন্তু এবার থেকে প্রায়ই ওঁর এ-খেয়াল হবে দেখে নিও; এবং শেষে এটা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অভ্যাসেই দাঁড়াবে। তারপর ক্রমাগত পরপুরুষের মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে উনি এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছাবেন, যখন আর অত্যাচারী স্বামীকে ওঁর একেবারে ভালই লাগবে না···মানে, আমি কি বলতে চাইছি, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তো?

মাধবের ধৈর্য্য সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া সে বলিল,—তুমি যেন একটা কি মথুরদা! পরস্ত্রী সম্বন্ধে এত বাজে কথা···না, না, এটা উচিৎ নয় মথুরদা!

মথুর সত্যই এবার চুপ করিয়া গেল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তিন

উদ্যানটি অতিক্রম করিয়া খানিকপথ অগ্রসর হওয়ার পর তরুণী বলিল,—দেখলি তো কনকদি, বাতাসের কী মরণ! ওঁদের সামনে কী নাকালটাই হল আজ!

কনক মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। বলিল,—এমন আর কি হয়েছে। তোর ভগ্নীপতি কি এর আগে তোর মুখ কখনো দেখেনি?

তরুণী বলিল,—তুই যেন একটা কি কনকদি! সব তাতেই ন্যাকামো! শুধু ভগ্নীপতিই কি ছিলেন; আর কেউ ছিল না ওখানে।

—ও, মথুরবাবুর কথা বলছিস্। ওঁকে কি এর আগে দেখিস্ নি কোনদিন।

—না, ওঁকে তো কোনদিন দেখি নি! উনি কোন্ মথুরবাবু। আমার ভগ্নীপতির জ্যেঠতুত ভাই কি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! উনি সেই!

তরুণী জিভ কাটিয়া বলিল,—মাগো, কি লজ্জা! ছি, ছি! তুই যেন ভাই একথা আর কাউকে বলিস্ নি কনকদি!

কনক বলিল,—তুইও যেমন! আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! আমি পাড়ায় গল্প করতে বেরুব যে,

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাতঙ্গিনী জল আনবার ছলে ঘাটে গিয়ে ঘোমটা খুলে একজনকে মুখ দেখিয়েছে !

তরুণীর নামই মাতঙ্গিনী। সে সরোষে বলিল,—মরণ ! কথার ছিরি দেখ ! এমন জানলে কখ্খনো ঘাটে আসতাম না !

কনক মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহার হাসি দেখিয়া মাতঙ্গিনী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কনকদিটা যেন কি ! এতটুকু লজ্জা সরম নেই !

ইতিমধ্যে মাতঙ্গিনী তাহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার দেহের শোণিত-প্রবাহ যেন বন্ধ হইয়া গেল ! কনকের অবস্থাও তদ্রূপ। উভয়েই দেখিল, দরজার গোড়ায় জ্বলন্ত চক্ষে রাজমোহন দাঁড়াইয়া আছে ! মনে হইতেছে, এই মুহূর্ত্তেই বুঝি সে মাতঙ্গিনীকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে ! দেখিয়া কনক ফিস্ ফিস্ করিয়া মাতঙ্গিনীকে বলিল,—তোর স্বামীর যা চেহারা দেখছি, তাতে খুব ভাল মনে করছি না ভাই ! উনি খুব রেগেছেন মনে হচ্ছে। আমি কি তোর সঙ্গে যাব ? তাহলে ওঁর রাগটা হয়ত চাপা পড়ে যাবে !

মাতঙ্গিনী বলিল,—না, না, এর মধ্যে তোর গিয়ে আর কাজ নেই কনকদি ! বলা যায় না, সোজা না হয়ে উল্টোও হতে পারে ! তুই বাড়ী যা। কপালে আমার বিধি যা লিখেছেন, তাতো ঘটবেই, কে তা খণ্ডাবে ? তাছাড়া এসব ব্যাপার তো

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

নিত্যিই আমাকে সহ্য করতে হয় ; একদিনের জন্যে তুই আর জড়াস্ কেন নিজেকে ?

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী ভয়-কম্পিত পদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল ; কনকও একবার বক্রনয়নে চাহিয়া অন্য পথ ধরিল।

উঠান অতিক্রম করিয়া মাতঙ্গিনী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রাজমোহনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে আসিল,—কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

মাতঙ্গিনী কলসীটি নামাইয়া বলিল,—ঘাটে গিয়েছিলাম জল আনতে।

রাজমোহন চীৎকার করিয়া উঠিল,—জল আনতে ! জলের নিকুচি করেছে !

এই বলিয়া সে কলসীটি লইয়া উঠানের মাঝে ছুঁড়িয়া ফেলিল। বৃদ্ধা পিসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—কি হচ্ছে রাজু !

রাজমোহন বলিল,—অন্যায় কিছু হচ্ছে না ! তুমি আর এর মধ্যে মাথা দিতে এসো না পিসীমা, দয়া করে সরে পড়ো।

পিসী সরিল না। গলা চড়াইয়া বলিল,—কেন সরব শুনি ? সোয়ামী-স্ত্রীতে এরকম ঝগড়া-ঝাঁটি কোনো রাজ্যে হয় শুনেছিস্ ?

রাজমোহন ঝাঁঝিয়া উঠিল,—আঃ, আবার গলাবাজী স্থরু করলে। সরে যেতে বলছি, সরে যাও ; ঝামেলা ক'রো না !

অতঃপর রাজমোহন মাতঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল,—কাকে বলে জল আনতে গিয়েছিলে, জানতে পারি কি ?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এ-কথার জবাব দিবার কিছুই নাই—মাতঙ্গিনী নীরবেই রহিল। তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া রাজমোহনের ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। সে মাতঙ্গিনীর দক্ষিণহস্ত সবলে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—কি, কথা বলছিস্ না যে; বোবা হয়ে গেলি নাকি? তোকে হাজার বার বারণ করেছি না, বাড়ীর বার হতে? তবে কেন তুই ঘাটে গিয়েছিলি?

মাতঙ্গিনী সংযতকণ্ঠে কহিল,—দোষ নেই বলেই গিয়েছিলাম।

—দোষ নেই!—বর্ব্বর রাজমোহন চীৎকার করিয়া উঠিল,—এত স্পর্দ্ধা! দোষ আছে কি নেই, টের পাইয়ে দিচ্ছি!

বলিয়াই রাজমোহন প্রহার করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিল। মাতঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না, স্বামীর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রীর চোখের উপর চোখ পড়িতেই রাজমোহন কেমন যেন দমিয়া গেল; তাহার উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া পড়িল এবং প্রহারোদ্যত সবল হস্তখানি দুর্ব্বল মনে হইল।

প্রহার করা আর হইল না, উদ্যত হস্তখানি রাজমোহন ধীরে ধীরে নামাইয়া লইল। হাত নামাইয়া লইলেও মুখের তর্জ্জন-গর্জ্জন সহসা বন্ধ করিল না। বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া গালিগালাজ চালাইবার পর থামিল। বোধ করি শ্রান্ত হইয়াই থামিল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

চার

আমাদের এই বর্ত্তমান কাহিনীর পশ্চাতে এমন একটি ইতিহাস আছে, যাহার উল্লেখ না করিলে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং অর্থবিহীন হইয়া পড়িবে। সে-ইতিহাসের সূত্রপাত হইয়াছে সুদূর অতীতের একটি পৃষ্ঠায়। বংশীবদন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক অর্থশালী বৃদ্ধ জমিদারের খানসামা রূপে কাজ করিত। ঐ জমিদারটি ছিলেন নিঃসন্তান। ফলে সন্তানলাভের আশায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু বিধি যাঁহার ভাগ্যে সন্তান-রেখা অঙ্কিত করেননি, তাঁহার সন্তান-লাভ হইবে কি প্রকারে? বছর চারেক কাটিয়া গেল, বৃদ্ধের সন্তান-লাভের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিল। তাই তাঁহার মনঃকষ্টের আর অবধি নাই। তবে বৃদ্ধ বয়সে তরুণীভার্য্যা লাভ করিয়া তিনি সে-কষ্ট অনেকখানি ভুলিয়া ছিলেন। কষ্ট খানিকটা ভুলিলেও সুখ-লাভ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। কারণ প্রথমা স্ত্রী ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া তাঁহাদের সুখের মাঝে বাদ সাধিতে চেষ্টা করিতেন। প্রায়ই তিনি স্বামী ও সতীনের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধাইতেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এ-বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেল···মাত্র কয়েকদিনের ব্যাধিতে প্রথমা স্ত্রী ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া পত্নী করুণাময়ী বৃদ্ধের হৃদয়-সিংহাসনে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হইয়া বসিলেন।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে জমিদার মহাশয়ের অন্তরেও মৃত্যু-চিন্তা আসিয়া বাসা বাঁধিল। তাঁহার বয়সও তো কম হয় নাই! তিনিই বা আর কয়দিন বাঁচিবেন? তিনি আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এই বিশাল সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? যে সব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়েরা এই সম্পত্তির মালিক হইবে, তাহাদের সকলের নাম-ধামও তাঁহার জানা নাই! অর্থাৎ সম্পত্তিটা বারভূতেই লুটিয়া-পুটিয়া খাইবে আর কি! আইনানুসারে করুণাময়ী কিছুই পাইবে না, শুধু যতদিন জীবিত থাকিবে, ভরণপোষণ বাবদ কিছু পাইবে! যে করুণাময়ীকে তিনি এত ভালবাসেন, সেই করুণাময়ী কিনা পরের দেওয়া সামান্য অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-ধারণ করিবে, ইহা ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়! তাঁহার এই বিরাট সম্পত্তি থাকিতে করুণাময়ী কিছুই পাইবে না, ইহা কি সম্ভব? অতঃপর তিনি করুণাময়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিলেন। নিজের সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি নগদ টাকা ও সোনাদানায় পরিণত করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। ইহার পর যেদিন তিনি সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি করুণাময়ীর হস্তে সমর্পণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তখন দেখা গেল জমিজমা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি তাঁর অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অতঃপর প্রভূত অর্থের অধিকারিণী হইয়া করুণাময়ী নিজের নিঃসঙ্গ জীবনটা উপলব্ধি করিল। সে একা কি করিবে এই বিপুল অর্থ লইয়া ; আর ভবিষ্যতেই বা কে ইহা ভোগ করিবে ? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া করুণাময়ী নিজের প্রস্ফুটিত যৌবন ও অর্থের সদ্গতি করিবার উপায় স্থির করিল। জমিদার মহাশয়ের খানসামা বংশীবদনকেই সে নিজের জীবনে টানিয়া লইল।

এইভাবে হাতে স্বর্গ আসিবে, বংশীবদন ইহা ভাবিতেই পারে নাই। তাহার পক্ষে ইহা এক অভাবিত সৌভাগ্যলাভ। একাধারে সুন্দরী তরুণী লাভ, অপর ধারে বিপুল অর্থের মালিক হওয়ার আশা···এই দুই মণি-কাঞ্চন যোগে বংশীবদন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল।

অর্থলাভের আশা বুকে লইয়া তাহাকে কিন্তু অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না ; অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে শীঘ্রই তাহার সে-আশা সফল হইল। কিছুদিন যাবৎ করুণাময়ী ঘুসঘুসে জ্বরে ভুগিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন রহস্যজনকভাবে সে-জ্বর ভীষণ আকার ধারণ করিয়া করুণাময়ীর জীবনান্ত ঘটাইল।

ইহার পর বংশীবদন বিপুল সম্পত্তি লইয়া একদিন স্বগ্রাম রাধাগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। তরুণী সুন্দরী নারী এইভাবে হাতছাড়া হওয়ায় সে প্রথমটা একটু মনঃকষ্ট পাইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্থ-লাভের আনন্দে সে-কষ্ট [illegible] .মর কিছু অল্পসময়ই তাহার মনে স্থান পাইয়াছিল !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বংশীবদন কিন্তু অবিবেচক ছিল না। তাহার এই সম্পত্তি-প্রাপ্তির কথা যাহাতে কাক-পক্ষীতেও টের না পায়, সে-বিষয়ে সে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর সেই সুবিপুল সম্পত্তি যখন তাহার তিনপুত্রের হাতে সমানভাগে পড়িল, তখন পুত্রেরা আর সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহারা জমিদারী ক্রয় করিয়া ও বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী বিপুল অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকান্ত, মধ্যমপুত্র রামকানাই এবং কনিষ্ঠ রামগোপাল। এই তিনপুত্রই ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের। পৃথক পৃথক স্বভাব এবং পৃথক পৃথক রুচি। রামকান্ত ছিল অত্যন্ত বিষয়ী লোক। ব্যয় অপেক্ষা আয় ও সঞ্চয়ের দিকেই তাহার দৃষ্টি ছিল বেশী। ফলে পিতৃদত্ত সম্পত্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত করিতে সে সক্ষম হইয়াছিল। পরিণত বয়সে সেই সম্পত্তি একমাত্র পুত্র মথুরের হস্তে দিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।

রামকান্ত ইংরেজী স্কুলগুলিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করিত। সে ভাবিত, ইংরেজী স্কুলে শিক্ষার পরিবর্ত্তে অশিক্ষা লাভ হয়। তখন সে মথুরকে কোন স্কুলেই শিক্ষালাভ করিতে দেয় নাই। কিন্তু বিষয়ী পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া মথুর বিষয়বুদ্ধিতে অতিশয় সুপরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। অল্প বয়স হইতেই পিতাকে জমিদারি-সংক্রান্ত কার্য্যে সুষ্ঠুভাবেই সাহায্য করিতে করি[illegible]ছিল এবং জাল-জুয়াচুরি, প্রজা-শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর আ[illegible]

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মথুরের সঙ্গে উদ্যান-বাটিতে আমাদের পূর্ব্বেই পরিচয় ঘটিয়াছে।

বংশীবদনের মধ্যমপুত্র রামকানাই ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। আয় অপেক্ষা ব্যয় করাটাই সে পছন্দ করিত বেশী। তাহার বাড়ি, বাগান, নিত্য নূতন আসবাবপত্র ও বিলাস-ব্যসনে প্রতিদিন প্রভূত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। তাহার মত জমকালো বাড়ি-বাগান সে অঞ্চলে আর কাহারও ছিল না! অবস্থা বুঝিয়া কয়েকজন ধূর্ত্ত ইয়ার-বন্ধুও তাহার পিছনে লাগিয়াছিল। তাহারা প্রায়ই বলিত,—দেখ রামকানাই, এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে আসবাবপত্র কিনে, নতুন বাড়ি-বাগান তৈরী করে এত টাকা খরচ করছো, এতো উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হচ্ছে আর কি? এখানে খরচ করে তুমিও যেমন ঠিক আনন্দ পাবে না, তেমনি পাড়াগেঁয়ে ভূতেরাও এ-খরচের কদর বুঝবে না! তোমার এ বৃথাই পয়সা নষ্ট করা হচ্ছে রামকানাই! তার চেয়ে কোলকাতায় চলো, দেখ্‌বে সে এক মর্ত্তের অমরাবতী! সেখানে যত খরচ করবে, তত স্বর্গ-সুখ পাবে! তোমার এই রাধাগঞ্জের মত সে জায়গা নিরস নয়, বুঝলে হে? রঙ্গ-রসের ছড়াছড়ি! টাকা খরচ করলে তুমি সেখানে ইন্দ্র-ভবনও সৃষ্টি করতে পার, আর সেই সঙ্গে একটা-দুটো নয়, দশ-বিশটা ইন্দ্রানীও লাভ করতে পার! তাদের রূপে ঝল্‌সে যাবে তোমার দু'চোখ! তাছাড়া তোমার এখানে এমন কিছু জমিজমা নেই, যা থেকে তুমি মোটা রকমের কিছু

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আয় করতে পার! গাঁয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যও কিছু নেই। তোমার প্রচুর নগদ টাকা আছে, একথা অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু ভাই, কথায় আছে জানো তো, বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়! এখন তোমার মাসে মাসে একটা মোটা রকমের আয়ের দরকার। কোলকাতায় চলো, কোলকাতা হ'ল ব্যবসার জায়গা। সেখানে যে কোন একটা ব্যবসা ফেঁদে বসতে পারলেই দেখবে, ধূলা মুঠি সোনা মুঠি হয়ে তোমার হাতে উঠ্ছে! তোমাকে এমন এক ব্যবসার পথ বাৎলে দেব, যা থেকে প্রতিমাসে কম্‌সে কম দু হাজার টাকা লাভ হবে তোমার!

ক্রমাগত এইরূপ উত্তেজনামূলক প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া রামকানাইয়ের মতিগতি বিগড়াইয়া গেল এবং পরিশেষে সত্যই একদিন সে রাধাগঞ্জের বাস উঠাইয়া কলিকাতার বাসিন্দা হইয়া পড়িল। ইহার পর হইতেই রামকানাইয়ের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয় সুরু হইয়া গেল। ইয়ার-বন্ধুদের পরামর্শমত সে ব্যবসায় যত টাকা নিয়োগ করিতে লাগিল সমস্তই তাহারা গোপনে আত্মসাৎ করিতে লাগিল। ক্রমে রামকানাই এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল, যখন তাহার আর উঠিবার শক্তি নাই। নগদ সমস্ত অর্থ তো বিনষ্ট হইলই, উপরন্তু গাঁয়ে যে সামান্য কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহাও একদিন নিলাম হইয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা রাধাগঞ্জের বাগানবাড়িতে মথুরের সহিত

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব নামে যে অল্পবয়স্ক যুবকটিকে কথোপকথন করিতে দেখিয়াছি, সেই মাধবই হইল এই রামকানাইয়ের একমাত্র পুত্র। পুত্রের জন্য রামকানাই কিছুই রাখিয়া যাইতে পারে নাই, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সুখের কথা এই যে, শহরে বাস করিবার ফলে সে পুত্রকে শহরের উপযোগী শিক্ষিত করিয়া তুলিবার যথারীতি ব্যবস্থা করিয়াছিল। মাধবও মেধাবী ছাত্র। সে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গভীর মনোযোগ সহকারেই বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিল।

রামকানাই পুত্রের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, ভাগ্যগুণে মাধব প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়াছে। ব্যাপারটি ঘটিয়াছে এইরূপ—

বংশীবদনের তৃতীয় পুত্র রামগোপাল ছিল নিঃসন্তান। সে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে না পারিলেও, মধ্যমের মত অমিতব্যয়ী ছিল না। কাজেই পিতৃদত্ত সম্পত্তি সে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই রামগোপালই মৃত্যু সময়ে তাহার সমস্ত অর্থ ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবের হস্তে এই সর্ত্তে অর্পণ করিয়া যায় যে, যতদিন তাহার বিধবা পত্নী জীবিত থাকিবে, ততদিন মাধবকে তাহার আশ্রয় ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রামকানাই পুত্রের বিবাহ-কার্য্যটিও সম্পন্ন করিয়া গিয়াছিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও এক গ্রামের এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারের গৃহস্বামীর দুইটি অপরূপ

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সুন্দরী কন্যারত্ন ছিল। জ্যেষ্ঠা মাতঙ্গিনী দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ব্বর রাজমোহনের হাতে পড়িয়াছে। কনিষ্ঠা হেমাঙ্গিনী সৌভাগ্যবতী, সে সৎস্বভাবসম্পন্ন শিক্ষিত মাধবকে স্বামীরূপে লাভ করিয়াছে।

রামগোপালের মৃত্যুর পর মাধবের রাধাগঞ্জে ফিরিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কারণ কলিকাতায় থাকিয়া সম্পত্তির তদারক করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু তখনও মাধবের কলেজের অধ্যয়ন শেষ হইতে কিছু বাকি ছিল। তাই সে অধ্যয়ন শেষ করিয়াই কিছুদিন পর ফিরিবে মনস্থ করিল। যথাসময়ে অধ্যয়ন-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে মাধব রাধাগঞ্জে ফিরিবার আয়োজন সুরু করিয়া দিল। এই সময় একদিন পিতামাতার নিকট বিদায় লইবার জন্য হেমাঙ্গিনীর অনুরোধক্রমে হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া মাধব শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা মাতঙ্গিনীও তখন পিতৃগৃহে উপস্থিত ছিল।

হেমাঙ্গিনীর অনুরোধক্রমে মাধব শ্বশুরালয়ে কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাইবে স্থির করিল। এইসময় রাজমোহনের পরামর্শমত একদিন মাতঙ্গিনী হেমাঙ্গিনীকে নিরালায় ডাকিয়া বলিল,—আমার একটা কথা তোকে রাখতে হবে হেম! তুই তো জানিস্, আমার স্বামীর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়—খুব কষ্টেই আমাদের সংসার চলে। মাধব তো জমিদার, ওকে বলে যদি ওঁর কাজের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারিস্ খুব ভাল হয়।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দিদির দুরবস্থার কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে জানাইল যে, সে নিশ্চয়ই মাধবকে বলিয়া রাজমোহনের চাকরী জুটাইয়া দিবে।

যথাসময়ে মাধব পত্নীর মুখে সমস্তই শুনিল। রাজমোহনের কর্কশ স্বভাবের সঙ্গে মাধবের কিছু পরিচয় ছিল। তাই তাহাকে চাকরী দেওয়ার ব্যাপারে সে তেমন আগ্রহশীল হইল না। কিন্তু মাতঙ্গিনীর কথা চিন্তা করিয়া তাহার প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। রাজমোহন আর্থিক কষ্টে পড়িলে কোমলপ্রাণা মাতঙ্গিনীও যে কষ্ট পাইবে। ইহা ভাবিতেও মাধবের বুকখানি ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল! সে ঠিক করিল রাজমোহনকে কাজ দিবে।

রাজমোহন যে ধনী ছিল না, একথা খুবই সত্য। কিন্তু একেবারে সে দরিদ্রও ছিল না। দু-চারজনের ভরণপোষণ করিবার মত ক্ষমতা তাহার যথেষ্টই ছিল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে স্ত্রীকে দিয়া হেমাঙ্গিনীকে ও-কথা বলাইল কেন? কারণ অবশ্যই আছে। এবং সে-কারণ গোপনীয়। বিশেষ কোন কু-মতলবের বশবর্ত্তী হইয়াই রাজমোহন মাধবের নিকট কাজ লইতে চায়। মাতঙ্গিনীও এ সব ব্যাপারের কিছুই জানে না—স্বামীর অনুরোধক্রমেই সে হেমাঙ্গিনীকে অনুরোধ করিয়াছে।

মাধব কিন্তু এ-ব্যাপারে সোজাসুজি রাজমোহনের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক হইল। মাতঙ্গিনীর

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পিত্রালয়ে থাকাকালীন রাজমোহন প্রায়ই শ্বশুরালয়ে আসিত। সেদিনও সে আসিল। মাধব সুযোগ বুঝিয়া তাহার নিকট কথাটা পাড়িল। বলিল,—দিদির মুখে শুনলাম, আপনি নাকি কাজের খোঁজ করছেন?

রাজমোহন বলিল,—হ্যাঁ ভায়া, তোমার তো বিরাট জমিদারী, যদি একটা কাজ দিতে পার ভালই হয়।

মাধব যেন খুশী হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল, বেশ তো, চলুন না আমার সঙ্গে রাধাগঞ্জে, আপনার মত কাজের লোক পেলে আমারও খুব উপকার হবে। থাক্‌বার জন্য একটি বাড়িও আপনাকে দেব।

রাজমোহন রাজী হইল। মাধব হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে সে-ও মাতঙ্গিনীকে লইয়া রাধাগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই, রাজমোহন ও মাতঙ্গিনীর জন্য মাধব একখানি বাড়ি তৈয়ারী করিয়া দিল; এই বাড়িখানির সঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছি। আর ঐ সঙ্গে বেশ মোটা মাহিনারও ব্যবস্থা করিয়া দিল। কাজের মধ্যে রাজমোহনের উপর একখানি গ্রামের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল, আর জন-মজুরের সাহায্যে চাষ করাইবার জন্য মাধব বেশ খানিকটা নিষ্কর জমি তাহার হাতে ছাড়িয়া দিল। রাজমোহন কিন্তু গ্রামের তত্ত্বাবধানের চেয়ে চাষের কাজটাই অধিক পছন্দ করিত। ঐ সব জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপার তাহার মগজে কিছুতেই প্রবেশ করিত না।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহন কিন্তু উপকারীর উপকার স্বীকার না করিয়া তাহার স্বভাব অনুযায়ী মাধবের সহিত কর্কশ ও অভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিল। মাধব ইহাতে অন্তরে যথেষ্ট দুঃখ অনুভব করিলেও মাতঙ্গিনীর মুখ চাহিয়া সে সব কিছুই সহ্য করিতে লাগিল। উপরন্তু রাজমোহনকে নিজের আয়ত্তে আনিবার জন্য সে রাজমোহনের প্রতি যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে ফল হইল বিপরীত। মাধবের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া রাজমোহন আরও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কে যে প্রভু, আর কে যে ভৃত্য তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। শুধু কর্কশ ব্যবহার করিয়াই রাজমোহন ক্ষান্ত হয় নাই, রাধাগঞ্জে আসা অবধি সে কোনদিনের জন্যও মাতঙ্গিনীকে মাধবের বাড়িতে পাঠায় নাই। ইহাতে মাধব, হেমাঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী তিনজনেরই ক্ষোভের সীমা ছিল না।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পাঁচ

কাহিনীর পূর্ব্ব-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা হইল। এইবার আমরা আবার বর্ত্তমান ঘটনায় ফিরিয়া আসিব। মাধব মথুরের নিকট বিদায় লইয়া বাগান হইতে নিজের গৃহে ফিরিয়া দেখিল, তাহার নামে একখানি পত্র আসিয়াছে। খামখানি ছিঁড়িয়া মাধব দেখিল সদর হইতে তাহার উকিল গোকুল চন্দ্র দাস এই পত্র পাঠাইয়াছে। মাধব তৎক্ষণাৎ পত্রটি পড়িতে লাগিল। পত্রে এইরূপ লেখা ঃ

মহার্ণব,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, অদ্য আপনার খুড়িমাতা ঠাকুরাণী আপনার নামে এই মর্ম্মে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী ৺রামগোপাল ঘোষ মহাশয় যে উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহা জাল। অতএব তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ সহ পুনরধিকারের দাবী জানাইতেছেন। কিন্তু আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই এই জন্য যে, উইলটি জাল নহে, ইহা প্রমাণ করা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। তবু বিশেষ সাবধান হইবার প্রয়োজন আছে। কারণ খুড়ীমাতার পক্ষে এইরূপ মামলা দায়ের করা যে সম্ভবপর নহে, ইহা আপনিও নিশ্চয় বুঝিতে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পারিতেছেন। খুড়ীমাতার পিছনে এমন একজন পরামর্শদাতা আছেন, যাঁহার এসব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমি একজনকে সন্দেহও করিতেছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁহার নাম উল্লেখ করা গর্হিত হইবে। যাহা হউক ভয়ের কোন কারণ না থাকিলেও সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভাল উকিল নিযুক্ত করিতে হইবে এবং সুপ্রীম কোর্টের একজন ব্যারিষ্টার রাখিলে খুবই ভাল হয়। সমস্ত ব্যাপারটি মোটামুটি আপনাকে জ্ঞাত করান হইল; এক্ষণে আপনার অভিমতের অপেক্ষায় রহিলাম। ইতি

ভবদীয়

শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস

চিঠিখানি পড়িয়া মাধব সহসা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। যে খুড়ীমা তাহাকে এত ভালবাসিতেন, সেই খুড়ীমা কিনা পরের পরামর্শে উত্তেজিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ হীন মামলা রুজু করিলেন! কিন্তু ঐ পরামর্শদাতাটাই বা কে হইতে পারে? মাধব অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল। দু-একজনের নামও তাহার মনে উদয় হইল। মনে হইল বটে, কিন্তু ঐ নামীয় ব্যক্তি দুইজনকে সন্দেহ করিবার মত কোন যুক্তি সে পাইল না।

অতঃপর সে ব্যাপারটা সোজাসুজি খুড়ীমাকেই জিজ্ঞাসা করিবে মনস্থ করিল। এইরূপ মিথ্যা জঘন্য মামলা দায়ের করিবার স্বপক্ষে খুড়ীমার কি বলিবার আছে, মাধব তাহা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মুখোমুখিই জানিতে চায়। পত্রটি পকেটে রাখিয়া সে তৎক্ষণাৎ অন্দরে আসিয়া খুড়ীমার খোঁজ করিল। কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মাধব জানিতে পারিল যে, সকাল থেকেই তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতেছে না! আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথায় গেলেন তিনি! মাধব সত্যই দুর্ভাবনায় পড়িল। এমন সময় একজন ঝি আসিয়া চুপিসারে তাহাকে জানাইল, সে নাকি খুড়ীমাতাকে বড় বাড়ীতে দেখিয়াছে!

মাধব যেন সহসা হতভম্ব হইয়া গেল! বড় বাড়ীতে? মানে মথুরদার বাড়ীতে? তারপর সে ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলে তাহার অন্তরে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল,—তবে কি খুড়ীমাকে দিয়ে মথুরদাই এসব করাচ্ছে?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ছয়

নির্জীবের মত মাতঙ্গিনী তাহার শয্যায় পড়িয়া আছে। ঘরখানি নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুইবার সময় ঘরের দরজা-জানালাগুলি সমস্ত বন্ধ করিয়াই শুইয়াছিল। শুধু পশ্চাৎদিকের একটি জানালার ছোট একটু ফাঁক দিয়া একফালি চাঁদের আলো কক্ষের মাটির মেঝের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ আলোটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাতঙ্গিনী অনেক কিছুই ভাবিতেছিল।

মধুমতীতে জল আনিতে যাওয়ার অপরাধে রাজমোহন কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া মাতঙ্গিনী সেই যে সন্ধ্যাবেলায় শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়াছে, এ যাবৎ সেই খিল আর সে খোলে নাই! নৈশ আহার প্রস্তুত করিয়া পিসশাশুড়ী এবং ননদী কিশোরী তাহাকে খাওয়াইবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা, অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছে, কিন্তু মাতঙ্গিনী দরজাও খোলে নাই, কোন সাড়াও দেয় নাই! পরিশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া পিসশাশুড়ী মহাশয়া মনে মনে সহস্রবার রাজমোহনের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন! ওটা মানুষ না পশু—ইহাই তিনি মনে মনে শতবার বিচার-বিবেচনা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষ হইলে কি অমন নিরীহ কচি বউটার উপর অত অত্যাচার করিতে পারিত ?

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। বাটীর সকলেই একে একে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল। রাজমোহন এখনও বাড়ী ফেরে নাই। সেই সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়ীর বাহির হইয়াছে। ইহা অবশ্য নূতন কিছু নয়। প্রায়ই রাজমোহন অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে। সেজন্য মাতঙ্গিনীকেও দরজা খুলিয়া আলো জ্বালিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। আজ কিন্তু সে দরজায় খিল আঁটিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই শুইয়াছে। কারণ সে জানে, আজ আর রাজমোহন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবে না; তাহার সহিত দেখাও করিবে না—কথাও বলিবে না। তাহার প্রতি রাজমোহন যেদিন কুপিত হয়, সেদিন এইরূপ ব্যবহার করাই তাহার স্বভাব। ইহাতে মাতঙ্গিনী খুশীই হয়। নিজের ভাবনা-চিন্তা লইয়া রাত্রিটা তাহার নিরুপদ্রবেই কাটিয়া যায়।

রাত্রি অধিক হইয়াছে···মাতঙ্গিনীর চোখে ঘুম নাই। শয্যায় শুইয়া চাঁদের আলোটির দিকে চাহিয়া সে অনেক কথাই ভাবিতেছে। ভাবিতেছে নিজের অদৃষ্টের কথা··· শৈশবের মাতঙ্গিনীর সঙ্গে আজকের মাতঙ্গিনীর কতখানি পার্থক্য ঘটিয়াছে, এই কথাই সে ভাবিতেছে।

শৈশব! সে শৈশব ছিল স্বর্গের সুষমা মাখানো···যেন স্বর্গ-রাজ্যে বিচরণ করা স্বর্গীয় অনুভূতি! সে আর তার বোন

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

হেমাঙ্গিনী সীমাহীন নীল আকাশের নীচে বসিয়া কত গল্পই করিয়াছে, হাত ধরাধরি করিয়া কত খেলা খেলিয়াছে, আবার কখনো বা স্বপ্নালু দৃষ্টি লইয়া আপন মনে বসিয়া কত কথাই ভাবিয়াছে! সন্ধ্যায় দুই বোনে ঠাকুরমায়ের পাশে বসিয়া সেই রূপকথার গল্প শোনা···রাজপুত্র আর রাজকন্যার স্বপ্ন দেখা!···

মাতঙ্গিনীর দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। সেই শৈশবের মাঝে সে কি আর ফিরিয়া যাইতে পারে না? ফিরিবার কোন উপায়ই কি আর নাই? সেই হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে কাটানো শৈশব, ঠাকুরমায়ের মুখে গল্প-শোনা শৈশব, আকাশের নীচে বসিয়া আবোল-তাবোল আকাশ-কুসুম রচনা করা শৈশব···সেকি আর ফিরিয়া আসিবে না? চক্ষের জলে মাতঙ্গিনীর মাথার বালিশটি ভিজিয়া উঠে।

তারপর?

মাতঙ্গিনী ভাবিতে থাকে···

শৈশব কাটিয়া ধীরে ধীরে একদিন উঁকি দিল কিশোরী-অন্তর! সে এক নূতন জগৎ, নবীন অনুভূতি! শৈশবের উচ্ছল চঞ্চলতা অন্তর্হিত হইয়া একটি স্থির সলজ্জ অন্তর মাতঙ্গিনীকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিল! এখন সে অধিকাংশ সময়েই রূপকথার রাজপুত্র আর রাজকন্যার স্বপ্ন দেখে! রাজপুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে কী এক অজানা আবেশে তাহার অন্তরটা শির্‌শির্‌ করিয়া কাঁপিয়া ওঠে—ঠোঁটের কোণে একটুক্‌রো সলজ্জ হাসিও বুঝি জাগিয়া ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ একবার

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

চকিত আঁখি মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে, কেহ তাহার মুখের হাসি দেখিতে পাইয়াছে কিনা ?

সে এক অদ্ভুত জীবন অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে! কত কল্পনা···কত রঙিন্ স্বপ্ন-রচনা···ভাগ্যচক্রের নির্ম্মম কশাঘাতে সব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে!

দুঃখ-যন্ত্রণায় ভরা বর্ত্তমান-ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সেদিনের সেই সুখ-স্মৃতি মাতঙ্গিনী সম্পূর্ণরূপেই মুছিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু পারে না! বহু চেষ্টা করে···মাঝে মাঝে ঈশ্বরের নিকটেও নিবেদন জানায়,—'ওগো নিষ্ঠুর দেবতা—ওগো পাষাণ দেবতা! যে অতীতকে তুমি ছিনিয়ে নিয়েছো, তা একেবারেই নাও! আজকের এ দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝে অতীতের সে-স্বপ্নকে আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না!' তবুও বারবার শৈশব আর কৈশোরের স্মৃতি তাহার মানসপটে হানা দিয়া পরিহাসের অট্টহাসি হাসে!

দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময়ে তাহার কনকের মুখখানি মনে পড়ে। এই নিষ্ঠুর পরিবেশের মাঝে একমাত্র কনকই তাহাকে ভালবাসে—ছোট বোনের মত স্নেহ করে। সে-ও কনকের নিকট কোন কথাই গোপন করে না। তাহার বিগত দিনের গোপন স্বপ্ন-রচনার ইতিহাস, বর্ত্তমানের দুঃখ-যাতনার কাহিনী···সমস্তই সে কনককে বলিয়াছে—আজও বলে। শুনিতে শুনিতে কনকের চোখ দুইটি জলে ভাসিয়া যায়···সাধ্যমত সান্ত্বনা দেয় মাতঙ্গিনীকে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

একে গ্রীষ্মকাল, তাহার উপর সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় ঘরের ভিতরে গুমোট গরমের সৃষ্টি হইয়াছে। গরমটা ক্রমশঃই যেন অসহ্য বোধ হইতেছে। পিছন দিকের একটি জানালা খুলিয়া দিবার জন্য মাতঙ্গিনী শয্যা ছাড়িয়া উঠিল। জানালাটির নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময় একাধিক ব্যক্তির পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বাড়ীর বাহিরে জানালাটির ধার দিয়া কাহারা যেন সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। এত রাত্রে বাড়ীর পিছনে কাহারা এভাবে চলাফেরা করিতেছে? উহারা তস্কর ছাড়া আর কি হইতে পারে? যদি বা তস্কর নাও হয়, উহাদের মনোভাব যে সৎ হইতে পারে না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই!

জানালাটির যে ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্না প্রবেশ করিতেছে, ঐ ফাঁক দিয়া মাতঙ্গিনী বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু কোন জন-প্রাণীও তাহার নজরে পড়িল না। এ দিকটায় নিকটের মধ্যে কোন পায়ে-চলা পথ বা বাড়ীঘর নাই। শুধু ছোট ছোট লতা-গুল্মের ঝোপ-ঝাড় আর কতকগুলি বিরাট বিরাট বৃক্ষরাজি দৃষ্টিগোচর হয়।

মাতঙ্গিনী খুবই ভীত হইল। এমন জায়গায় যাহারা আসিতে পারে, তাহারা নিশ্চয়ই তস্কর বা ঐ শ্রেণীর লোক। সে একবার ভাবিল, চীৎকার করিয়া বাড়ীর লোকদের জাগাইয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দিবে, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া সে পায়ের শব্দ শুনিতে লাগিল।

শব্দটি ক্রমশঃ আগাইয়া আসিয়া জানালাটার অতি নিকটেই থামিয়া পড়িল। মাতঙ্গিনী এবার শুনিতে পাইল কথোপকথনের শব্দ। কাহারা যেন অতি মৃদু সতর্ক কণ্ঠে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। সে অত্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া ঐ কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যদিও কথাগুলি বেশ স্পষ্ট তাহার কানে আসিতেছে না, তথাপি মোটামুটি বুঝিতে তাহার কষ্ট হইবে না।

প্রথম কথাটি কানে পৌঁছাইতেই সে চমকিয়া উঠিল! এ যে তাহার স্বামীর কণ্ঠ! এত রাত্রে তাহার স্বামী এখানে কি সলা-পরামর্শ করিতেছেন? মাতঙ্গিনীর কৌতূহল বাড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে আশঙ্কায় উত্তেজনায় তাহার শরীরটিও থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অপর ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অপরিচিত।

রাজমোহন স্বভাবসিদ্ধ একটু উচ্চকণ্ঠেই কথা বলিতেছিল। ইহাতে অপর ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—আঃ! এত জোরে কথা বলছো কেন? যদি কেউ শুনতে পায়—সে হুঁশ নেই?

রাজমোহন বলিল,—এদিকে কোন বাড়ী-ঘর আছে নাকি? শুনবে কে? এই তো শুধু আমার বাড়ীটা! আমার বাড়ীতে এখন কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমুচ্ছে।

অচেনা লোকটি বলিল,—তবুও সাবধানের মার নেই, বুঝলে? অন্ততঃ এই ঘরটার কাছ থেকে একটু সরে যাওয়াই

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ভাল। তাহলে যদি কেউ জেগেও থাকে, আমাদের কথা শুনতে পাবে না।

রাজমোহন বলিল,—তুমি তো আচ্ছা ভীতু হে! আমার ঘর-বাড়ী আমি জানি না? এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। কেউ জেগে থাকলেও আশঙ্কার কিছু নেই!

—আচ্ছা এ-ঘরটায় কে থাকে বলো তো?

রাজমোহন ঝাঁঝিয়া উঠিল,—সে খোঁজে তোমার দরকার কি? আমার বাড়ীর কোন্ ঘরে কে থাকে, সে-সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন?

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইল সে। এই লোকটির নিকট ক্রোধ প্রকাশ করিলে যে, ফল শুভ হইবে না, তাহা সে বুঝিতে পারে। সে তখন নরম স্বরে বলিল,—এটি আমার ঘর। আমি আর আমার স্ত্রী এ-ঘরে থাকি। এখন স্ত্রী আছে। কিন্তু কোন ভয় নেই তোমার; আমাদের কথা শুনবার জন্যে সে জেগে বসে নেই—নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আচ্ছা আমি একবার দেখেই আসি; তোমার যখন এত অবিশ্বাস! তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থেকো, বুঝলে?

শুকনা ঝরা-পাতার উপর রাজমোহনের পদশব্দ আবার জাগিয়া উঠিল। শব্দটি ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইতেছে। মাতঙ্গিনী আর জানালার কাছে রহিল না, ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং দুই চক্ষু মুদিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এমনভাবে পড়িয়া রহিল, যেন সত্যই সে ঘুমাইতেছে। শুধু তাহার কর্ণেন্দ্রিয় প্রখর ও সতর্ক হইয়া রহিল।

রাজমোহন প্রথমে মাতঙ্গিনীর কক্ষের সম্মুখে আসিয়াই উপস্থিত হইল। দরজায় কান দিয়া সে শুনিবার চেষ্টা করিল কোন প্রকার সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কিনা? নাঃ, কোন শব্দই তাহার কানে আসিতেছে না। অতঃপর সে দরজায় মৃদু করাঘাত করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও কোন প্রত্যুত্তর মিলিল না। তবু রাজমোহনের মনে একটি সন্দেহের উদ্রেক হইল। ইহাও ত হইতে পারে যে, তাহার উপর রাগ করিয়াই মাতঙ্গিনী জাগিয়া থাকিয়াও কোন সাড়া-শব্দ দিতেছে না? আশ্চর্য্য কিছু নয়! বরং ইহা খুবই স্বাভাবিক! অতঃপর সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাপারটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবে স্থির করিল।

রাজমোহন রন্ধনশালায় গিয়া প্রদীপ জ্বালিল, এবং সেই প্রদীপ হাতে পুনরায় শয়নকক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। বাহির হইতে এই কক্ষের দরজা খুলিবার ও বন্ধ করিবার কৌশল রাজমোহনের জানা আছে। সে অল্প পরিশ্রমেই দরজার খিলটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রদীপ হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

দীপের আলোয় সে দেখিল, মাতঙ্গিনী সত্যই ঘুমাইতেছে। এলাইত দেহ, এলোমেলো বেশ-বাস···আর শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে তাহার বক্ষ উঠিতেছে নামিতেছে। তবু

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহন নিম্নস্বরে পুনরায় কয়েকবার মাতঙ্গিনীর নাম ধরিয়া ডাকিল। এমনভাবে ডাকিল, যাহাতে তাহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না হয়। কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল; এবং যেরূপ নিঃশব্দে দরজাটি খুলিয়াছিল, সেইরূপ নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

শয্যায় শুইয়া মাতঙ্গিনী শুনিল, রাজমোহন তাহার পিসীর ঘরের দরজাতেও ঐরূপ আঘাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে পিসীমাকে ডাকিতেছে। এইভাবে একে একে প্রত্যেক ঘরটি টহল দিয়া শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া সে তাহার সঙ্গীর নিকট ফিরিয়া গেল।

মাতঙ্গিনীও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। স্বামীর পদশব্দ মিলাইয়া যাইতেই সে পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া উহাদের গোপন পরামর্শ শুনিতে চেষ্টা করিল।

রাজমোহন ফিরিতেই অচেনা লোকটি সাগ্রহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি খবর?

রাজমোহন বলিল,—নাঃ, কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমুচ্ছে। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার।

লোকটি সত্যই নিশ্চিন্ত হইল। এবার আর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলিল,—হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম; তাহলে আমাদের সাহায্য করতে তোমার কোন অমত নেই তো? যা বলবে, সোজাসুজি বলো? শেষে যেন আবার কথার খেলাপ না হয়!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া রাজমোহন বলিল,—আমি যে একেবারেই রাজী, একথা অবশ্য জোর করে বলছি না। আসল ব্যাপারটা কি জানো? লোকটাকে যে আমি খুব পছন্দ করি, তা নয়; বরং অপছন্দই করি। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে আমার বাধা নেই যে, লোকটা আমার খুব উপকার করেছে! সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে…

লোকটি প্রশ্ন করিল,—তোমার মনের কথাটা খুলে বলো তো? তুমি দুই কূলই বজায় রাখতে চাও নাকি?

রাজমোহন তাড়াতাড়ি বলিল,—না, না, তুমি ভুল বুঝছো কেন? এতদূর এগিয়ে আমি আর ফিরতে চাই না। তাছাড়া লোকটা আমার অনেক উপকার করেছে সত্য, কিন্তু মন্দও কম করেনি। ও ব্যাটা অনেক ক্ষতি আমার করেছে! যাক্, সে-সব কথায় আর কাজ নেই। তোমাদের আমি সম্পূর্ণরূপেই সাহায্য করতে রাজী আছি। কিন্তু পারিশ্রমিক বাবদ আমি যা চাইব, তা দিতে হবে!

লোকটি এবার হাসিয়া বলিল,—তোমার কথার ঘোরপ্যাঁচ দেখে আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি যে, তুমি একটা মোটা রকমের দাঁও মারতে চাও!

রাজমোহন পুনরায় নিজেকে বিব্রত বোধ করিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—তুমি আমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছো না—এর মধ্যে ঘোরপ্যাঁচের কিছু নেই। তবে আমার একটু বেশি দরকার কেন জান? আমি ওর অধীনে আর

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

থাকতে চাই না—অন্য কোন গাঁয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চাই। কিন্তু এখন আমার যা অবস্থা, তাতে অন্যত্র উঠে গেলে সংসার চালান আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠবে! কাজেই সে ক্ষেত্রে আমাকে যাতে কোনরূপ কষ্ট পেতে না হয়, এমন টাকা আমি চাই! যদি তা দিতে পার, তোমাদের সাহায্য করতে আমার কোনরকম আপত্তি নেই!

—বেশ, কত তুমি চাও বলো। অসম্ভব না হলে তুমি তাই পাবে।

রাজমোহন চটপট উত্তর দিল,—কী আমাকে করতে হবে বলো। কাজ না বুঝে পারিশ্রমিকের কথা বলি কি করে?

লোকটি বলিল,—তোমার পক্ষে সে-কাজ এমন কিছু শক্ত নয়! তার যা কিছু নগদ টাকা এবং সোনা-দানা গয়না-গাঁটি আছে সব সরাতে হবে তোমাকে!

রাজমোহন ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল,—এ-কাজটাকে তুমি খুব সহজ বলে মনে কর নাকি? তাহলে তোমরা নিজেরাই একবার চেষ্টা করে দেখলে তো পারতে?

লোকটি এবার নরম সুরে কহিল,—না, না, আসলে কাজটা যে খুব সহজ, তা ঠিক বলছি না! তোমার মত তুখোড় লোকের কাছে খুব কষ্টকর হবে না এই কথাই বলছি।

—কষ্টকর তেমন না হলেও একাজে কত হাঙ্গামা, সেটা বিচার করে দেখেছো? অমন বিরাট ধনীর ঘর থেকে অত

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

টাকা সরিয়ে ফেলা…কত খানতল্লাসী, কত হৈ-চৈ হবে, ভেবে দেখেছো ?

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মাতঙ্গিনী থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মাথাটি ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল! অন্ধকারের উপর আরও অন্ধকার দেখিল! সে কোনরকমে দেয়ালটি ধরিয়া নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইল। তাহার স্বামী চুরি করিতে যাইবে? তাহার স্বামী চোর! মাতঙ্গিনীর পক্ষে ইহা যে বিশ্বাস করাও কঠিন! কিন্তু অবিশ্বাস করিবারই বা কি আছে? সে ত ইহা এইমাত্র স্বকর্ণে শুনিল! হে ভগবান! এ-কথাও তুমি আমাকে শুনাইলে? কিন্তু কাহার বাড়ীতে উনি চুরি করিতে যাইবেন? কোন্ সে ধনী ব্যক্তি?…ঐ যে আবার কথোপকথন শুনা যাইতেছে! মাতঙ্গিনী উপস্থিত ভাবনা দূর করিয়া পুনরায় উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

রাজমোহন বলিল,—যাই হোক, আমি একাজে রাজী আছি। আমার দাবী হল এই যে, নগদ ও সোনাদানায় মিলে মোট যত টাকা আমি সরাবো, তার চারভাগের এক ভাগ আমি চাই! যদি তুমি এতে রাজী হতে পার, আমারও গররাজী হবার কিছু নেই!

লোকটি বুঝিল, সুযোগ বুঝিয়া রাজমোহন বেশ মোটারকম দাঁও মারিতে চায়। কিন্তু আপত্তি করিবারও কোন উপায় নাই। কারণ রাজমোহনই একমাত্র লোক, যাহার দ্বারা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এ-কাজ সম্ভব! অন্য কেহ এ-কাজে হাত দিতে সাহসী হইবে না। সাহসী হইলেও কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ! কেননা যাহার গৃহে চুরি করা হইবে, তাহার ঘরের খবর অন্য কেহ জানে না। একমাত্র রাজমোহনেরই সে-সুযোগ ঘটিয়াছে—তাহার ঘরের সমস্ত খবরই রাজমোহনের জানা আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া লোকটি এইসব কথাগুলিই চিন্তা করিয়া লইল। তাহার পর বলিল,—বেশ, তোমার কথায় আমি রাজী, চার ভাগের এক ভাগই তুমি পাবে।

—কিন্তু একটা কথা আছে। রাজমোহন বলিল।

—আবার কি? দুই কূল বজায় রাখবার মতলব নাকি?

বলিয়া লোকটি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। হাসির ধরণ দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ঐ কথার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নাই—নিতান্তই রহস্য মাত্র!

রাজমোহন বলিল,—না হে না! এটুকু জেনে রেখো, রাজমোহন নিমকহারামি করেনি কোনদিন, করবেও না! এখন যা বলছি শোন। মাল সরাবার আগেই আমি আমার প্রাপ্য টাকা পেতে চাই। আন্দাজে একটা দাম ধরে নিয়ে তার চার ভাগের একভাগ আজই আমাকে দিতে হবে। তোমাদের পুঁজিতে টাকার অভাব তো নেই, এই কাজই তো তোমরা করছো! অবশ্য মাল বিক্রি করার পর যদি দেখ দাম কম হয়েছে, তাহলে আমি ন্যায্য টাকা ফেরৎ-

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দেব ; আর যদি বেশি পাও, বাকি টাকাটা আমাকে দিয়ে দেবে।

লোকটি বলিল,—কেন ? আমাদের বুঝি বিশ্বাস করতে পারছো না ? ভাবছো বুঝি মাল হাতে পেলেই আমরা তোমাকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বো ?

রাজমোহন বলিল,—না, তা ভাবছি না, এবং এর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নও আসে না—যা দস্তুর তাই বললাম।

—বেশ, তাই তুমি পাবে। কিন্তু আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে ! এ কাজটা অবশ্য মোটেই শক্ত নয়··· শুধু একটা জিনিষের খোঁজ তোমার কাছ থেকে পেতে চাই।

—আমার জানা যদি থাকে নিশ্চয়ই বলবো। তবে তার জন্য আমার আলাদা টাকা চাই !

—নিশ্চয় পাবে ! তোমার কাছ থেকে আমরা বিনামূল্যে উপকার পেতে চাই না। উপকার করবে, তার ন্যায্য মূল্যও পাবে।

—উত্তম ! কি করতে হবে বলো ?

কথাটা বেশ একটু গম্ভীরভাবেই রাজমোহন বলিল।

উত্তরে লোকটি বলিল,—এটা অবশ্য আমরা নিজেদের জন্য বলছি না, অন্য একজনের ফরমাস আছে।

অধৈর্য্য হইয়া রাজমোহন বলিল,—ভনিতা রেখে ব্যাপারটা কি তাই বলো না ছাই ! আর কতক্ষণ বাক্যালাপ চালাবে ? কত রাত হল হুঁস আছে ?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সঙ্গী বলিল,—তা বটে, অনেক রাত হয়ে গেছে। হ্যাঁ শোন, মাধব ঘোষের খুড়োর উইলটা কোথায় থাকে, সে খোঁজটা তোমাকে দিতে হবে! এর জন্য ন্যায্য দাম অবশ্য তুমি পাবে!

রাজমোহন বলিল,—তা না হয় পেলাম, কিন্তু এটা কা'র ফরমাস বলো তো? যাঁর ফরমাস, তিনি বেশ সেয়ানা লোক বুঝতে পারছি! লোকটি কে?

লোকটি বলিল,—তাঁর নাম বলতে বারণ। কাজেই আমরা বলতে বাধ্য নই!

—আমাকেও বলবে না? এখন তো আমি তোমাদেরই দলের লোক?

—তবুও একথা বলা বারণ।

রাজমোহন সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—লোকটিকে তো আমার মথুর ঘোষ বলে সন্দেহ হচ্ছে!

—তোমার সন্দেহ নিয়ে তুমি থাক; আমি কোন কথা বলতে রাজী নই।

—বলেও দরকার নেই। এখন তোমরা এজন্য আমাকে কি দিতে চাও বলো।

—নগদ একশো টাকা দিতে পারি।

রাজমোহন অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল,—পাগল! হাজার হাজার টাকার সম্পত্তির উইল চুরি করে মাত্র একশো টাকা দক্ষিণা!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—কত চাও তুমি ?

—পাঁচশো টাকা।

লোকটি বলিল,—দেখ রাজমোহন, সত্যি কথাই তোমাকে বলছি। যার কাছে উইলটা বিক্রি করবো, তার কাছ থেকে আমরা খুব বেশি টাকা পাব না। তুমি যদি পাঁচশো টাকার দাবি করো, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পঞ্চাশ টাকা হিসেবেও পড়বে না ! এটার ব্যাপারে তুমি ভাই একটু কম-সম করে নাও।

রাজমোহন বলিল,—পাঁচশো টাকার এক পয়সা কমেও হবে না।

লোকটি বুঝিল তর্ক করা বৃথা। পরিশেষে বলিল,—বেশ, পাঁচশো টাকাই পাবে, উইলটা কোথায় আছে বলো।

রাজমোহন বলিল,—উইলটা যে কোথায় আছে, সঠিক আমি তা জানি না। তবে ওর শোবার ঘরে যে লোহার আলমারিটা আছে, সেই আলমারির মধ্যে ওর নাম লেখা একটা হাতির দাঁতের বাক্স আছে। খুব সম্ভব ঐ বাক্সটার মধ্যে উইলখানা পাওয়া যাবে। কারণ, ওর বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রগুলি ঐ বাক্সটার মধ্যেই থাকে।

লোকটি বলিল,—যাক, সব কথাই ঠিকঠাক হয়ে রইল, এবার এস আমার সঙ্গে। কিভাবে কাজগুলো হাসিল করতে হবে, সে-বিষয়ে দলের লোকদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। আর বিশেষ সময় নেই, চাঁদ ডুববার সঙ্গে সঙ্গেই

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে। জ্যোৎস্না থাকতে এসব ব্যাপারে সুবিধা হবে না, কি বল ?

—তা তো বটেই ! এই ফুটফুটে আলোয় সুবিধা হবে না।

অতঃপর দুজনে প্রস্থান করিল।

সব শুনিয়া মাতঙ্গিনী আর দাঁড়াইতে পারিল না—কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। স্বকর্ণে শুনিয়া সে যেন কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না ! সে যেন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিল !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সাত

দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল মাতঙ্গিনীর। সে মেঝে হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া শয্যায় গিয়া বসিল। মাথাটা বড়ই হাল্কা বোধ হইতেছে, কিছুই চিন্তা করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর সে খানিকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। এবার সমস্ত কথাগুলিই তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে পড়িতেছে ...বিচার করিয়া দেখিবার মত তাহার মস্তিষ্কের অবস্থাও ফিরিয়া আসিয়াছে!

তাহার স্বামী চোর...ডাকাত! ডাকাতের স্ত্রী সে! এতদিন সে রাজমোহনের কঠোর ও নির্ম্মম হৃদয়েরই পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে। তাহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও দয়ামায়া নেই, পাষাণে গড়া রাজমোহনের কঠিন প্রস্তর মূর্ত্তিই সে এতদিন দেখিয়াছে...সে-মূর্ত্তির নিকটে এতটুকু সহানুভূতি আশা করাও বৃথা...শুধু লাঞ্ছনা আর নির্ম্মম আঘাতই সে দিতে জানে! শত বিনম্র ব্যবহার, মধুর সম্বোধন, শত কাকুতি-মিনতি... অনুরোধ-উপরোধেও মাতঙ্গিনী সে-পাষাণ মূর্ত্তির নিকটে কেবল নির্দ্দয় অবজ্ঞাই পাইয়া আসিয়াছে! তবুও সে-সব অত্যাচার সে হাসিমুখে সহ্য করিয়াই আসিয়াছে। রাজমোহন যখন

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

শুইত, তখন সে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত, পা টিপিয়া দিত, পাখা লইয়া হাওয়া করিত।

কিন্তু আজ রাজমোহনের যে মূর্ত্তি তাহার নিকট প্রকাশ পাইল, এ-মূর্ত্তি কোন্ স্ত্রী সহ্য করিতে পারে? অপরিসীম ঘৃণায় আর অসহ্য গ্লানিতে সে উন্মাদ-প্রায় হইয়া উঠিল! এতদিন সে এই দস্যু-স্বামীকে লইয়া রাত্রি-যাপন করিয়াছে, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছে, পা টিপিয়া দিয়াছে? তবু যা হইবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাতঙ্গিনী এই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল যে, ভবিষ্যতেও ঐ স্বামীকে তাহার বক্ষে স্থান দিতে হইবে, তাহার বিষাক্ত বাহুপাশে তাহাকে ধরা দিতে হইবে!

—ওঃ ভগবান!—মাতঙ্গিনীর দুই চক্ষু গড়াইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল,—আমাকে নিয়ে তুমি একি খেলা খেল্‌ছ? একথা জানবার আগে কেন তুমি আমার মাথায় বজ্রাঘাত করলে না?

সহসা হুঁস হইল মাতঙ্গিনীর। তাহার মনে হইল যে মাধবের বাড়ীতেই ডাকাতি করিবে উহারা। মাধব আর হেমাঙ্গিনীর চিন্তা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল! তাহার বড় আদরের হেমাঙ্গিনী···বড় আদরের মাধব, তাহাদের বাড়ীতে কিনা আজ ডাকাতি হইবে! চাঁদ ডুবিবার পর— সে-ও ত আর অধিক বিলম্ব নাই! মাধব আর হেমাঙ্গিনী এখন নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রাচ্ছন্ন···হয়ত উহারা পরস্পর

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পরস্পরকে ঘিরিয়া ঘুমঘোরে কত রঙিন স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু আর অল্পকাল পরেই উহাদের সুখ-নিদ্রা যখন ভাঙিয়া যাইবে, তখন দেখিবে যে উহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে মাতঙ্গিনী ঘামিয়া উঠিল! সে ভুলিয়া গেল নরপশু রাজমোহনের কথা, ভুলিয়া গেল ভবিষ্যতের কথা ···যত লাঞ্ছনাই তাহার ভাগ্যে থাক না কেন, রাজমোহনের হাতে যদি তাহার জীবনও যায়···তবু, তবুও সে মাধব আর হেমাঙ্গিনীকে এ-বিপদের হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে! কিন্তু কেমন করিয়া সে এ কাজ সম্পন্ন করিবে?

মাতঙ্গিনীর প্রথমে নিজের বাড়ীর লোকদের কথাই মনে পড়িল। পিসশাশুড়ী বা কিশোরীকে ডাকিয়া সে কি তাহাদের একথা বলিবে? বাড়ীর মধ্যে এই দুইজনেই তাহাকে অধিক স্নেহ করে। উহাদের অনুরোধ করিলে হয়ত উহারা মাধবকে একটা সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই অন্য কথা মনে হওয়ায় সে দমিয়া গেল। রাজমোহনের ডাকাতি করিতে যাইবার কথা উহারা কি বিশ্বাস করিবে? নিশ্চয়ই করিবে না! ভাবিবে তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে···প্রলাপ বকিতেছে!

তবে উপায়?

এবার তাহার মনে পড়িল 'কনকদিকে'। মাধবকে এ-সংবাদটা দেওয়ার জন্য কনককে পাঠাইলে হয় না? সে নিশ্চয়ই অরাজী হইবে না। মাতঙ্গিনীকে সে অন্তর দিয়াই

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ভালবাসে…স্নেহ করে। যদিও এই নিশুতি রাত্রে পথে আপদ-বিপদ থাকিতে পারে, কিন্তু এই ভীষণ বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে অনুরোধ করিলে সে নিশ্চয়ই বিপদের ভয়ে পিছাইয়া না পড়িয়া মাধবের বাড়ী যাইতে রাজী হইবে। কিন্তু…

আবার 'কিন্তু' আসিয়া বাধার সৃষ্টি করিল। কনক তাহার মায়ের সহিত একই ঘরে শয়ন করে। তাহার মাকে না জাগাইয়া কনককে জাগান সম্ভব নয়। কনক তাহার কথা বিশ্বাস করিবে বটে, কিন্তু কনকের মায়ের যেরূপ খিটখিটে মেজাজ, তাহাতে সে একথা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। তাহাকে বিশ্বাস করাইতে হইলে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই তাহাকে খুলিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে ফল হইবে বিপরীত। রাজমোহনও জড়াইয়া পড়িবে!

মাতঙ্গিনী একেবারে দমিয়া গেল। কি সে করিবে এখন? কনকের মায়ের নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়া কনককে চুপি চুপি একথা বলা সম্ভব নয়! যদিও বা সম্ভব, কিন্তু এত রাত্রে কোন মা কি কিছু না জানিয়া শুনিয়া কন্যাকে বাড়ীর বাহির হইতে দেয়?

অতঃপর মাতঙ্গিনী অন্ধকার কক্ষে বসিয়া বসিয়া অন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে এবার বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছে যে, যাহা করিবার, তাহাকে নিজেই করিতে হইবে। পরমুহূর্তেই সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সে নিজেই যাইবে! যাইতেই হইবে তাহাকে! অন্য উপায় নাই।

কর্ত্তব্য স্থির করিতেই তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রের পথে সে একা যুবতী নারী···দস্যুদলও নিশ্চয়ই নিকটেই কোথাও লুকাইয়া থাকিবে···না, না, এসব কথা ভাবিতে গেলে চলিবে না। ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা ত ঘটিবেই—সেকথা ভাবিয়া তাহাকে পিছাইয়া পড়িলে চলিবে না!

মাতঙ্গিনী একবার জানালাটা খুলিয়া দেখিল, আকাশের চাঁদ অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে···অস্ত যাইবার আর বিশেষ বিলম্ব নাই! মাতঙ্গিনী অস্থির হইয়া উঠিল। এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে রওনা হইতে হইবে! নচেৎ কী ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ যে ঘটিয়া যাইবে, ভাবিতেও বুকের রক্ত জল হইয়া যায়! চাঁদ ডুবিতে হয়ত অর্দ্ধ ঘণ্টাও দেরী নাই!

একখানি সাদা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া সন্তর্পণে খিল খুলিয়া মাতঙ্গিনী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ণদ্বয়কে সজাগ রাখিয়া সে শুনিবার চেষ্টা করিল, কোথাও কোন মানুষের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে কিনা? এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়া সে বাহির হইতে দরজার খিলটি নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া পথে নামিল। রাজমোহনের মত তাহারও বাহির হইতে খিল খোলা এবং বন্ধ করার কৌশলটি জানা ছিল।

পথে পা দিয়াই কিন্তু বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাতঙ্গিনীর। সীমাহীন কালো আকাশের নীচে কী স্তব্ধ জগৎ! করজোড়ে ঈশ্বরের নিকট সাহস প্রার্থনা করিয়া সে দ্রুত পা চালাইয়া দিল। সম্মুখে-পশ্চাতে আশে-পাশে কোনদিকেই চাহিতে তাহার সাহস হয় না...কেবল ঘাড় গুঁজিয়া পথের দিকে চাহিয়া সে অগ্রসর হয়। তাহার মনে হয় চতুর্দ্দিকে বুঝি অশরীরী প্রেতের দল তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে! নিকট ও দূরের বিরাট বিরাট বৃক্ষরাজির তলদেশে যে জমাট অন্ধকার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি পড়িলে মাতঙ্গিনী শিহরিয়া ওঠে! মনে হয় সেই আঁধারের মাঝে অশরীরী প্রেতের দল হিংস্র উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। আবার কখনো মনে হয়, তাহার স্বামী রাজমোহন বা অন্যান্য দস্যুরা বুঝি ঐ অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছে! ভাবিতেই মাতঙ্গিনীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠে! যদি উহারা তাহাকে দেখিতে পায়? সেই ভয়ে আশপাশে তাকাইতে তাহার আর সাহস হইতেছে না—শুধু পথটির দিকে চাহিয়াই সে চলিয়াছে।

খানিকপথ অগ্রসর হওয়ার পর মাতঙ্গিনী এক বিশাল আমবাগানের ধারে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার ডানপার্শ্বে কিছু তফাতে গাঁয়ের হরি কৈবর্ত্তর বিরাট পুষ্করিণীটির উঁচু পাড় দেখা যাইতেছে। পাড়ের উপর লতা-গুল্মের অন্ধকারময় ঝোপ-ঝাড়, আর প্রকাণ্ড দৈত্যের মত তিনটি

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বটবৃক্ষ তাহার শত শত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এই আমবাগানের ভিতর দিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে। কি সর্ব্বনাশ! বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় এই বনটির কথা তাহার ত আদৌ স্মরণ হয় নাই! এই নিশুতি রাত্রে এই গহন বনের ভিতর দিয়া সে কেমন করিয়া যাইবে? একে এই বনে সাপ-খোপের ভয় খুব! তাহার উপর এখানে যদি দস্যুদল ঘাপটি মারিয়া বসিয়া থাকে? আশ্চর্য্য কিছু নয়! বরং এই বনের অভ্যন্তরভাগই দস্যুদের অপেক্ষা করিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান।

কিন্তু পিছাইয়া পড়িলে ত চলিবে না! তাহার হেমাঙ্গিনী —মাধব···যদি সে যথাসময়ে সংবাদটি তাহাদের না জানাইতে পারে, তাহা হইলে যে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারীতে পরিণত হইবে! ইহা যে সে চিন্তাও করিতে পারে না! জীবন দিয়াও সে তাহাদের বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে।

সাহসে বুক বাঁধিয়া এবং মনে মনে ঈশ্বরকে আর একবার স্মরণ করিয়া সে বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পা দুইটি আতঙ্কে ভারী হইয়া আসে—অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু জোর করিয়া সে তাহাদের টানিয়া লইয়া চলে।

বনটির অভ্যন্তরে কিছু দূর প্রবেশ করিতেই বনের গভীর হইতে তাহার চোখে খানিকটা আলো আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনীর চলিতে-না-চাওয়া পা দুইটিও পাষাণের মত

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অনড় হইয়া গেল! এত রাত্রে এই গভীর বনে আলো জ্বলে কেন? তবে কি আলো জ্বালাইয়া দস্যুরাই ঐখানে অপেক্ষা করিতেছে? ইহা ছাড়া কি-ই বা হইতে পারে? তবে কি সে ফিরিয়া যাইবে? উহাদের হস্তে পড়িলে মাধবকে সংবাদ দেওয়া ত দূরের কথা, নিজের প্রাণটিকেও সে বাঁচাইতে পারিবে না!

মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—কি তাহার কর্ত্তব্য? সে এখন কি করিবে? অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া যাইবে কি? যাইতে অসুবিধা নাই—কিন্তু তাহাতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া যাইবে। এই আমবাগানের মধ্য দিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা পথ।

মাতঙ্গিনী আবার ভাবিল, ওখানে আলো যখন জ্বলিতেছে, তখন ওখানে মানুষ আছে একথা অনুমান করাই অবশ্য উচিত। কিন্তু ডাকাতেরাই যে অপেক্ষা করিতেছে ইহার প্রমাণ কি? ডাকাতের পরিবর্ত্তে ওখানে কোন সাধু-সন্ন্যাসীও ত থাকিতে পারে। সাধু-সন্ন্যাসীরা ত লোকালয়ে আশ্রয় না লইয়া পাহাড়ের গুহায়, গভীর বনেই আশ্রয় লয়? কাজেই ব্যাপারটা কি, সে-সম্বন্ধে খোঁজ লওয়া দরকার।

এই ভাবিয়া মাতঙ্গিনী আলোটি লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। খানিকটা অগ্রসর হইতেই সে যেন ভূত দেখিয়াছে, এমনভাবে চমকিয়া উঠিল! গাছের ফাঁক দিয়া ওকি দেখা যাইতেছে? একটি অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অনেকগুলি কালো কালো ষণ্ডামার্ক লোক বসিয়া কী সব জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। তাহাদের চাপা কণ্ঠের একটা গুঞ্জন মাতঙ্গিনী স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে।

ঠিক এমনি সময় অকস্মাৎ তাহার খুব নিকট হইতে একটা কুকুর তীব্ররবে চীৎকার করিয়া উঠিল! বিপদের উপর বিপদ! সত্যই বিপদ হইল। কুকুরের চীৎকারে দস্যুদল চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের গুঞ্জন থামিয়া গেল! মাতঙ্গিনী বুঝিল কুকুরটাকে উহারা পাহারায় রাখিয়াছিল। অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত মানুষের সাড়া পাইয়াই সে দস্যুদলকে সতর্ক করিয়া দিল। ঘেউ ঘেউ করিয়া সে যেন বলিয়া দিল,—সাবধান! অচেনা আগন্তুক আসিয়াছে!

দস্যুরাও বুঝিয়াছে কুকুরের ইঙ্গিত। তাহারা অগ্নিকুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আগন্তুক শত্রুর অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কয়েকজন মাতঙ্গিনীর দিকেও আসিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! মাতঙ্গিনীর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল! সে স্ত্রীলোক···তবু সে চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াও নিজের বিচারবুদ্ধি হারাইল না। নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পদসঞ্চারে বন হইতে বাহির হইয়া সে পুকুরপাড়ের দিকে প্রায় একরকম ছুটিতেই আরম্ভ করিয়া দিল। সে একবার পিছনে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু বনের ভিতর শুকনা ঝরা-পাতার উপর একাধিক ব্যক্তির পদশব্দ সে স্পষ্টই শুনিতে পাইল!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পুকুরপাড়ে উপনীত হইয়া সে পুনরায় পশ্চাতে চাহিল। চাহিয়াই রক্ত হিম হইয়া গেল। দেখিল, ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় দুইজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি এইদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। মাতঙ্গিনী তাড়াতাড়ি খানিকটা জলের দিকে নামিয়া একটা বড় ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, যদি উহারা পাড়ের উপর আসিয়া তাহার খোঁজ করে? যদি উহারা ঐ ঝোপটি লক্ষ্য করে? মাতঙ্গিনী দ্রুত অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহার একটু তফাতেই পাড়ের উপর যে তিনটি বটগাছ বহু শাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহাদের কয়েকটি পত্রবহুল শাখা প্রায় জলের উপর নামিয়া আসায় জলের সেই স্থানে গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়াছে! মাতঙ্গিনী উপায় খুঁজিয়া পাইল। সে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া বট-শাখার অন্ধকারময় জলের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং গায়ের চাদর ও পরিধেয় বস্ত্র বিশেষভাবে সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে জলের ভিতর নামিয়া চিবুক পর্য্যন্ত ডুবাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। ইহাতেও সে ঠিক ভয়-মুক্ত হইতে পারিল না। পাছে তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই আশঙ্কায় সে তাহার কেশগুচ্ছ মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া দিল! কালো ছায়া, কালো জল, আর কালো চুল—এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝিবার আর উপায় রহিল না!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ইহার পরমুহূর্ত্তেই উচ্চ পাড়ের উপর দুইজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিল! তাহারা পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। তারপর তাহারা বন-ঝোপগুলি খুঁজিতে খুঁজিতে বটগাছ তিনটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন অপরজনকে বলিল,—এযে বাবা তাজ্জব ব্যাপার!

অপরজন বলিল,—সত্যি! স্পষ্ট দেখলাম সাদা মত একটা মূর্ত্তি···গেল কোথায়? তাজ্জব ব্যাপারই বটে!

একটু থামিয়া দ্বিতীয় বক্তা আবার বলিল,—আমার কি মনে হচ্ছে জানিস্? যাকে দেখেছি, সে মানুষ নয়···

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই আগের ব্যক্তি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—মানুষ নয় মানে? স্পষ্ট দেখলাম নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে!

—অপদেবতারাও নড়ে চড়ে বেড়াতে পারেন, বুঝলে!

—অ্যাঁ—! অ-প-দে-ব—তা!

বলিয়াই সে রাম-নাম জপ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—তা ছাড়া আর কি? মানুষ কি এমন উড়ে যেতে পারে?

প্রথম ব্যক্তির মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না—সে তখন ভয়ে কাঁপিতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিই পুনরায় বলিল,—চল, সরে পড়ি এখান থেকে। জায়গাটা খুব সুবিধার নয়! বুঝতে পারছিস্ না,

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এই নিশুতিরাতে সাদা মানুষ এখানে আসবে কোত্থেকে! এসব ওঁনাদেরই কাণ্ড!

উভয়ে প্রস্থান করিল।

উহাদের পদশব্দ যতক্ষণ শোনা গেল, এবং শব্দ মিলাইয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিয়া আসিল, এবং মনে মনে ভগবানকে এই বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল যে, অপদেবতা নামক একটি ভীতিপূর্ণ শব্দ তিনি পৃথিবীকে উপহার দিয়াছিলেন বলিয়াই সে আজ অতি সহজেই পরিত্রাণ পাইয়া গেল!

অতঃপর সে আমবাগান দিয়া তাড়াতাড়ি মাধবের গৃহে পৌঁছাইবার আশা ত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিয়া প্রাণপণ দ্রুতগতিতে পা চালাইয়া দিল।

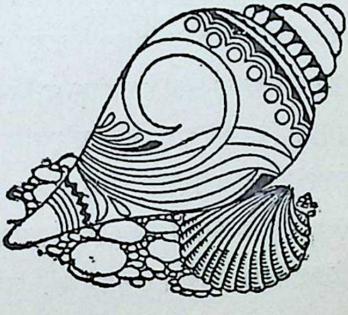

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আট

মাতঙ্গিনী যখন মাধবের বাড়ীর খিড়কীর দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, চন্দ্রদেব তখন পশ্চিম দিগন্তরেখায় পৌঁছাইয়া শেষবারের মত রাধাগঞ্জ গ্রামখানি দেখিয়া লইতেছেন। উচ্চ বৃক্ষের পাতায় পাতায় তাঁহার বিদায়ের আলো চিক্ চিক্ করিতেছে। মাতঙ্গিনীর মনে হইল চন্দ্রদেব বুঝি ঐ আলোর ইশারায় তাহাকে জানাইয়া দিতেছেন,—আর দেরি নাই—দেরি নাই !

খিড়কীর পাশেই যে ঘরখানি, ঐ ঘরে পরিচারিকা করুণা শয়ন করে, মাতঙ্গিনী তাহা জানিত। দরজায় কয়েকবার করাঘাত করিতেই করুণার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার অন্তরে ভয়-ডর জিনিষটা খুব অল্পই ছিল। তবু এই নিশুতি রাতে দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনিয়া সে বেশ খানিকটা দমিয়া গেল। কিন্তু ভয়ে বাক্যরোধ হইবার মত স্ত্রীলোক সে নহে ! বরং কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়াই সে তাহার স্বভাব-সিদ্ধ উচ্চ কর্কশকণ্ঠে হাঁক দিল,—কে ? চুরি করার মতলবে এসেছো বুঝি ?

মাতঙ্গিনী দ্রুতকণ্ঠে বলিল,—না, না, চুরি করতে আসি নি ; তাড়াতাড়ি দরজাটা একবার খোল !

করুণা আরও উচ্চকণ্ঠে কহিল,—এত সহজে ভুল্‌ছি

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

না বাছা! তুমি যে চুরি করতে আস নি, তার কোন প্রমাণ দিতে পার?

মাতঙ্গিনী এবার অধৈর্য্য হইয়া বলিল,—আঃ! এ সময়ে বিরক্ত ক'রো না করুণা! দরজাটা খোল···বিশেষ জরুরী!

করুণার কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে না। সে তেমনি-ভাবেই বলিল,—তুমি এমন কে লাটসাহেব বাছা যে এত-রাতে তোমার হুকুমে দরজা খুলতে হবে?

—আমি লাটসাহেব নই; আমি হেমাঙ্গিনীর বড় বোন, আমার নাম মাতঙ্গিনী। দয়া করে এবার দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে দাও।

করুণা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—ঠাক্‌রুণ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠাক্‌রুণ! আর জ্বালিও না—দরজাটা খোল।

করুণার বুঝি এবার হুঁস হইল। এতক্ষণ সে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরই শুনিতেছিল বটে! আ পোড়া কপাল! সে খেয়ালও তাহার ছিল না? স্ত্রীলোক কি কখনো চোর-ডাকাত হইতে পারে! তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া সে বলিল,—কিছু মনে ক'রো না ঠাক্‌রুণ, তোমাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম। তা—এত রাতে?

মাতঙ্গিনী বলিল,—হেমের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তার কাছে আমাকে নিয়ে চল।

—কি হয়েছে ঠাক্‌রুণ? খুব খারাপ কিছু···ওমা!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তোমার কাপড় যে ভিজে—জল গড়াচ্ছে! কোথায় গিয়েছিলে এত রাতে?

—সব জানতে পারবে···হেমের কাছে চল।

—সে তো ঘুমুচ্ছে; তুমি ততক্ষণে কাপড়টা পালটে নাও —আমি গিয়ে তাকে ডাকছি।

একখানা শুকনো কাপড় মাতঙ্গিনীর হাতে দিয়া করুণা প্রস্থান করিল।

চোখে-মুখে দারুণ বিস্ময় লইয়া হেমাঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—হঠাৎ এত রাতে কেন দিদি, কি হয়েছে?

মাতঙ্গিনী বলিল,—আজ একটু পরেই তোদের বাড়ীতে ডাকাতি হবে, তাই সাবধান করে দিতে এসেছি।

—ডাকাতি!

আশঙ্কায় উদ্বেগে হেমাঙ্গিনী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল!

'কী সর্ব্বনেশে কথা গো!' বলিয়া করুণাও প্রায় মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম!

মাতঙ্গিনী তাহাদের বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিয়া হেমাঙ্গিনীকে বলিল,—এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না হেম, তোর স্বামীকে এখুনি গিয়ে খবর দে।

হেমাঙ্গিনী বলিল,—সে আমার দ্বারা হবে না দিদি। আমার গা কাঁপছে, পা টল্‌ছে।···

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অতঃপর মাতঙ্গিনী করুণাকেই মাধবের নিকট পাঠাইল। কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। করুণা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল,—মাধব কোন কথাই বিশ্বাস করিতেছে না। এমন কি এত রাত্রে মাতঙ্গিনী এ-বাড়ীতে আসিয়াছে, একথাও সে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিতেছে।

অগত্যা মাতঙ্গিনী পুনরায় হেমাঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল,—তুই যা হেম, আর বিলম্ব করবার সময় নেই; তাহলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! মাধবকে গিয়ে বল্ গে সব সত্যি, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই!

হেমাঙ্গিনী বলিল,—তুমিই যাও দিদি; আমি গিয়ে কি বলবো? তিনি যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন, তুমি তার উত্তর দিতে পারবে। আমি গেলে কোন কাজই হবে না।

আর কথা কাটাকাটি করিয়া সময় নষ্ট করা নির্ব্বোধের কাজ ভাবিয়া মাতঙ্গিনী মাধবের কক্ষাভিমুখে রওনা হইল। দিদির সম্মুখে স্বামীর নিকট যাওয়া লজ্জাশীলা হেমাঙ্গিনীর বিবেকে বাধিল, তাই সে করুণার নিকটে ঐখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধবের কক্ষের দরজার সম্মুখে আসিয়া মাতঙ্গিনীর বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার পা যেন আর চলিতে চাহে না। বন্ধ দরজাটি ঠেলিতে গিয়াও হাতটি আবার সঙ্কুচিত করিয়া লইল সে। কিন্তু সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। সে হাতটিকে পুনরায় প্রসারিত করিয়া উত্তেজনার আধিক্যে একটু জোরেই ধাক্কা মারিল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দরজা খুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে কম্পিতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল মাতঙ্গিনী। সুসজ্জিত কক্ষ। কক্ষের একপার্শ্বে একটি তৈল-দীপ জ্বলিতেছে। মাধব একটি আরাম-কেদারায় নিজের দেহ এলাইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছে। মাতঙ্গিনীকে দেখিয়াই সে সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মাতঙ্গিনীর অবস্থাও সেইরূপ। সে একবার মাত্র মাধবের মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জায় নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

কণ্ঠে শক্তি সঞ্চয় করিয়া মাধবই প্রথম কথা বলিল,—যা শুনছি, এ কি সত্যি দিদি ?

—সব সত্যি।

—তুমি সঠিক জান, আজ রাত্রেই ?

—জানি। চাঁদ ডুববার পর আজ রাত্রেই তারা আক্রমণ করবে! আর বেশি দেরি নেই!

মাধব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—এসব খবর তুমি পেলে কেমন করে দিদি ?

—যেমন ভাবেই হোক্ পেয়েছি। একথা আর জিজ্ঞেস ক'রো না।

—কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না দিদি!

মাতঙ্গিনী স্পষ্ট কণ্ঠেই জবাব দিল,—বুঝবার দরকার নেই! এখন যত তাড়াতাড়ি পারো দস্যুদের বাধা দেবার ব্যবস্থা করো। এই গভীর রাতে শত আপদ-বিপদ তুচ্ছ করে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তোমার সঙ্গে যে তামাসা করতে আসি নি, এটা হয়ত তুমি বিশ্বাস করবে!

মাধব লজ্জিত হইয়া বলিল,—কি যে বলছো দিদি! তোমার এ উপকার চিরদিন···

—থাক্।—বাধা দিয়া মাতঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া কহিল,—স্তব-স্তুতির আর প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমার খুড়োর উইলটা কোথায় রেখেছো? উইলটাও ওরা সরাতে চায়!

—সত্যি?

—এক বিন্দুও মিথ্যা বলছি না। উইলটাকে নিরাপদ জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করো।

মাধব বলিল,—নিরাপদ জায়গাতেই আছে।

মাতঙ্গিনী বলিল,—নিরাপদ জায়গা অর্থে তুমি কি বলতে চাও? এইটাই তো তোমার শোবার ঘর না?

মাধব ঘাড় আন্দোলন করিয়া জানাইল যে, হাঁ, এইটাই তাহার শয়নকক্ষ।

মাতঙ্গিনী বলিল,—এটা যদি তোমার শোবার ঘর হয় তাহলে ঐ সিন্দুকটার মধ্যে যে হাতীর দাঁতের বাক্সটা আছে, ঐটাই কি তোমার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা?

মাধব বিস্ময়ে আতঙ্কে হতবাক্ হইয়া গেল! সহসা তাহার মুখে কোন কথাই জোগাইল না।

মাতঙ্গিনী হাসিয়া বলিল,—কি, বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, না?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব বলিল,—এ খবর তুমি কেমন করে পেলে দিদি ?

—যেমন ভাবে ডাকাতির খবর পেয়েছি, এ-খবরও পেয়েছি ঠিক তেমনি ভাবে! শুধু আমি একা নই, দস্যুদের প্রত্যেকেই জানে তোমার উইলটা কোথায় আছে !—

—তাজ্জব ব্যাপার তো!…আচ্ছা, তুমি এঘরে একটু অপেক্ষা করো দিদি, আমি লোকজনদের ডেকে একটা ব্যবস্থা করে আসি।

মাধব কক্ষ হইতে বাহির হইতে উদ্যত হইলেই মাতঙ্গিনী ডাকিল,—শোন।

মাধব ফিরিল।

—কিছু বলছো দিদি ?

—হ্যাঁ, শোন। আমি যে তোমার বাড়ীতে এসেছি, এবং এ-খবর তোমাকে দিয়েছি, একথা কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে কোনদিন! করুণা আর হেমাঙ্গিনীকেও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিও।

—তাই হবে, একথা আর কেউ জানবে না।

এই বলিয়া মাধব কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রথমেই সে বাড়ীর লোকজনদের জাগাইয়া সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যগুলি কোনও এক বিশেষ গোপনকক্ষে স্থানান্তরিত করিল। এই গোপনকক্ষের সংবাদ তাহার সংসারের লোকজনদেরও অনেকেই জানে না। সুতরাং বাহিরের কোন লোক শতচেষ্টাতেও সে কক্ষ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অতঃপর সে বহির্বাটির দারোয়ান মহলে গিয়া উপস্থিত হইল। সাধারণতঃ মাধব নম্রস্বভাবসম্পন্ন। কিন্তু কর্ত্তব্যে সে কঠোর এবং শত্রুদমনে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ক্ষিপ্র দুর্দ্দান্ত! অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই সে সমস্ত ব্যবস্থাই শেষ করিয়া ফেলিল।

চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে।…পৃথিবীর বুকে আঁধার নামিয়াছে। মাধবের সদর দরজায় দশ-বার জন গুণ্ডাকৃতি লোক ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, বল্লম, গাদা-বন্দুক ইত্যাদি লইয়া পাহারা দিতেছে। ইহারা পশ্চিমাঞ্চলের পাঁড়ে ও চৌবে বংশের লোক। কয়েকজন আবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া টহল দিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীর অভ্যন্তরেও কতকগুলি ষণ্ডামার্কা লোক সড়কি বল্লম হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গৃহের ছাদেও আর এক দফা আয়োজন হইয়াছে এখানকার আয়োজন কিছু পৃথক ধরণের। ইহারা ঠিক সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইবে না। আক্রমণকারীরা প্রাচীরের নিকট আসিলে বা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলে ইহারা তাহাদের গুপ্তভাবে আক্রমণ করিবে। ইহাদের প্রধান অস্ত্র হইল ইট। ইট ছুড়িয়া ইহারা আক্রমণকারীদের ঘায়েল করিবে। প্রচুর ইট জমা করা হইয়াছে ছাদের উপর। কিছু কিছু লাঠি-সড়কিও অবশ্য তাহাদের নিকটে আছে। গাদা-বন্দুকও আছে দু'-একটি।

ইহারা মাধবের বাছাই করা প্রজা। লাঠি চালাইতে ও বল্লম ছুড়িতে ইহারা ওস্তাদ। দু'-একজন বন্দুক চালাইতেও

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সিদ্ধহস্ত। ইহারা আশে-পাশেই বাস করে। মাধবের ব্যবস্থানুযায়ীই এইরূপ হইয়াছে। বিপদের সময় যাহাতে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাওয়া যায়, সেই কারণেই মাধব বাছা বাছা প্রজাদের তাহার বাড়ীর আশে-পাশে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

এমন সময় একজন আসিয়া মাধবকে সংবাদ দিল, সে নাকি আমবাগানের মধ্যে আলো দেখিতে পাইয়াছে।

উত্তেজিত হইয়া মাধব বলিল,—সত্যি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আরো খবর আছে হুজুর। ঐ আলো দেখে আমি, রামসিং আর গোবর্দ্ধন বনের ধারে গিয়ে দেখে এলাম বনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে অনেকগুলো লোক বসে রয়েছে। ওরাই বোধ হয় ডাকাত!

এই কথোপকথন ছাদের উপর হইতেছিল। মাধব বলিল, —কৈ, এখান থেকে তো কোন আলো দেখা যাচ্ছে না? দাঁড়াও, চিলেকোঠার ওপরে উঠে একবার দেখি।

চিলেকোঠার উপরে উঠিতেই মাধব আমবাগানের ভিতরে আলোকের সন্ধান পাইল। ডাল-পালার ফাঁক দিয়া, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া তাহার চোখে একটুকরো আলো আসিয়া পৌঁছাইল। সংবাদদাতাও মাধবের পিছু পিছু উপরে উঠিয়াছিল। সে বলিল,—দেখেছেন? ঐ যে! এখান থেকে আলোটা খুব অল্পই দেখা যাচ্ছে। নীচে গিয়ে দেবদারু গাছটার গোড়ায় যদি দাঁড়ান, আলোটা আরও স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবেন।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব কোন উত্তর না দিয়া আলোটির দিকে চাহিতে লাগিল।

লোকটি পুনরায় বলিল,—হুজুর যদি হুকুম দেন তো ওরা আক্রমণ করবার আগেই ওদের ওপর আমরা চড়াও হই!

মাধব বলিল,—তার দরকার কি ভূপ সিং? আমি বলছি কি জানো? যাতে দাঙ্গা না করেই ওদের হটানো যায়, তার একটা চেষ্টা প্রথমে করা দরকার। দাঙ্গা বাধলে তো উভয় পক্ষেই খুন-জখম হবে! তোমরা বরং সকলে মিলে জোর একটা হাঁক দিয়ে ওদের জানিয়ে দাও যে, আমরাও প্রস্তুত!

মাধবের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রকণ্ঠের প্রচণ্ড হুঙ্কারে ঘুমন্ত আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিল! হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণরূপে মিলাইতে না মিলাইতে মাধব বলিল, আবার—আবার!

পুনরায় তীব্র হুঙ্কারে সারা রাধাগঞ্জ গ্রামখানি যেন গম্ গম্ করিয়া উঠিল! এবার অপর পক্ষ হইতেও প্রত্যুত্তর আসিল! তাহারাও সংখ্যায় যে কম নহে, তাহা জানাইয়া দিল।

প্রত্যুত্তর পাইয়া মাধবের পক্ষ পুনরায় হুঙ্কার ছাড়িল এবং সেই সঙ্গে বন্দুকেরও কয়েকটা আওয়াজ করিল—দুম্ দুম্…

পরমুহূর্ত্তেই আমবাগানে যে কোলাহল জাগিয়া উঠিল, তাহা উল্লাসের নয়—পলায়নপর দস্যুদের আর্ত্তনাদ! মাধবের দলের অনেকেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—ওরা পালাচ্ছে—ওরা পালাচ্ছে!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

নয়

মাধব ভাবিল, এখন উহারা পলাইলেও সুযোগ বুঝিয়া যে পুনরায় আক্রমণ করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সেরূপ কিছু ঘটিল না বা ঘটিবার আশঙ্কা দেখা গেল না, তখন সে অনুচরগণকে সমস্ত রাত্রি পাহারায় থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়া অন্দরমহলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গিনীকে তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতে হইবে। সে যদি এমনভাবে না আসিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিত, তাহা হইলে আজ কি ঘটিত, ভাবিতেও মাধবের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে!

অন্দরের কোনও এক নিভৃত কক্ষে মাতঙ্গিনী ও হেমাঙ্গিনী দুইজনে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। মাধব তথায় আসিয়া মাতঙ্গিনীর উদ্দেশে বলিল,—তুমি আমার জন্য যা করেছো দিদি, সে ঋণ শোধ করবার নয়! কি উপকার তুমি যে আমার করেছো—!

দস্যুদের পলায়নের সংবাদ যথাসময়ে অন্দরমহলেও আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল। সে কারণ আশঙ্কা ও উদ্বেগ অন্তর্হিত হইয়া বর্ত্তমানে একটা উত্তেজনা শুধু জাগিয়া আছে। সেই উত্তেজনার

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই অনেকরকম রোমাঞ্চকর আলোচনা করিতেছে। মাতঙ্গিনী আর হেমাঙ্গিনীর মধ্যেও বোধ করি সেইরূপ কিছু আলাপ-আলোচনা হইতেছিল।

স্বামীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই মাতঙ্গিনীকে রাখিয়া হেমাঙ্গিনী লঘুপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাধব পুনরায় বলিল,—তোমার এ উপকার কোনদিন ভুলবো না দিদি।

মাতঙ্গিনী বলিল,—সে আমার ভাগ্য মাধব! অনেক কষ্ট সহ্য করেই এই গভীর রাত্রে আমি তোমার কাছে এসেছি। এখন তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। হেম যদি ভুলক্রমে কোন দিন তোমার কাছে কোন অন্যায় করে বসে, তাহলে আজকের রাতের আমার এই কষ্টভোগের কথা মনে করে তাকে ক্ষমা ক'রো।

মাতঙ্গিনীর কথা শুনিয়া মাধবের চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে সে বলিল,—তোমার একথা আমার মনে থাকবে।

—আচ্ছা আজ তাহলে আসি?

—সে কি দিদি! কতদিন পরে এলে—এখুনি চলে যাবে? হেমও বহুদিন তোমায় দেখে নি; তার কি ইচ্ছা করে না, দু-দণ্ড কথা বলতে?

—তা জানি মাধব। কিন্তু…

—এর মধ্যে আবার 'কিন্তু' কি? আমার বাড়ীতে দু'-চার

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দিন তোমাকে থাকতে বলবো, এমন সাহস আমার নেই! কিন্তু এই রাতটুকু কাটিয়ে সকালে যেও, এ ন্যায্য দাবীটাও কি জানাতে পারি না?

মাতঙ্গিনী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিল,—এসব কথা বলে আমাকে আর ব্যথা দিও না মাধব; থাকবার কোন উপায়ই নেই—অদৃষ্ট আমার বড়ই মন্দ···যেতেই হবে আমাকে! ভুল বুঝো না আমাকে!

মাধব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না দিদি!

মাতঙ্গিনী বলিল,—না বোঝার কি আছে? ওঁকে কি তুমি চেনো না?

—চিনি দিদি! চিনি বলেই তো আপনার জন হয়েও তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবার সাহস হয় না! এত কাছে থেকে হেমও সাহস পায় না নিজের দিদির বাড়ীতে যাবার! দু'-চারদিন এখানে থাকলে না হয় রাজমোহনবাবু তোমার ওপর রাগ করতে পারেন। কিন্তু···তোমাকে কি তিনি বলে দিয়েছেন খবরটা দিয়ে রাতের মধ্যেই ফিরতে?

শুষ্ক হাসি হাসিয়া মাতঙ্গিনী বলিল,—আমি যে তোমার বাড়ীতে এসেছি, একথা তিনি জানেন না; তাঁর অগোচরেই আমি এখানে এসেছি।

মাধব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল,—কি তুমি বলছো দিদি? এই রাত্রে গোপনে তুমি আমার বাড়ীতে এসেছো?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

কিন্তু তুমি যখন এলে রাজমোহনবাবু ছিলেন কোথায়? তিনি নিশ্চয় বাড়ীতেই ছিলেন?

মাতঙ্গিনী নীরবে রহিল।

মাধব অধৈর্য্য হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল,—কি দিদি, কথা বল্‌ছো না যে? আমি যে বড়ই অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার কথা শুনে! ব্যাপারটা কি খুলে বলো?

মাতঙ্গিনী অসহায় কণ্ঠে বলিল,—তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না মাধব; তুমি এ-কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা ক'রো না! যাক, আমাকে এবার যেতে দাও… করুণাকে সঙ্গে পেলে ভাল হয়। ওকে যদি তোমার এখন কোন দরকার না থাকে, ও আমার সঙ্গে চলুক।

উত্তরে মাধব কোন কথা না বলিয়া মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে মাতঙ্গিনীর মনের কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে! রাজমোহনের অগোচরে সে কেমন করিয়া আসিল? রাজমোহন কি এখন গৃহে নাই? কোথায় গিয়াছে সে এত রাত্রে? মাতঙ্গিনীই বা এত সব খবর জানিল কেমন করিয়া? এইপ্রকার নানা কথা মাধবের মনে উঁকি দিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনী পুনরায় বলিল,—আসি মাধব, মনে কিছু ক'রো না। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও…হেম সুখী হোক্!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাতঙ্গিনীর চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু টপ্‌টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

—তুমি কাঁদ্‌ছো দিদি? বলো কি হয়েছে তোমার? যদি কোন অসুবিধা হয়ে থাকে, আমার সাধ্যের অতিরিক্ত না হলে নিশ্চয়ই তা দূর করবার চেষ্টা করবো!

কোন উত্তর দিল না মাতঙ্গিনী, কিন্তু সহসা একটি অদ্ভুত কাজ করিয়া বসিল সে! মাধবের হাত দুইটি নিজের হাতের মুঠায় টানিয়া লইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ নতমস্তকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার পর সে আকুলকণ্ঠে বলিল,—আমার এ দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষমা ক'রো মাধব……ঘৃণায় মুখ ফিরিও না! যাবার বেলায় শেষ মুহূর্ত্তের এ দুর্ব্বলতাটুকু আর সহ্য করতে পারলাম না! তোমাকে আমি……হ্যাঁ, সত্যিই তোমাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম মাধব… আজও ভালবাসি…চিরদিনই তুমি আমার অন্তরে থাকবে! তাই বিদায়ের বেলা……হয়ত আর কোনদিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে……হয়তো এই শেষ বিদায়……তাই এত কষ্ট……তাই এত দুর্ব্বলতা! ভেবেছিলাম আমার এ অন্তরের জ্বালা তোমার কাছে কখনো পৌঁছাবে না। কিন্তু চেপে রাখতে পারলাম কৈ মাধব? আপ্রাণ চেষ্টা করেছি……তবু পারলাম না!

মাধবেরও শিরায় উপশিরায় একটা উদ্দাম কম্পন জাগিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল মাতঙ্গিনীকে বুকের

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাঝে টানিয়া লইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু নিজেকে সে সংযত করিয়া বলিল,—ভেবেছিলাম তুমি সব ভুলে গেছ মাতঙ্গিনী···অতীতের স্মৃতি তোমার বুকে এমন প্রখরভাবে জেগে আছে, আমি তা ধারণাও করতে পারি নি! না, না, তুমি বড় ভুল করলে মাতঙ্গিনী! এতক্ষণ যদি তুমি করুণাকে নিয়ে চলে যেতে! আমি তো তোমাকে যেতে আর বাধা দিই নি, তুমিও যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলে···আর একটু সময় নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলে না? পা বাড়িয়েও শেষ পর্য্যন্ত এ কি করলে তুমি?

মাধবের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। বলিল,—মনকে শক্ত কর মাতঙ্গিনী···এসব ভুলে যাও! তোমার নিষ্কলুষ মনে এসব চিন্তা শোভা পায় না!

কাঁদিতে কাঁদিতে মাতঙ্গিনী বলিল,—যত পারো তিরস্কার করো মাধব···আমার শিক্ষা হোক! এই পৃথিবীতে যে আমার ঈশ্বর, সেই তোমার কাছে···

মাধব বাধা দিয়া বলিল,—থাম মাতঙ্গিনী, থাম; আর নয়, চুপ করো!

—না, না, আমাকে চুপ করতে বলো না মাধব···বাধা দিও না—আমাকে বলতে দাও! আমি আমার প্রাণের ঈশ্বরের কাছে যে অপরাধ আজ করেছি, তা আমাকে বুঝতে দাও, অনুভব করতে দাও! ভগবান জানেন, এই ক'বছর আমি কত সহ্য করেছি। অন্তরের আগুনে কিভাবে দগ্ধ হয়েছি! যদি

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বুক চিরে তোমাকে দেখাতে পারতাম, আমার বুকে কি ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাহলে হয়ত……

মাতঙ্গিনী আর কিছু বলিতে পারে না।

মাধবও কাঁদিতেছিল। দুই গাল বহিয়া তাহার অশ্রু মাটিতে পড়িতেছিল। সে-অশ্রু মুছিয়া ফেলিবার মতও অবস্থা ছিল না মাধবের। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল,—লক্ষ্মীটি আর কেঁদো না, চুপ করো। তুমি তো আমার কাছে কোন অপরাধ করো নি মাতঙ্গিনী! তোমার আমার মাঝে তো কোন পার্থক্য নেই! তোমার মত আমার বুকের আগুনও যে আজ নেভে নি… আমি যে আজও তোমাকে ভালবাসি!

—থেমো না, থেমো না মাধব! আবার বল! তোমার মুখ থেকে যে কথা শুনবার জন্য আজ এতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছি…আর একবার বলো মাধব, যে তুমি আমাকে ভালবাস!—আজও তুমি আমাকে ভোল নি? বল, আর একবার বল!

মাধব বলিল,—হ্যাঁ, আজও তোমাকে আমি ভালবাসি! কিন্তু মাতঙ্গিনী, এ নিয়ে অধীর হলে তো চলবে না! এ যে বড় কষ্টের জিনিষ; যত ভাববে ততই কষ্ট পাবে! একেবারে ভুলে যাওয়াই ভাল! তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে দেখে একদিন এ আগুন আমার অন্তরে জ্বলে উঠেছিল! তখন…

মাতঙ্গিনী উন্মাদের মত বলিল,—আমারও মাধব—আমারও! আমিও সেইদিন থেকে মরেছি!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব বলিল,—তা জানি মাতঙ্গিনী, আমি টের পেয়েছিলাম তোমার মনের কথা! কিন্তু একটু ভেবে দেখো, তখন আমাদের বয়স ছিল অল্প···মন ছিল অধিক চঞ্চল; সেই সময়েই আমরা যখন ভুল করি নি, আজ বহুদিন ধরে তুঁষের আগুনে দগ্ধ হয়ে হৃদয় ঝামা হয়ে গেছে, এখন আমরা কেন ভুল করবো? মন থেকে এ পাপ-চিন্তা দূর করে দাও মাতঙ্গিনী; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, যেন আমরা দুজনে দুজনকে ভুলে থাকতে পারি!—আজই যেন শেষ হয়ে যায় আমাদের বুকের এ আগুন-জ্বলা!

মাতঙ্গিনী বলিল,—তা হয়ত হবে না মাধব···যতদিন বেঁচে থাকব, এ আগুন হয়ত বুকের মধ্যে ঠিকই জ্বল্‌বে! কিন্তু কথা দিচ্ছি তোমাকে ভুলবার চেষ্টা আমি করব! তোমার কাছে এই হয়ত আমার শেষ বিদায়।···আচ্ছা আসি মাধব!

মাতঙ্গিনী দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

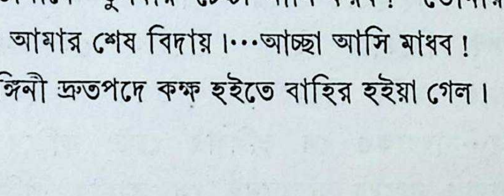

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দশ

করুণাকে লইয়া মাতঙ্গিনী যখন পথে নামিল, প্রভাত হইতে তখনও একঘণ্টার উপর বিলম্ব আছে। উহারা দুইজনে সেই আমবাগানের মধ্য দিয়াই আবার ফিরিয়া চলিল। বনমধ্যে এখন আর নিশ্চয়ই আশঙ্কার কিছু নাই। মাধবের গৃহ আক্রমণ করিবার জন্য দস্যুরা দলবল লইয়া এখনো অপেক্ষা করিতেছে ইহা অসম্ভব। সেই অনুমান করিয়াই মাতঙ্গিনী তাহার অন্তর হইতে দস্যু-ভীতি মুছিয়া ফেলিয়াছে।

মাধবের গৃহ হইতে বাহির হইয়া অনেকক্ষণ সে মাধবের চিন্তাতেই বিভোর ছিল।··মাধবকে সে কথা দিয়া আসিয়াছে, অতীত দিনের সব স্মৃতি সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবে···মাধবকেও সে ভুলিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই সামান্য সময়ের ব্যবধানেই সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। মাধবের সান্নিধ্য ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই মাধবের মুখখানি তাহার চোখের সম্মুখে আবার ভাসিয়া উঠিল। তাহার বিদায়-বেলার অশ্রু আর তাহার সেই কথাটি—"আজও তোমাকে ভালবাসি মাতঙ্গিনী"—ইহা মাতঙ্গিনীর হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তুলিল! না, না, এ স্মৃতি সে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না—যতদিন সে বাঁচিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

থাকিবে, ততদিন সে সঙ্গোপনে এ-স্মৃতি বুকের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিবে !

আকাশে অনেকক্ষণ হইতেই মেঘ জমিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। আবহাওয়া থম্‌থমে—ঝড়ের পূর্ব্ব সূচনা ! করুণা বলিল,—একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও ঠাকরুণ, জল-ঝড় আসবে !

—ওঃ, হ্যাঁ চল। মেঘ করেছে বুঝি ?—মাতঙ্গিনী অন্যমনস্কভাবে বলিল।

করুণা অবাক হইয়া বলিল,—ওমা, দেখ্‌ছো না কী মেঘ করেছে ! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে···দু'-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে।

এইবার আকাশের দিকে চাহিল মাতঙ্গিনী। দেখিল, নক্ষত্ররাজি ঢাকা পড়িয়াছে, পূর্ব্বাকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছে বটে, কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য।

মাতঙ্গিনী এবার সত্যই দ্রুত পা চালাইয়া দিল, করুণা চলিল তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে। কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। করুণা মুখ ভেংচাইয়া বলিল,—মেঘের মরণ দেখ !···নাও ঠাকরুণ, এবার দৌড়ুতে আরম্ভ কর। বৃষ্টিতে ভিজে ডেঙো-জ্বরে না পড়ি আবার !

মাতঙ্গিনী আরও দ্রুত পা চালাইয়া দিল।

তাহার মন থেকে উপস্থিত মাধবের চিন্তাটা দূর হইয়াছে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধবের চিন্তা দূর হইল বটে, কিন্তু রাজমোহনের চিন্তা চাপিয়া বসিল। তিনি কি বাড়ী ফিরিয়াছেন ? যদি ফিরিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই ! কী ভীষণ শাস্তি যে ভাগ্যে জুটিবে, তাহা ভাবিতেও মাতঙ্গিনীর শরীর হিম হইয়া যাইতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছাইয়া সে সভয়ে ভিতর দিকটা উঁকি দিয়া দেখিল বাড়ীখানা নিঝুম ! কোন আলো নজরে পড়িল না···মনুষ্যেরও সাড়া-শব্দ মিলিল না।

মাতঙ্গিনী অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তাহা হইলে রাজমোহন এখনও ফেরে নাই ! ফিরিলে সে কখনই আলো নিভাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত না। সে নিশ্চয়ই তাহার ফিরিবার অপেক্ষায় রুদ্রমূর্ত্তিতে জাগিয়া বসিয়া থাকিত !

এবারে সে করুণার দিকে ফিরিয়া বলিল,—তুমি আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করলে, একথা আমার চিরদিন মনে থাকবে করুণা !···আচ্ছা, এবার তুমি ফিরে যাও ; মাধবকে আর হেমকে গিয়ে বলো, আমি নিরাপদে পৌঁচেছি।

কথাটা বলিয়াই মাতঙ্গিনী কিছু একটা চিন্তা করিয়া লইল। তারপর পুনরায় বলিল,—নাঃ, এখন আর এতখানি পথ যাওয়া তোমার ঠিক হবে না করুণা ! একে রাত, তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে, বুনো পথ-ঘাট···তুমি বরং কাছে-পিঠের কোন বাড়ীতে রাতটুকু কাটিয়ে সকালে ফিরে যেও। তোমার চেনা-শুনোর মধ্যে কেউ নেই এখানে ?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

করুণা বলিল,—আছে বৈ কি ঠাকরুণ; যোগেন দত্তদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ···ওদের দাওয়াতেই রাতটা কাটিয়ে দেব। আচ্ছা আসি।

করুণা দ্রুত প্রস্থান করিল।

মাতঙ্গিনী এবার ধীরে ধীরে বাঁশের দরজাটি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। যাইবার সময় সে দরজাটি বন্ধ করিয়াই গিয়াছিল। উঠানটি পিছল হইয়াছে। সন্তর্পণে উঠান অতিক্রম করিয়া সে দাওয়ার উপর উঠিল, এবং শয়নকক্ষের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দরজা ও জানলাগুলি ঠিক সেইভাবেই বন্ধ রহিয়াছে—এতটুকু ব্যতিক্রম নাই। নিস্তব্ধ কক্ষ···ভিতরে কোন আলোও জ্বলিতেছে না। আলো জ্বলিলে নিশ্চয়ই দরজা-জানলার ফাঁক দিয়া তাহার নজরে পড়িত।

এবার সম্পূর্ণরূপেই আশ্বস্ত হইল মাতঙ্গিনী। তখন তফাৎ হইতে দেখিয়াছে, এবার নিকটে আসিয়া দেখিল। নাঃ, আশঙ্কার কিছু নাই—রাজমোহন ফেরে নাই। দরজাটি একটু ঠেলিয়া দেখিল, ঠিক সেইরূপই অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে।

মাতঙ্গিনী কৌশলে খিলটি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তারপর আলো জ্বালাইবার জন্য কুলুঙ্গীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়াছে, সহসা সশব্দে খিলটি আপনা হইতেই যেন বন্ধ হইয়া গেল!

মাতঙ্গিনী আতঙ্কে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল,—কে?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—আমি !

রাজমোহনের ক্রূর কণ্ঠস্বর।

মাতঙ্গিনী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। রাজমোহন তবে তাহারই অপেক্ষায় দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া ছিল ?

আলো জ্বালাইবার সাহস আর হইল না—মাতঙ্গিনী পাথরের মত সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজমোহন আর কোন কথা কহিল না। চকমকি ঠুকিয়া আলোটি জ্বালিল। তারপর সে হিংস্র-দৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রের চক্ষুর মত তাহার চক্ষু দুইটি যেন জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে! মনে হইতেছে, এই মুহূর্ত্তে বুঝি সে মাতঙ্গিনীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার রক্তশোষণ করিবে!

ঐ দৃষ্টি দেখিয়া মাতঙ্গিনী বুঝিল, আজ তাহার ভাগ্যে কী ভীষণ শাস্তি আছে! হয়ত…হয়ত মৃত্যুও…তাহার সর্ব্বাঙ্গ শির্ শির্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! যেন একটা প্রখর বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহার দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বহিয়া গেল!

মাতঙ্গিনী আরও বুঝিল যে, এক্ষেত্রে ভয়-কাতর হইয়া পড়িলে রাজমোহন অধিক 'জো' পাইয়া বসিবে। তাই সে নিজেকে সংযত করিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে সাহস ও শ্রী ফুটিয়া উঠিল।

কাহারও মুখে কোন কথা নাই—ঘরখানি থম্‌থম্ করিতে লাগিল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বাহিরে বৃষ্টি আরও জোরে নামিয়াছে। উঠানের মানকচু গাছের বড় বড় পাতাগুলির উপর বৃষ্টিপতনের এক অদ্ভুত শব্দ উত্থিত হইয়াছে। আর মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ো হাওয়ার উন্মাদ আর্তনাদ শোনা যাইতেছে।

রাজমোহনই প্রথম কথা বলিল,—তুই কি আমার ঘর-দোর এমনি করেই জ্বালিয়ে দিবি হতভাগী!

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর। তাহার বলিবার কিছু নাই।

রাজমোহন পুনরায় চাপা কর্কশস্বরে কহিল,—কোথায় গিয়েছিলি এত রাতে? শীগ্‌গির জবাব দে! নইলে···

মাতঙ্গিনী তবু নীরব। জবাব দিবার কিছু নাই!

রাজমোহন বিকৃতমুখে কহিল,—বল্‌তে সরম হচ্ছে বুঝি? উপপতির সঙ্গে পিরীত করতে গিয়েছিলি তো? আমি সব খবর রাখি হতভাগী! ভেবেছিস্‌ আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুই চলে-ফিরে বেড়াবি? কখ্‌খনো তা পারবি না!···কী, সত্যি করে বল্‌, মাধব ঘোষের বাড়ী গিয়েছিলি কি না? মিথ্যে কথা বলেছিস্‌ কি তোর টুঁটি ছিঁড়ে নেব!

মাতঙ্গিনী স্থির কণ্ঠে জবাব দিল,—গিয়েছিলাম।

—কেন?

—গিয়েছিলাম তাকে বাঁচাতে। তোমরা তার বাড়ীতে ডাকাতি করবে, এ খবর পেয়ে তাকে সাবধান করে দিতে গিয়েছিলাম।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—মিথ্যে কথা !—রাজমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

মাতঙ্গিনী শান্ত কণ্ঠে বলিল,—সত্যি কথাই বলছি। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী—তোমার কাছে মিথ্যে কথা আমি কোনদিন বলি নি—বলবোও না !

রাজমোহন বলিল,—দেখ্ হারামজাদী, এসব কথা বলে তুই আমাকে ভোলাতে পারবি নে। তুই জানিস্ নে, তোকে আমি কি ভাবে পাহারা দিই ! সর্ব্বদা তোকে চোখে চোখে রাখি ! তোর ঐ রূপই হয়েছে আমার কাল ! তোর রূপের জন্য কোন সময় আমার শান্তি নেই !

মাতঙ্গিনী স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল,—কেন নেই ? এ-রূপ তো তোমারই ! আমি তোমার স্ত্রী, তবু কেন তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না ?

—বিশ্বাস করবার কিছু রেখেছিস হারামজাদী ? কনক মাগীটার সঙ্গে সেদিন ঘাটে জল আনতে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি কিছুই টের পাইনি ভাবছিস্ ? আমি সব দেখেছি ! জল আনবার ছল করে যে মাধব ঘোষের সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় করে আসে, গভীর রাতে কাউকে কিছু না বলে যে মাধব ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়, তাকে তুই বিশ্বাস করতে বলিস্ হারামজাদী ?

মাতঙ্গিনীর আর কিছু বলিবার নাই। সে কি বলিয়া বুঝাইবে তাহার নির্ব্বোধ স্বামীকে ? তাই সে চুপ করিয়াই রহিল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহন বলিল,—কৈ, জবাব দিচ্ছিস্ না যে? জবাব দেবার কিছু নেই, না?

মাতঙ্গিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল,—জবাব দেবার ছিল, কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করবে না।

—এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস্? কেন তোকে বিশ্বাস করবো, কেন? তুই তো শুধু ছলনাই করেছিস্ আমার সঙ্গে!

রাজমোহনের চক্ষু দুইটি বোধ হয় কিঞ্চিৎ সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। কিছু শান্ত কণ্ঠেই পুনরায় সে বলিল,—আমি অমানুষ, আমার স্বভাব নির্ম্মম, আমি তোর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করি না, এ-কথা আমি স্বীকার করছি। তবু…তবু তোর মত সুন্দরী বৌ পেয়ে আমার মনে একটা গর্ব্ব ছিল। কতদিন আমি ভগবানকে বলেছি, "হে ভগবান, তুমি আমাকে কিছুই দাও নি। না বিদ্যা, না বুদ্ধি, না অর্থ-সম্পদ…সব কিছু থেকেই আমাকে বঞ্চিত করেছো। অসৎ কাজ করে, আর পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে আমাকে জীবন-ধারণ করতে হচ্ছে। তবু শত দুঃখের মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা যে, আমি রূপবতী সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছি।" কিন্তু আমি সেদিন ভাবতে পারি নি যে, তোর ঐ রূপই আমার কাল হয়ে দাঁড়াবে!…ভাবতে পারি নি যে, ঐ রূপ নিয়ে তুই পরের দরজায়…

মাতঙ্গিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—ওগো থামো—চুপ করো!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—কেন থামবো? এসব কথা সহ্য হচ্ছে না বুঝি? যেদিন বুঝলাম যে, তোর রূপই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইদিন থেকেই তোকে আমি সর্ব্বদা নজরে নজরে রাখতে স্বরু করেছি! কিন্তু আর কত তোকে আগলে রাখ্‌বো? পাখা যখন তোর গজিয়েছে, তখন আর তোকে ধরে রাখা যাবে না! তাই আমার মুখে চূণ-কালি পড়্‌বার আগেই তোকে শেষ করে ফেল্‌তে চাই!

রাজমোহনের দুই চক্ষু দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

মাতঙ্গিনীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে বাহিরে আতঙ্ক প্রকাশ না করিয়া দৃঢ় কণ্ঠেই বলিল,—কেন তুমি আমাকে মারবে? আমি কোন অন্যায় করি নি!

—আবার মিথ্যে কথা!

গর্জ্জন করিয়া রাজমোহন দুই হাতে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া প্রবলভাবে চাপ দিতে দিতে বলিল,—নে, এবার বল্‌ মিথ্যে কথা—যত পারিস বল্‌!

মাতঙ্গিনী কোন কথাই আর বলিতে পারিল না—শুধু তাহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল। মনে হইল, সে কিছু বলিতে চায়। কিন্তু কথা কহিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছে···দুইটি লৌহ-কঠিন হস্তের বজ্র-পেষণে তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে! মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই···আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার দুই চোখের সামনে। তবু সে শেষবারের মত কাতর দৃষ্টিতে রাজমোহনের দিকে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

চাহিয়া নীরব ভাষায় কাকুতি জানাইয়া তাহার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

কিন্তু নিষ্ঠুর রাজমোহন তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া মাতঙ্গিনীর কণ্ঠদেশ নিষ্পেষণ করিতে লাগিল।

ঠিক এমন সময়ে সহসা একটি বন্ধ জানলার উপর 'দড়াম' করিয়া প্রচণ্ড এক আওয়াজ হইল। কে যেন বাহির হইতে জানলার কপাটের উপরে সজোরে আঘাত হানিল। সেই আঘাতে অর্গল ভাঙিয়া জানলা উন্মুক্ত হইল। এবং পরক্ষণেই সেই জানলার মুক্ত পট-ভূমিকার উপর দুইজন বলিষ্ঠ ব্যক্তির মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। রাজমোহন সভয়ে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া দিয়া খানিকটা পিছাইয়া দাঁড়াইল।

মূর্ত্তি দুইজন ততক্ষণে জানলা হইতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৃষ্টিজলে ভেজা তাহাদের দেহ···মাথার চুল দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

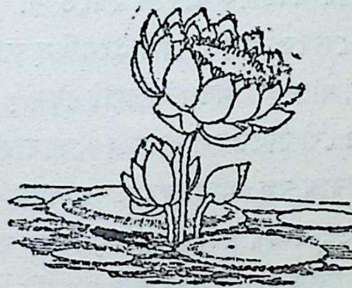

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এগারো

হঠাৎ রাজমোহনের নজর পড়িল ঘরের কোণে দণ্ডায়মান দুইটি মূর্ত্তির দিকে।

কক্ষের আলো লাগিয়া মূর্ত্তি দুইটির চোখ হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিতেছিল। ঐ জ্বলন্ত চক্ষু দেখিয়া রাজমোহন ঘাব্‌ড়াইয়া গেল।

মূর্ত্তি দুইজনের একজন বিদ্রূপভরে বলিল,—সাবাস্‌ ভাই! তুমি মরদ বটে একজন! বাইরে তো জুজু হয়ে থাকো···যত বীরত্ব বৌ-এর ওপর!

রাজমোহন সভয়ে দেখিল, বক্তার হাতে একখানি ছোরা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে! কাজেই উহাদের উদ্দেশ্য যে শুভ নয়, এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হইল না রাজমোহনের। কিন্তু সে তাহার ভীতি-বিহ্বল মনের অবস্থাকে প্রকাশ হইতে না দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—কে তোরা? কেন এসেছিস্‌ আমার ঘরে?

—ধীরে বন্ধু, ধীরে! অত চেঁচামেচি কেন? বৌ ঠেঙাতে গিয়ে আমাদেরও বৌ ঠাওরালে নাকি? তোমার ও বীরত্ব বৌ-এর জন্যেই তুলে রাখ বন্ধু, আমাদের ওপর ওসব খাটবে না!

রাজমোহন তবু গর্জ্জন করিয়া বলিল,—চুপ কর্‌ হতভাগা! আমার ঘরে ডাকাতির মতলব? জানিস্‌ আমি কে?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—খুব জানি! জানি বলেই তো এসেছি বন্ধু! কিন্তু তুমি এত সহজে আমাকে কি করে ভুলে গেলে বলো তো? ওঃ, আমার মুখটা বুঝি অন্ধকারে রয়েছে—আলো পড়েনি না? আচ্ছা, এবার দেখো তো আমাকে চিনতে পার কি না?

বলিয়া লোকটা আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

রাজমোহন এবার সত্যই চিনিল। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—সর্দ্দার!

সর্দ্দার বলিল,—যাক্ চিনেছো তাহলে?

রাজমোহন কিন্তু তবুও বিশেষ নরম হইল না। বলিল, —তা—তোমাদের এভাবে আগমনের হেতুটা জানতে পারি কি? ডাকাতি করবার মতলব নাকি?

—হেতু একটা নিশ্চয়ই আছে। আর ডাকাতির কথা কি বলছো হে? কী এমন ধন-সম্পত্তি তোমার ঘরে আছে যে ডাকাতি করবো? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আমি আসিনি! কিন্তু বউকে হঠাৎ খুন করতে যাচ্ছিলে কেন বলো তো?

রাজমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—সে আমার খুসী—এর জন্য তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?

—না না, কৈফিয়ৎ দেবে কেন? আর আমিই বা এ-ব্যাপারের কৈফিয়ৎ নেবার কে? বন্ধু হিসাবে কথাটা জিজ্ঞেস করছি আর কি!

—কে বন্ধু? তুমি? হাসালে সর্দ্দার! আর সর্দ্দার-

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ফর্দ্দারও আমি মানি না। ভালয় ভালয় সরে পড়ো; নইলে—

—নইলে কি? একটু মুখ সামলে কথা ব'লো রাজমোহন; মনে রেখো তোমার প্রাণ এখন আমার হাতে।

—তা বটে, কারণ তোমরা দুজন—আমি একা! কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে রাজমোহন তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে না, একথাও তুমি মনে রেখো!

সর্দ্দার বাঁকা হাসিয়া বলিল,—রাখব বৈ কি! নিশ্চয়ই রাখব! তোমার কথা ভুলে গেলে কি চলে বন্ধু!

রাজমোহন বাধা দিয়া বলিল,—থামো, থামো! বাজে কথা বলবার সময় নেই আমার। যা বলতে এসেছো বলে কেটে পড়!

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সর্দ্দার বলিল,—শুধু আমরাই কেটে পড়বো না বেইমান, তোমাকে নিয়েই কেটে পড়বো!

রাজমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—যা-তা কথা ব'লো না সর্দ্দার, একটু বিচার-বিবেচনা করে কথা ব'লো!

—ওঃ! আবার বিচার দেখাচ্ছেন বেইমানের বাচ্চা! মাধব ঘোষের কাছে কত টাকা ঘুষ খেয়েছিস্?

রাজমোহন যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল,—মাধব ঘোষের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছি···আমি!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুই! আবার ন্যাকামো হচ্ছে! বিশ্বাসঘাতক বেইমান!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহন কঠিন হইয়া বলিল,—কি বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো ?

সর্দ্দার কহিল,—যে খবর তুমি আর আমার দলের লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানত না, সে খবর মাধব ঘোষের কানে গিয়ে পৌঁছায় কেমন করে ? আমার দলের লোকদের সঙ্গে তোমার কিছু কিছু পরিচয় আছে। কেউ যদি তাদের গলার টুঁটি ছিঁড়ে নেয়, তবুও তাদের মুখ থেকে কোন কথা বেরুবে না !

রাজমোহন বলিল,—তা জানি। কিন্তু···

সর্দ্দার বাধা দিয়া বলিল,—এর মধ্যে কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই চাঁদ ! তুমি কি ভাব, তোমার চালাকি আমি ধরতে পারি নি ? এত কাঁচা বুদ্ধি নিয়ে সর্দ্দার হওয়া চলে না, বুঝলে হে ? তুমি তো বলতে চাও যে, তুমি সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে ; কাজেই মাধব ঘোষের কাছে তুমি সংবাদটা দিলে কখন —এই তো ? কিন্তু ওসব বুজরুকি যুক্তি আমার কাছে চলবে না বন্ধু ! তুমি যে বউকে দিয়ে এ-খবর মাধব ঘোষের কাছে পাঠিয়েছো, তা জানতে আমার বাকি নেই !

রাজমোহন বলিল,—তুমি বিশ্বাস কর সর্দ্দার, একাজ আমি করি নি !—এমন নিমকহারাম আমি নই ! আমি ধরে নিচ্ছি যে, আমার স্ত্রীই মাধব ঘোষের কাছে এ-সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে ···কিন্তু সত্যি বলছি, আমি তা ঘুণাক্ষরেও জানি না !

সর্দ্দার বিদ্রূপাত্মককণ্ঠে বলিল,—থাক্ বন্ধু, ঢের চালাকি করেছো, আর নয় ! এবারে মরবার জন্য প্রস্তুত হও !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বিশ্বাসঘাতককে আমি কি শাস্তি দিয়ে থাকি, তা বোধ হয় তুমি জান ?

এই বলিয়াই সে রাজমোহনের একখানি হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। রাজমোহনের সমস্ত দেহটি শির্ শির্ করিয়া উঠিল। সে বুঝিল যে, ইহাদের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য্য! তাহার প্রতি ইহাদের মনে যে সন্দেহ গাঁথিয়া বসিয়াছে, তাহা কোন যুক্তি দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। কোন যুক্তিই উহারা মানিয়া লইবে না— 'চালাকি' বলিয়া উড়াইয়া দিবে! যুক্তির দ্বারা যখন সম্ভব নয়, তখন দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই নিজের প্রাণ বাঁচাইতে হইবে।

এইটুকু ভাবিয়াই সহসা সে সর্দ্দারের উরুর উপর এমন সজোরে এক পদাঘাত করিল যে, টাল সামলাইতে না পারিয়া সর্দ্দার ছিটকাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল! আর চিন্তা করিবার অবসর নাই…রাজমোহন চকিতে কোমর হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া সর্দ্দারের বুকের উপর উঁচাইয়া ধরিল। কিন্তু ঘটনাস্থলে সর্দ্দারের একজন অনুচর যে রহিয়াছে, ইহা বোধ হয় সে উত্তেজনার বশে একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই আর সর্দ্দারকে তাহার খুন করা হইল না। ছোরাটি উঁচাইতেই পিছন হইতে অনুচরটি তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল।

সর্দ্দারও ইতিমধ্যে ধূলিশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তাহার চোখ দুইটি রক্তলোভী নরপিশাচের ন্যায় জ্বলিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ রাজমোহনের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিল, এবং গলার টুঁটি চাপিয়া ধরিল। রাজমোহন দেখিল তাহার আর পরিত্রাণ নাই। তাই সে আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—দোহাই সর্দ্দার, আমাকে মেরো না—ছেড়ে দাও! ইষ্টদেবতার দিব্যি দিয়ে বলছি, আমি বেইমানি করি নি···আমি কিছুই জানি নে!

সর্দ্দার হাতের চাপুনি একটু আলগা করিয়া বলিল,—তুমি যদি এসব কিছু জান না, তবে তোমার স্ত্রী একাজ করলো কেমন করে? সে তো ঘুমুচ্ছিল?

রাজমোহন বলিল—ও বোধ হয় ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল সর্দ্দার—আমি তা বুঝ্‌তে পারি নি!

সর্দ্দার ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—ওঃ! খুব বোকা পেয়েছো আমাকে! আমি এতো বোকা নই বুঝলে বন্ধু! আচ্ছা একটা কথার জবাব দাও তো? আমি যখন দেওয়ালের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পরামর্শ করবার জন্য তোমাকে বার বার বলছিলাম, তুমি তখন কিছুতেই রাজী হচ্ছিলে না কেন? আমি যতই দেওয়ালের কাছ থেকে সরে যাবার জন্য তোমাকে বল্‌ছিলাম, তুমি ততই দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াবার জন্য আমাকে বলছিলে। এর কারণ কি বল তো? কোন কুমতলব না থাকলে—

—না, না, সর্দ্দার, তুমি বিশ্বাস করো, কোন কুমতলবই

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আমার ছিল না। আচ্ছা তুমি তো এইমাত্র নিজের চোখেই দেখ্‌লে যে, আমি বউকে খুন করতে যাচ্ছিলাম? কিন্তু কেন, তা জান সর্দ্দার? শুধু এইজন্যেই! হারামজাদী মাধব ঘোষের কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে বলেই ওকে শেষ করতে গিয়েছিলাম! কিন্তু তোমরা এসেই তো ওকে পাপের শাস্তি ভোগ করতে দিলে না? আমার কথাগুলো একটু বিবেচনা ক'রে দেখো সর্দ্দার···সর্দ্দার হয়ে এরকম অবিবেচনার কাজ ক'রো না!

সর্দ্দার এবার সত্যই অসুবিধায় পড়িল। ভাবিতে লাগিল, রাজমোহনের কথা সত্য হইলেও হইতে পারে। সে কেন মিছামিছি অমন সুন্দরী বউকে খুন করিতে যাইবে? অতঃপর সে অনুচরটিকে ডাকিয়া বলিল,—ভিখু! তোমার কি মনে হচ্ছে? রাজমোহনের কথা সত্যি?

ভিখু বলিল,—সত্যি বলেই মনে হচ্ছে সর্দ্দার।

—তবে এই মাগীকেই আজ খুন করবো!—এই কথা বলিয়া সর্দ্দার রাজমোহনের কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া দিয়া তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কৈ, মাতঙ্গিনী তো কক্ষমধ্যে নাই! চীৎকার করিয়া উঠিল সর্দ্দার,—ভিখু! মাগীটা কোথায় গেলো রে? এখানে তো নেই!

সারা বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু মাতঙ্গিনীর চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না।

ঘরের আব্‌ছা আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া মাতঙ্গিনী

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

কখন যে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছে, উত্তেজনায় কাহারও তাহা খেয়াল ছিল না।

সর্দ্দার চঞ্চল হইয়া বলিল,—যেমন করেই হোক্, ওকে ধরতেই হবে, নইলে ও আমাদের সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে। ···কিন্তু ওকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ?

রাজমোহন বলিল,—আমার সঙ্গে এসো, আমিই ওকে খুঁজে বের করবো। কিন্তু তোমাদের বলে রাখ্‌ছি তোমরা কেউ আমার স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না—তোমাদের সামনে আমিই ওকে নিজে-হাতে শেষ করবো!

সর্দ্দার এত উত্তেজনার মধ্যেও হাসিয়া বলিল,—বেশ তুমিই খুন ক'রো। পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করবার জন্য আমরা বিশেষ লালায়িত নই!

রাজমোহন মনে মনে স্থির করিয়াছিল, মাতঙ্গিনীকে নিশ্চয়ই কনকদের বাড়ীতে পাওয়া যাইবে। কারণ, গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র কনকের সহিতই তাহার আলাপ আছে, ইহা সে ভাল ভাবেই জানিত। মাতঙ্গিনীকে সে কখনই বিশেষ বাড়ীর বাহির হইতে দেয় নাই। তাই গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগই মাতঙ্গিনীর ঘটে নাই। একমাত্র কনকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় ঘটিবার প্রথম কারণ হইল, কনক নিকটেই থাকে। দ্বিতীয় কারণ হইল, কনকই স্বেচ্ছায় রাজমোহনের গৃহে আসিয়া মাতঙ্গিনীর

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সহিত আলাপ জমাইয়াছে। সময় পাইলেই কনক মাতঙ্গিনীর নিকটে আসিয়া গল্প-গুজব করে।

রাজমোহন তাই প্রথমেই দলবল লইয়া কনকদের গৃহের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। সর্দ্দার ও ভিখুকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে নিঃশব্দে বাঁশের বেড়ার দরজা খুলিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া দাওয়ার উপর গিয়া উঠিল।

মাত্র একখানিই কক্ষ। দাওয়ার একপাশে রান্নার একটু জায়গা। অবস্থা যে সচ্ছল নয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। দাওয়ার দিকে দুইটি জানালা···দুইটিই খোলা। রাজমোহন উহার একটি দিয়া ভিতরে উঁকি দিল। উঁকি দিল বটে, কিন্তু লাভ কিছু হইল না। অন্ধকার কক্ষ···কিছুই নজরে পড়ে না। নাসিকা-গর্জ্জনের শব্দ তাহার কানে স্পষ্ট বাজিতেছে। কিন্তু এই শব্দ শুনিয়া মাতঙ্গিনী আছে কি না, তাহা সে কেমন করিয়া বুঝিবে?

কি করা যায় এখন?

অল্পকাল চিন্তা করিয়া রাজমোহন তাহার দৃষ্টিকে যথাসম্ভব প্রখর করিবার চেষ্টা করিয়া পুনরায় কক্ষ-মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু যে আঁধার, সেই আঁধার! আঁধারে তাহার দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

রাজমোহন আর অপেক্ষা করিল না—সন্তর্পণে দাওয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

হইতে নামিয়া, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া সর্দ্দারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি হল? খোঁজ পেলে?—উদ্‌গ্রীবকণ্ঠে সর্দ্দার শুধাইল।

রাজমোহন বলিল,—না সর্দ্দার, অন্ধকার ঘর···কিছু নজরে পড়লো না! আমার কিন্তু মন বলছে, হারামজাদী এখানেই আছে!

সর্দ্দার বলিল,—কিন্তু আলো এখন তুমি পাচ্ছো কোথায়?

ভিখু বলিল,—আলো-ফালোর দরকার নেই, দরজা ভাঙো!

রাজমোহন বিরক্ত হইয়া বলিল,—আঃ! তুমি থামো তো হে বাপু! আমার বউএর জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন বল তো?

ভিখু কথাটা ঘুরাইয়া বলিল,—তোমার বউএর কথা বলছি না—বলছি আমাদের শত্রুর কথা! শত্রুর নিপাত···

বাধা দিয়া রাজমোহন বলিল,—শত্রু-জ্ঞান আমারও আছে! তুমি চুপ করো···যা করবার আমিই করছি···দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে দেখে যাও।

এবারে সে সর্দ্দারের প্রতি বলিল,—আমি একটা ফন্দী এঁটেছি সর্দ্দার।

—কি রকম?

সর্দ্দার রাজমোহনের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

রাজমোহন তাহার ফন্দীর কথা সর্দ্দারকে বলিল। শুনিয়া সর্দ্দার বলিল,—এতে বিপদ ঘটবে না তো?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—না, না, বিপদের কিছু নেই। কিন্তু তোমরা এখানে থাকলে তো চলবে না…ঐ ঝোপটার আড়ালে গিয়ে তোমরা বরং অপেক্ষা করো।

সর্দ্দারের মন কিন্তু বড় সন্দিগ্ধ। সে বলিল,—এই সুযোগে তুমি পালাবে না তো ?

রাজমোহন বলিল,—কেন আমি পালাব ? পালাবার একটা কারণ থাকা চাই তো ? আমার পালাবার কি কারণ আছে ?

সর্দ্দার ভাবিল, তা বটে! রাজমোহন কেন পলাইবে ? মাতঙ্গিনীকে জীবিত রাখিয়া ও যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তো উহারই সর্ব্বনাশ হইবে! ভোর হইতেই মাতঙ্গিনী যখন গাঁয়ের মধ্যে সব কথা ফাঁস করিয়া দিবে, তখন ও কেমন করিয়া আর ঘরে ফিরিবে ? গাঁয়েও আর ঢুকিতে পারিবে না কোনদিন।

চিন্তা করিয়া সর্দ্দার বলিল,—ওটা একটা কথার কথা বললাম ভাই, মনে কিছু ক'রো না। তোমাকে সন্দেহ করবার কি আর আছে ? আচ্ছা, তুমি যাও, আমরা ঝোপের আড়ালে রইলাম।

উল্লিখিত ঝোপটা হাত পঞ্চাশেক দূরেই অবস্থিত। ভিখুকে সঙ্গে লইয়া সর্দ্দার ঝোপের অন্তরালে গিয়া আত্মগোপন করিল। রাজমোহন তবুও পথের উপর খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া ভাবিয়া লইল, ঠিক কি-ভাবে সে কার্য্যক্ষেত্রে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অবতীর্ণ হইবে! অন্তরের সঙ্গে যুক্তি ঠিক করিয়া লইয়া সে পুনরায় কনকদের দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর দরজায় মৃদু করাঘাত করিতে করিতে ডাকিল,—কনক—কনক!

দুই-চারবার ডাকিতেই কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল! সে তাড়াতাড়ি মায়ের গায়ে ধাক্কা দিয়া ডাকিল,—ওমা—মা!

নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে কনকের মা উত্তর দিল,—উঁ?

কনক বলিল,—ওঠো, কে ডাকছে দেখো!

কনকের মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল,—এত রাতে আবার কে ডাক্‌ছে?

—কি জানি!

বাহির হইতে রাজমোহন বলিল,—আমি কনক, আমি রাজমোহন।

কনকের মা বলিল,—রাজু?

—হ্যাঁ খুড়ীমা, একটা কথা বলতে এসেছি, দরজাটা খুলুন।

—খুলি বাছা।

লণ্ঠন জ্বালিয়া বৃদ্ধা দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খুলিতেই রাজমোহন বলিল,—একটা কথা বলতে এলাম খুড়ীমা···

কনকের মা অবাক হইয়া বলিল,—এত রাতে?

—না খুড়ীমা, রাত আর বেশি নেই; বোধ হয় আর আধ ঘণ্টা রাত আছে। কিন্তু এটুকু আর ঘুমুবেন না

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

খুড়ীমা, একটু সাবধানে থাকুন ; আজ রাতে গাঁয়ে একদল ডাকাত পড়েছে !

—মাগো, কী সর্ব্বনেশে কথা গো !

বৃদ্ধা আতঙ্কে আঁতকাইয়া উঠিল।

রাজমোহন বলিল,—ভোর হয়ে এলো, আর বোধ হয় বিশেষ ভয়ের কিছু নেই ! তবু একবার খবরটা দিতে এলাম !

—বেশ করেছো বাছা, বেঁচে থাকো। তা—আর ভয়ের কিছু নেই তো ?

—তাই তো মনে হয় ! কারণ, ভোরের তো আর দেরি নেই ! মাধব ঘোষের বাড়ীতে ওরা হানা দিয়েছিল খানিকক্ষণ আগে, কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি !…আচ্ছা আসি খুড়ীমা ? আপনি দরজা বন্ধ করে দিন।

আর অপেক্ষা না করিয়া রাজমোহন পথে নামিল। মুখখানি তাহার হতাশায় ভরিয়া গিয়াছে। মাতঙ্গিনী নাই !

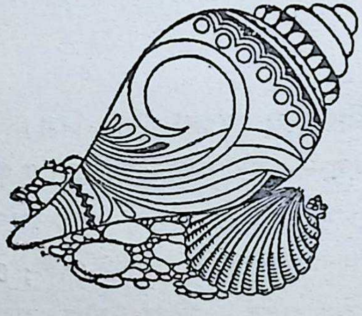

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আট

মাতঙ্গিনী বুঝিয়াছিল যে, রাজমোহন প্রথমে কনকদের গৃহেই তাহার খোঁজ করিবে। কনকের আশ্রয়ই যে তাহার একমাত্র সম্বল, একথা সে যেমন নিজে জানিত, রাজমোহনও তেমনি জানিত। তাই সে কনকের কাছে গিয়া উপস্থিত হয় নাই।

কনকদের বাড়ীর অনতিদূরেই একটি পুষ্করিণী আছে —গাঁয়ের লোকেরা ফুলপুকুর বলে। এই পুষ্করিণীর পাড়ের উপর কতকগুলি ঝোপ-ঝাড় আছে। যতক্ষণ না প্রভাত হইল, ততক্ষণ ঐ ঝোপের আড়ালেই মাতঙ্গিনী আত্মগোপন করিয়া রহিল। সূর্য্যোদয় হইলে সে কনকদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কনকের মা তখন গৃহে ছিল না। প্রতিবেশী দত্ত-বাড়ীতে গাভী দোহন করিতে গিয়াছিল। এমনি সে প্রত্যহই যায়, বিনিময়ে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে দত্ত-বাড়ী হইতে কিছু চাল পায়।

মাতঙ্গিনীকে দেখিয়াই কনক সবিস্ময়ে কহিল,—কি রে, এত সকালে হঠাৎ?

এ-কথার কোন জবাব না দিয়া মাতঙ্গিনী বলিল,—মাসীমা কোথায়?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—গাই দুইতে গেছেন।

—কখন ফিরবেন ?

—এখুনি ; আর দেরি নেই। অনেকক্ষণ গেছেন। তারপর, তোর খবর কি বল্ ?

মাতঙ্গিনী বলিল,—এখানে নয়। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। ঘড়াটা নিয়ে ফুলপুকুরে চল, ওখানে সব কথা তোকে বলবো।

কনক উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—ব্যাপার কি মাতু ? কি হয়েছে ?

মাতঙ্গিনী বলিল,—ফুলপুকুরে গেলেই সব কথা শুনতে পাবি।

কনক বলিল,—মা না এলে তো যেতে পারছি না···এখুনি ফিরবে···একটু বোস, মা এলেই যাব।

মাতঙ্গিনী বলিল,—না কনকদি, আমার বসা হবে না ; আমি বরং পুকুর-পাড়ে গিয়েই বসি গে। মাসীমা এলেই নানা কথা জিজ্ঞেস করবেন, তাতে আবার নানা ঝামেলা। মাসীমা এলেই তুই যাস্ বুঝলি ? আমি চললাম। দেরি করিস নে যেন !

কনককে আর কোন কথা বলিতে না দিয়া মাতঙ্গিনী প্রস্থান করিল।

* * *

সব কথা শুনিয়া কনক শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—মাগো,

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ধন্যি সাহস তোর! শুনে তো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! আমি হলে ভয়েই মরে যেতাম!

মাতঙ্গিনী বলিল,—মরলেই বোধ হয় ভাল হত কনকদি! কিন্তু মরণে যে বড় ভয়! যদি পালিয়ে না আসতাম মরতে আমাকে হতই! এখনো যে কপালে কত দুর্গতি আছে!

কোন উত্তর না দিয়া কনক খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর কহিল,—কি করবি এখন? বরের কাছেই আবার ফিরে যাবি নাকি?

—তাছাড়া আর উপায় কি কনকদি? অন্য কোথাও গেলেই তো দুর্নাম আর কলঙ্ক···

কনক ব্যস্ত হইয়া বলিল,—কি বলছিস্ মাতু! আবার তুই ডাকাতের কাছে ফিরে যাবি? তাহলে তোকে আর বাঁচতে হবে না।

—তা জানি কনকদি; কিন্তু এছাড়া আর উপায় কি বল? তেমন আশ্রয়ই বা কোথায় পেতে পারি? অদৃষ্টের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারবে না কনকদি—মরতে আমাকে হবেই।

কনক বলিল,—তোকে আমাদের বাড়ীতেই রাখতে পারতাম মাতু······

মাতঙ্গিনী বলিল,—ও তো একই কথা হ'ল। তোর বাড়ীতে থাকাও যা, বাড়ী ফিরে যাওয়াও তাই! আমার পক্ষে তোর বাড়ী তো নিরাপদ নয় কনকদি!

—আমিও সেই কথাই বলছি। নইলে তোর আবার

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

থাকবার ভাবনা কি ?…আচ্ছা, তুই তো বোনের বাড়ীতে গিয়েও থাকতে পারিস্ ? ওখানে রাজুদা মাথা গলাতে পারবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতঙ্গিনী বলিল,—না, তা হয় না। তোকে তো সব কথাই বল্‌লাম। এ জীবনে ও-বাড়ীতে আর পা দিতে পারবো না।

কনক বলিল,—বিপদে ওসব দেখতে গেলে চলে না বোন। ওখানে তোকে আমি থাকতে বলছি না। আমি বলছি, ওখান থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে তুই তো বাপের বাড়ী চলে যেতে পারিস্ ?

—না কনকদি, তা আমি পারবো না। এ অনুরোধ তুই আর করিস্ না। ও-বাড়ীতে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি যেতে পারব না।

বলিতে বলিতে মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

কনকেরও দুই চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। মাতঙ্গিনীর মর্ম্মবেদনা তাহার অন্তরেও তীব্র আঘাত হানিয়াছে।

এমন সময় তাহাদের পিছন হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, —কি গো, চুপে চুপে কি পরামর্শ হচ্ছে তোমাদের ?

উভয়েই চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিল।

আগন্তুক প্রৌঢ়া রমণী। তাহার কাঁধে গামছা, আর কোমরে খালি কলসী। কনক আর মাতঙ্গিনীর চোখে জল

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দেখিয়া সে অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল,—আহা, কি হয়েছে মা, তোমরা কাঁদ্‌ছো কেন ?

বৃদ্ধাকে দেখিয়াই কনকের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এইবারে সে হয়ত মাতঙ্গিনীর একটা ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে। তাড়াতাড়ি সে চোখের জল মুছিয়া বলিল,—সুকীর মা যে ? তা—আজ ফুলপুকুরে কি মনে করে ? তুমি তো মিত্তিরদের পুকুরে যাও !

সুকীর মা কলসী নামাইয়া উহাদের পাশেই বসিয়া পড়িল। তারপর বলিল,—আজ আর মিত্তিরদের পুকুরে যেতে পারলাম না মা ! হাতে অনেক কাজ ! তাই ভাবলাম, ফুলপুকুর থেকেই চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি। মিত্তির পুকুর তো আর কমখানি রাস্তা নয় ! কিন্তু যাই বলো মা, ও পুকুরে নেয়ে সুখ আছে। যেমন কাঁচের মত জল, তেমনি ঘাটটাও ঝক্‌ঝকে তকৃতকে…তা—তোমরা কাঁদছিলে কেন বাছা ? কি হয়েছে তোমাদের ?

অঞ্চলাগ্রে চোখ দুইটি আর একবার মুছিয়া লইয়া কনক বলিল,—কি যে তোমায় বলবো সুকীর মা ! এ হতভাগীর দুঃখের কথা বলবার নয়।

সুকীর মা ব্যস্তকণ্ঠে কহিল,—কেন, কি হয়েছে মা ? এমন চাঁদের মত মেয়ে, এর কপালে আবার দুঃখু থাকে ?

মাতঙ্গিনী চোখের ইসারায় কনককে থামিতে বলিল। কনকও তেমনি অর্থপূর্ণ ইসারায় তাহাকে জানাইয়া দিল

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

যে, ভয় নেই, আসল কথা ফাঁস হবে না! তারপর সুকীর মাকে বলিল,—চাঁদের মত মেয়ে, কিন্তু দুঃখু পাহাড় প্রমাণ! তুমি তো রাজুদাকে চেনো সুকীর মা, তার স্বভাব তো খুব ভাল নয়; সে হতভাগীকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে!

সুকীর মা এই কথার উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বলিল,—ওঃ! এই কথা! এর জন্যে আর কান্না কেন বাছা? স্বামি-স্ত্রীতে এ তো হয়েই থাকে! দিনে যত ঝগড়া হবে, রাত্তিরে তত ভাব! এ তো প্রায় সব সংসারেই লেগে আছে। না মা, এর জন্যে কাঁদাকাটি শোভা পায় না।

কনক বলিল,—ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক এরকম ঘটেনি সুকীর মা; একটু বেয়াড়া রকমের—

সুকীর মা বাধা দিয়া বলিল,—আবার কি? এর মধ্যে বেয়াড়ার কি আছে?

—ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানো? রাজুদা অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তাই…

—অন্য মেয়ে বিয়ে করবে! হারামজাদার মতিচ্ছন্ন ধরেছে নাকি? বলি এরকম দুগ্‌গা প্রিতিমার মত মেয়ে ও পাবে কোথায়? পৃথিবী চষে ফেললেও এমন মেয়ে একটা খুঁজে বের করতে পারবে?

কনক বলিল,—সুন্দরী মেয়ে না পাক, কিন্তু বিয়ে ও করবেই সুকীর মা! তলে তলে নাকি কথাবার্ত্তাও চল্‌ছে। কিন্তু কাদের মেয়ে, কোথাকার মেয়ে, তা জানি না। তাহলে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এখন বুঝতেই তো পারছো, রাজুদা কেন একে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে? তুমিই বলো স্থকীর মা, এর কি আর স্বামীর ঘর করতে যাওয়া উচিত? গেলেই তো স্বামী মহাপুরুষের লাথি, ঝাঁটা, আর গালাগাল খেয়ে একে মরতে হবে।

—না, না, এমন হলে কখ্খনো যাওয়া উচিত নয়। আহা, এমন মেয়ে—কী পোড়া কপাল!

কনক বলিল,—কিন্তু কোথায় বা এ যায়···যাবারও তো এর জায়গা নেই! বাপের বাড়ীটা কাছে হলেও যেতে পারতো। বাপের বাড়ী তো নয়,···সে এক মুল্লুক।

—তা যা বলেছো! কোলকাত্তা—সে কি এখানে?

তারপর মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া স্থকীর মা বলিল,—তুমি বরং বোনের ঘরে গিয়ে ক'দিন থেকে দেখ, রাজমোহন কি করে?

কনক অমনি বলিল,—আর ব'লো না স্থকীর মা, হতভাগীর সব পথই বন্ধ। বোনের বাড়ীতে গিয়ে এক দণ্ড থাকবে, এমন মুখ ওর নেই!

—বোনের সঙ্গে আবার কি হ'ল?

—ওমা! তাও তুমি জানো না? গেল শ্রাদ্ধের সময় মাধববাবু তো রাজুদাকে নেমন্তন্ন করেনি···সেই নিয়ে দুই বোনে কম ঝগড়াটা হ'ল? তাছাড়া এসব ভাবতেও হতো না; আমাদের বাড়ীতেই একে রাখ্তে পারতাম। কিন্তু তুমি জানো তো স্থকীর মা, আমরা কতো গরিব!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

যে, ভয় নেই, আসল কথা ফাঁস হবে না! তারপর সুকীর মাকে বলিল,—চাঁদের মত মেয়ে, কিন্তু দুঃখু পাহাড় প্রমাণ! তুমি তো রাজুদাকে চেনো সুকীর মা, তার স্বভাব তো খুব ভাল নয়; সে হতভাগীকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে!

সুকীর মা এই কথার উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বলিল,—ওঃ! এই কথা! এর জন্যে আর কান্না কেন বাছা? স্বামি-স্ত্রীতে এ তো হয়েই থাকে! দিনে যত ঝগড়া হবে, রাত্তিরে তত ভাব! এ তো প্রায় সব সংসারেই লেগে আছে। না মা, এর জন্যে কাঁদাকাটি শোভা পায় না।

কনক বলিল,—ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক এরকম ঘটেনি সুকীর মা; একটু বেয়াড়া রকমের—

সুকীর মা বাধা দিয়া বলিল,—আবার কি? এর মধ্যে বেয়াড়ার কি আছে?

—ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানো? রাজুদা অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তাই…

—অন্য মেয়ে বিয়ে করবে! হারামজাদার মতিচ্ছন্ন ধরেছে নাকি? বলি এরকম দুগ্‌গা প্রিতিমার মত মেয়ে ও পাবে কোথায়? পৃথিবী চষে ফেললেও এমন মেয়ে একটা খুঁজে বের করতে পারবে?

কনক বলিল,—সুন্দরী মেয়ে না পাক, কিন্তু বিয়ে ও করবেই সুকীর মা! তলে তলে নাকি কথাবার্ত্তাও চল্‌ছে। কিন্তু কাদের মেয়ে, কোথাকার মেয়ে, তা জানি না। তাহলে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এখন বুঝতেই তো পারছো, রাজুদা কেন একে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে ? তুমিই বলো স্থকীর মা, এর কি আর স্বামীর ঘর করতে যাওয়া উচিত ? গেলেই তো স্বামী মহাপুরুষের লাথি, ঝাঁটা, আর গালাগাল খেয়ে একে মরতে হবে।

—না, না, এমন হলে কখ্‌খনো যাওয়া উচিত নয়। আহা, এমন মেয়ে—কী পোড়া কপাল !

কনক বলিল,—কিন্তু কোথায় বা এ যায়···যাবারও তো এর জায়গা নেই ! বাপের বাড়ীটা কাছে হলেও যেতে পারতো। বাপের বাড়ী তো নয়,···সে এক মুল্লুক।

—তা যা বলেছো ! কোলকাত্তা—সে কি এখানে ?

তারপর মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া স্থকীর মা বলিল,—তুমি বরং বোনের ঘরে গিয়ে ক'দিন থেকে দেখ, রাজমোহন কি করে ?

কনক অমনি বলিল,—আর ব'লো না স্থকীর মা, হতভাগীর সব পথই বন্ধ। বোনের বাড়ীতে গিয়ে এক দণ্ড থাকবে, এমন মুখ ওর নেই !

—বোনের সঙ্গে আবার কি হ'ল ?

—ওমা ! তাও তুমি জানো না ? গেল শ্রাদ্ধের সময় মাধববাবু তো রাজুদাকে নেমন্তন্ন করেনি···সেই নিয়ে দুই বোনে কম ঝগড়াটা হ'ল ? তাছাড়া এসব ভাবতেও হতো না ; আমাদের বাড়ীতেই একে রাখ্‌তে পারতাম। কিন্তু তুমি জানো তো স্থকীর মা, আমরা কতো গরিব !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ওকে জায়গা দিতে পারবো, কিন্তু খেতে দিতে তো পারবো না ?

—তা কি আর জানি নে বাছা, তোমাদের অবস্থার কথা আমি জানি।—তারপর মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,—আর তুমিই বা কেমন মেয়ে বাছা, অমন লক্ষীছাড়া স্বামীর জন্যে বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে ? হ'ত আমার জামাই, টের পেতো মজাটা! শুধু জামাই কেন, জামাইএর চোদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করে দিতাম।···তা একটা কাজ করো না বাছা···

কনক সাগ্রহে বলিল,—কি ?

—একে বরং দিনকতক আমাদের বড় গিন্নীর কাছেই রাখো। গিন্নীর দয়ার শরীর···সব কথা খুলে বললে উনি 'না' তো করবেনই না, বরং আদর করে রাখবেন। তুমি তো বড় গিন্নীকে জানো···

আনন্দে কনকের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। এতক্ষণের বাক্-চাতুর্য্য তাহা হইলে ব্যর্থ হয় নাই! বড় গিন্নীকে সত্যই সে জানিত···তাঁহার দয়া-মায়ার কথা সে বহুবার বহু রূপে শুনিয়াছে। সে স্পষ্টই বুঝিল, মাতঙ্গিনী ওখানে সুখেই থাকিবে; কোন কষ্টের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে না। একথা জানিত বলিয়াই তো সে সুকীর মা-কে অমন পাকড়াও করিয়াছিল। সে বলিল,—জানি বৈ কি সুকীর মা, ওঁর মত দয়ার শরীর গাঁয়ে ক'জনের আছে ? আমি তো বলবো একজনেরও নেই। বেশ তুমি একে সঙ্গে করে নিয়ে যাও

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

…বড় গিন্নীর কাছে থাকলে এ সুখেই থাকবে। তাছাড়া তুমিও তো রয়েছো ; দেখো মেয়েটা যেন কষ্ট না পায়।

সুকীর মা কহিল,—সে কি তোমাকে বলতে হবে কনক ? এ-মেয়ের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না।

তারপর মাতঙ্গিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল,—তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, তোমার কোন কষ্ট হবে না। দেখবে একদিন কতো সাধাসাধি করে তোমাকে নিতে আসবে রাজমোহন। দু-একবার সাধাসাধি করলেই যেন যেও না ; যখন নাকের জলে চোখের জলে এক হবে হারামজাদার, তখন যাবে। আচ্ছা তুমি বসো, আমি চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি।

কলসী লইয়া সুকীর মা জলে গিয়া নামিল।

মাতঙ্গিনী এবার বলিল,—এত দুর্ভোগও আমার কপালে ছিল কনকদি।

কনক ধমকাইয়া বলিল,—দুর্ভোগ আর কি ? বেশি ওস্তাদি করিস্ নে মাতু, বুড়ির সঙ্গে চলে যা ; আমি বলছি তোর কোন কষ্ট হবে না। বুড়িকে চিনিস্ তো ? মথুর ঘোষের বড় গিন্নীর খাস্ ঝি। গিন্নীর ওপরে এর অবাধ আধিপত্য !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তের

সুকীর মা মিথ্যা গর্ব্ব করে নাই। তাহার মুখে মাতঙ্গিনীর দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া মথুর ঘোষের বড় গিন্নী তারার অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বামীর অনুমতি না লইয়া তো আর কিছু করা যায় না? অনুমতি আদায় করিতেও তারাকে বেগ পাইতে হইল না। সব শুনিয়া মথুর বলিল,—দেবতা ও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমার বাড়ীতে পর পাঁচজনেরই থাকা খাওয়ার অভাব নেই, আর উনি তো কুটুম্ব···যতদিন খুসী, উনি আমার বাড়ীতে থাকতে পারেন।

ছোট গিন্নী চম্পক কিন্তু খুসী হইতে পারিল না। তাহার কাছ হইতে কোন পরামর্শ না লইয়া কেবল বড় গিন্নীর ইচ্ছামত এ বাড়ীতে কেহ আশ্রয় পাক, চম্পকের সেটা সহ্য-সীমার বাহিরে!

চম্পক! চাঁপা ফুলের মতই সুন্দর দেখিতে মেয়েটিকে! যেমন গায়ের রঙ, তেমনই তার অঙ্গের মোহময় গড়ন! তাহার দেহের গড়নে, অঙ্গভঙ্গীতে, কথাবার্ত্তায় চপল সৌন্দর্য্যের এমন এক মায়াজাল বিস্তৃত হইত, যাহার প্রভাবে গ্রামের অন্যান্য রূপসীদের রূপ-গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। বোধ করি এই জন্যই তাহার আচারে-ব্যবহারে সর্ব্বদার জন্যই একটা গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ পাইত।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বড় গিন্নী রূপ-লাবণ্যে ছোট গিন্নীর অপেক্ষা অনেকাংশেই নিকৃষ্টা ছিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় কিন্তু বড়ই সুন্দর, আয়ত। সজল মেঘের ছায়া সে আঁখিতে—স্নিগ্ধ—মনোরম। পাতলা ওষ্ঠদ্বয়…মুখখানিকে সর্ব্বক্ষণের জন্যই হাস্যোজ্জ্বল করিয়া রাখিত…সে-হাসিতে দয়া-মায়া-মমতা…ক্ষমা আর শান্তি। বাড়ীর ঝি-চাকরেরা ছোট গিন্নীর নিকটে তিরস্কার ও বকুনি খাইয়া বড় গিন্নীর কাছে আসিয়া শান্তি পাইত।

ঝি-চাকরেরা চম্পককে বাঘের মতই ভয় করে। গর্ব্বিতা ও প্রভুত্ব-পরায়ণা চম্পকও সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বাড়ীর সকলকে শাসন করিত। এমন কি বড় গিন্নীও তাহার শাসনের মধ্যে মাথা গলাইতে সাহস পাইত না।

ঝি-চাকরেরা তাহাকে ভয় করিত, তাহার আদেশ পালন করিবার জন্য সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত, ইহা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে, তাহারা অন্তরে অন্তরে তাহাকে মোটেই পছন্দ করিত না। বস্তুতঃ চম্পকের ভিতর ও বাহিরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। তাহার বাহিরের রূপটি যেমন সুন্দর ও লোভনীয় ছিল, অন্তরটি সেরূপ মধুময় ছিল না।

অন্তরে মধু না থাক, রূপের মোহেই মথুর ঘোষ চম্পকের বিশেষ অনুরক্ত ছিল। চম্পকের অপূর্ব্ব দেহ-সৌষ্ঠব, রূপলাবণ্য ও তাহার চটুল আঁখির মায়াজালের নিকট সে ক্রীতদাস হইয়া ছিল। কিন্তু এজন্য সে কোনদিনের জন্যও তারার উপর কোন

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অবিচার বা দুর্ব্ব্যবহার করে নি। তারার প্রতি তাহার ঔদাসীন্য ছিল, কিন্তু অবজ্ঞা ছিল না। মথুর ঘোষের চরিত্রের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য।

ঐদিন অপরাহ্নে বারান্দার উপর বসিয়া তারা তাহার কন্যার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। কিন্তু প্রথম হইতেই বিনুনি লইয়া আজ এমন বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে, খোঁপাটি মা ও মেয়ের কাহারও পছন্দসই হইতেছে না। সেকারণ বিরক্ত হইয়া মা মেয়ের চুলের দোষ দিতেছে, আর মেয়ে মায়ের অপটুতার প্রতি দোষারোপ করিতেছে।

উহাদের একটু তফাতেই চম্পক নাপিতানীর নিকট পায়ে আলতা পরিতেছিল, আর পার্শ্বে উপবিষ্টা মাতঙ্গিনীকে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিল। মাতঙ্গিনীও 'হুঁ হাঁ' করিয়া সংক্ষেপে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল। প্রথম প্রথম মাতঙ্গিনী বিশদভাবে উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু যখন সে বুঝিল যে, চম্পক তাহার জন্য হাজার হাজার প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, তখন বাধ্য হইয়াই সে তাহার উত্তরকে 'হুঁ হাঁ' পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিল।

এক সময় মাতঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া তারা বলিল,—সেই কোন্ দুপুর থেকে খোঁপা বাঁধতে বসেছি, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনো এই নিয়ে রগড়াচ্ছি! মাথার ঘাম পায়ে পড়ে গেল! তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে ভালই পারবে। আমার দ্বারা এসব কাজ কখনই ভাল হয় না। মেয়েও হয়েছে সেইরকম!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

একটু খুঁত থাকলে চলবে না! বিনুনিটা খুলে তুমি নতুন করে বেঁধে দাও খোঁপাটা···শিখে নিই তোমার কাছ থেকে।

মাতঙ্গিনী সলজ্জে বলিল,—আমিও তেমন ভাল পারি না। বাপের বাড়ীতেই এসবের যা কিছু চর্চ্চা ছিল, শ্বশুরবাড়ী এসে সব মাথায় উঠেছে! আচ্ছা, দেখি একবার চেষ্টা করে।

মাতঙ্গিনী বিনুনি খুলিয়া নূতন করিয়া খোঁপা বাঁধিতে লাগিল। দেখিয়া চম্পক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল,—ও আবার কি রকম খোঁপা বাঁধছো? এ বুঝি তোমাদের কলকাতার খোঁপা? উঁহু! এ ভালো নয়—যা ছিল, ভালই ছিল।

মাতঙ্গিনী বলিল,—যদি ঠিক মত বাঁধতে পারি, দেখবেন এ খোঁপা ভালই দেখাবে!

চম্পক বলিল,—না না, এরকম খোঁপা বেঁধো না। নষ্টা মেয়েরা অমন খোঁপা বাঁধে। গেরস্থের ঘরের মেয়েদের কি এ খোঁপা মানায়?

তারা বেশ স্পষ্টই বুঝিল যে, মনের ঝাল মিটাইবার জন্য চম্পকের ইহা মিথ্যা অভিযোগ। মাতঙ্গিনীর আগমনে চম্পক যে মোটেই খুসী হয় নাই, ইহা সে অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছে। তাই সে বলিল,—এ কিন্তু তোমার অন্যায় কথা বোন! নষ্টা মেয়ে যদি রূপসী হয়, তার রূপকে কেউ কি ঘৃণা করে? তা করে না—রূপের প্রশংসা সে পাবেই! নষ্টা মেয়েদের এক গা সোনার গহনা আছে বলে গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা গহনা পরবে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

না—এ কি একটা কাজের কথা বোন? ও যেমন খুসী খোঁপা বাঁধুক, দেখতে সুন্দর হলেই হ'ল!···নাও, তুমি বাঁধ।

চম্পক কোন উত্তর দিল না···হয়ত উত্তর দেবার কিছু ছিলও না। কিন্তু তাহার ফর্সা মুখখানি অপমানে লাল হইয়া উঠিল। সে অন্তরে জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় সেখানে মথুর আসিয়া দাঁড়াইল। চম্পক তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া প্রস্থান করিল। তারাও ঘোমটা টানিল, কিন্তু প্রস্থান করিল না···মাথাটি অন্যদিকে ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মাতঙ্গিনী তারার নিকট সরিয়া গিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

মথুর কোন কাজে এস্থানে আসে নাই। হয়ত কোথায়ও যাইবার পথে একবার দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া মেয়ের সঙ্গে অবান্তর কথা কহিতে লাগিল।

চম্পক বড়ই সন্দিগ্ধ চিত্তের মেয়ে। সে কক্ষ হইতে পলাইয়া গেল বটে, কিন্তু দূর হইতে স্বামীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল। সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, মেয়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে স্বামী-প্রবর প্রায়ই বক্রনয়নে নবাগতা মাতঙ্গিনীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে! দেখিয়া চম্পকের অন্তর জ্বলিয়া উঠিল! সে কি কচি খুকী যে, এই সহজ ব্যাপারটা সে বুঝিতে পারিবে না? তা না হইলে, কোথাকার কে মাতঙ্গিনী, তাহাকে বাড়ীতে রাখিবার জন্য স্বামীর অত আগ্রহ কেন?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অতঃপর মথুরকে তাহার ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি দরজার আড়াল হইতে কক্ষের মধ্যে সরিয়া গেল, এবং একটি বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে হরেক রকম তাম্বূলের মসলায় ভর্ত্তি ছোট ছোট কৌটা বাহির করিয়া মেঝের উপর রাখিতে লাগিল। মথুর প্রবেশ করিয়া দেখিল, একরাশ কৌটা এলোমেলোভাবে মেঝের উপর ছড়ানো রহিয়াছে, এবং তাহার প্রেয়সী কর্ত্তৃক আরও ছড়ানো হইতেছে।

চম্পক অবশ্য এমন আচরণ দেখাইতে লাগিল, যেন সে স্বামীর আগমন একেবারে জানিতেই পারে নাই! মথুর হাসিয়া কহিল,—দেবীর দশ অবতারের মধ্যে এটি কোন্ অবতারের লীলা জানতে পারি কি?

চম্পক উত্তর না দিয়া নিজের কাজে মগ্ন রহিল।

মথুর বলিল,—যেন ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বোধ হচ্ছে?

চম্পক তবুও নিরুত্তর। সে বাক্স হইতে কৌটাগুলি বাহির করিয়া ঠিক একইভাবে ছড়াইতে লাগিল।

মথুর বলিল,—বুঝতে পারছি এটা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। এবং এ-ও বুঝছি যে, দশ অবতারের কোন অবতার এটা নয়—এ বোধ হয় দেবীর একাদশ অবতার! তা, আমার অপরাধটা কি জানতে পারলাম না তো?

চম্পকের নিকট হইতে এবারও কোন উত্তর আসিল না। তাহার কাজ যেন শেষ হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া সে আবার কৌটাগুলি বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিল। কিন্তু

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাখিবার ধরণ দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, তাহার রাগটি নিতান্ত সামান্য নয়!

বাক্স বন্ধ করিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইতে যাইবে, অমনি মথুর তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল,—উঁহু! কথার জবাব না দিয়ে যেতে পারবে না। আর এই নিরিবিলিতে এমন বিশ্রী ঘোমটারই বা কি প্রয়োজন আছে বলো তো? এমন পদ্মের মতো মুখের ওপর আবরণ কি সহ্য করা যায়?

কথাটি বলিয়া সে চম্পকের ঘোমটা খুলিয়া দিল।

চম্পক বিরক্ত হইয়া বলিল,—আঃ, কাজের সময় বাধা দাও কেন?

—কি কাজ?

—তোমারই সংসারে ঘানি টানার কাজ! ছাড়, এখন জ্বালিও না!

যাইবার ইচ্ছা থাকিলে চম্পক অনায়াসেই যাইতে পারিত। কেননা তাহার স্বামী অত্যন্ত শিথিলভাবেই তাহার হাতটি ধরিয়াছিল—সে হাত ছাড়াইবার জন্য শক্তিরও প্রয়োজন ছিল না, কাকুতিরও প্রয়োজন ছিল না। একটু টান দিলেই হাতটি খুলিয়া আসিত।

ছলনাময়ী চম্পক! রূপ আর ছলনাতেই সে জয় করিয়াছে কঠোর মথুর ঘোষকে! চম্পকের পাশে মথুর ঘোষ, আর বাহিরের লোকজনের কাছে মথুর ঘোষ—এই দুই মথুরের

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মধ্যে এত সুদূর ব্যবধান যে, চিনিতেই কষ্ট হয়। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, এই দুই মথুর ঘোষ একই ব্যক্তি!

মথুর বলিল,—কেন, হঠাৎ এমন রাগটা হ'ল কেন? আমার কি অপরাধ হয়েছে, সেটা তো বলবে?

চম্পক এইবার কথা কহিল,—যদি কোন অপরাধ করেও থাকো, আমি সে অপরাধ নেবার কে? আমি আবার মানুষ? আমি তো দাসী-বাঁদী! তুমি যা খুসী করতে পারো, আমার বলবার কিছু নেই। আর তুমিই বা আমার কাছে কেন কৈফিয়ৎ দেবে? তোমার বাড়ী, যাকে খুসী তুমি আশ্রয় দিতে পারো! সে ব্যাপারে আমার মত তুমি নেবেই বা কেন?

মথুর বলিল,—ওঃ, এই কথা! এর জন্য এত রাগ! তুমি যে দিন দিন কি ছেলেমানুষ হচ্ছো চম্পক! নিতান্ত অসুবিধায় পড়েছে বলে মেয়েটিকে কয়েকদিনের জন্যে আশ্রয় দিয়েছি···

চম্পক বাধা দিয়া কহিল,—ও অসুবিধায় পড়েছে, তোমার তাতে কি? অন্যায় করেছে, স্বামী ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে···তা তো দেবেই। কিন্তু সেজন্য তুমি ওকে জায়গা দেবে কেন?

—ও অন্যায় করেছে, তুমি তা জানলে কি করে?

—এ কি আর জানবার দরকার হয়? বিনা কারণে কোন্ স্বামী তার স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বার করে দেয়?

—তা দেয় না। কিন্তু আমি বলছি অন্যায়টা ওর স্বামীরও তো হতে পারে। সে যাই হোক, অন্যায় যে পক্ষই করুক না

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

কেন, আমি যে একজন আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় দিয়েছি, এটাই কি সবচেয়ে বড় কথা নয় ?

চম্পক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—সেইজন্যই তো বলছি তুমি যা খুসী কর···আমাকে আবার সাধ্যি-সাধনা কেন ?

মথুর সস্নেহে বলিল,—ছিঃ, অবুঝ হয়ো না চম্পা, মেয়েদের প্রাণে দয়া-দাক্ষিণ্য থাকা দরকার।

চম্পক ঝাঁঝের সহিত কহিল,—অপাত্রে দয়া দেখাবার মত নির্ব্বোধ মেয়ে আমি নই !

—অপাত্র ! কি বলছো চম্পা ? তুমি কি বলতে চাও, ও দুরবস্থায় পড়ে নি ? পাঁচজনে ওর স্বভাব-চরিত্র তো ভালই বলে !

—পাঁচজনে বলে ? পাঁচজনের সঙ্গে তোমার-আমার কি সম্পর্ক আছে ? আর পাঁচজন বল্‌তে তো ঐ সুকীর মা ! ওর কথাই তুমি বেদবাক্যের মত মনে করলে ? আশ্চর্য্য তোমার বিচার-বুদ্ধি !

মথুর অবাক হইয়া বলিল,—তুমি ওর সম্বন্ধে খারাপ কিছু শুনেছো নাকি ?

চম্পক বলিল,—এর মধ্যে আর শোনাশুনির কি আছে ? এই সাধারণ কথাটাও বুঝতে পার না ? বলি ওর নিজের বোন থাকতে সেখানে না গিয়ে এখানে মরতে এলো কেন ? মায়ের পেটের বোনের চেয়ে কি আমরা বেশি আপনার ? তারা ওকে ভালভাবে চেনে বলেই ও সেখানে যেতে সাহস পায় নি !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মথুর বিরক্ত হইয়া কহিল,—তোমার মন অত্যন্ত ছোট চম্পা! তা নইলে যে নিরাশ্রয়, তার ওপরেও তোমার এত অভিযোগ! নিরাশ্রয়কে একটু দয়া করবে, এমন দয়াও তোমার অন্তরে নেই!

চম্পক এবার তাহার সযতনে তুলিয়া রাখা শেষ অমোঘ শরটি নিক্ষেপ করিল। বলিল,—দেখো, তোমার যা খুসী তুমি তাই করো, আমার কিছু বলবার নেই। তুমি এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস ক'রো না—আমিও কোন কথা বলবো না। আমার শেষ কথা হ'ল এই যে, ও যদি এ বাড়ীতে থাকে, তাহলে আমি থাকবো না! দাও আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে···ও এখানেই থাকুক। যে বাড়ীতে ওরকম মেয়েমানুষ বাস করে, সে-বাড়ীতে থাকতে আমি রাজি নই!

মথুর হতভম্ব হইয়া বলিল,—এ সব আবার কি? এমন মাথা-গরম করছো কেন?

চম্পক বলিল,—কোন কথা শুনতে চাইনে, তুমি এখুনি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো।

মথুর নরম হইয়া বলিল,—পাগলামী ক'রো না চম্পা! তুমি তো জান, তোমাকে আমি কতো ভালবাসি! তোমাকে ছেড়ে তো আমি থাকতে পারবো না চম্পা!

চম্পক বলিল,—তাহলে ও মাগীটাকে বিদেয় করো! ও তোমার কে যে, ওকে তাড়াতে তোমার বাধবে?

—আচ্ছা আমাকে একটু ভাব্‌বার সময় দাও।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বলিয়া মথুর প্রস্থান করিল।

রাত্রে চম্পক মথুরকে আরও কঠিন শাস্তি দিল। সে তাহার নিকট শয়ন না করিয়া পৃথক শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। স্ত্রৈণ মথুর ঘোষের নিকট এ শাস্তি অসহ্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই!

ভাবিবার আর প্রয়োজন হইল না মথুরের। পরদিন প্রভাতে রাজমোহন আসিয়া মথুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইল যে, পরশু রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হওয়ায় তাহার স্ত্রী বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এবং সে সংবাদ পাইয়াছে যে, তাহার স্ত্রী নাকি মহাশয়ের গৃহেই অবস্থান করিতেছেন। অতএব সে এক্ষণে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্যই মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে।

মথুর প্রথমটা যেন একটু হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই ভাবিয়া সে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিল এবং বলিল,—আমি আপনার কাছেই যাব ভাবছিলাম; এসেছেন ভালই হয়েছে। মেয়েদের এই একটা বড় দোষ! কিছু একটা খুঁটিনাটি হলেই অমনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে! যাক, আপনি চলুন; আমি এখুনি আমার ঝিকে সঙ্গে দিয়ে ওঁকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

সংবাদটা কাণে পৌঁছাইতেই কালনাগিনী দর্শনের মত মাতঙ্গিনীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল! সে আর কোন

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আপত্তি করিল না। আপত্তি করিবার আছেই বা কি? স্বামী যখন তাহাকে লইতে আসিয়াছেন, তখন আপত্তির আর কিছু থাকিতে পারে না। তাহার পলাইয়া আসিবার আসল কারণ ইহারা কেহই জানে না। ইহারা যাহা জানে, তাহাতে স্বামী নিজে লইতে আসিলে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। আপত্তি জানাইতে গেলেই নানা কথা উঠিবে। মাতঙ্গিনী সে কথার জবাব দিবে কেমন করিয়া?

পাষাণ-প্রতিমার মত খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিবার পর মাতঙ্গিনী উঠিল। সুকীর মা আহ্বান জানাইল,—এসো মা।

অতঃপর সুকীর মায়ের পশ্চাতে মাতঙ্গিনী পথে আসিয়া নামিল। তারা তাহাদের সহিত দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া মাতঙ্গিনীকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিল যে, মনোমালিন্যের কথা ভুলিয়া আবার যেন সুখে-শান্তিতে ঘরসংসার করে সে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

চৌদ্দ

রাধাগঞ্জের ঈষৎ দক্ষিণে মধুমতীর তীরে গভীর বন। নদীর তীর হইতে ভিতর দিকে এই অরণ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজি, সহস্র প্রকারের বন্য লতাগুল্ম, আর ঘনসন্নিবিষ্ট বেতবনে সে-অরণ্য দুর্ভেদ্য। দিনের বেলাতেও এ-অরণ্যভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে।

গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ এ-অরণ্যে প্রবেশ করে না। প্রবেশ করিতে ভয় পায়, এবং প্রয়োজনও বোধ করে না। ভয় পাওয়ার কারণ আছে। এ-অরণ্য যে শুধু দুর্গম তাহাই নহে, অসংখ্য বিষধর সর্প এই অরণ্যে বাস করে।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এই যে, নদী-তীরের কোন একটি বিশেষ স্থানে বিশেষ মনোযোগ-সহকারে লক্ষ্য করিলে একটি অস্পষ্ট সরু পায়ে-চলা পথ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু পথটি এমনই অস্পষ্ট যে, সাধারণ দৃষ্টিতে উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। শুধু তাহাই নহে। যাহারা ঐ পথ দিয়া কোনদিন গমনাগমন করে নাই, তাহারা পথটি কোনরূপে আবিষ্কার করিতে পারিলেও কোন সুফল পাইবে না। কারণ অস্পষ্টতা-হেতু খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিবে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সে যাহাই হউক, এই পথ দেখিয়া এইটুকু অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে, সাধারণ গ্রামবাসীদের এ অরণ্যে যাতায়াত না থাকিলেও অসাধারণ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এই পথে আসা যাওয়া করে।

এই পথটি গিয়া শেষ হইয়াছে অরণ্যের মধ্যস্থলে লতাগুল্মে ঢাকা একটি কুটিরের দরজায়। যাহারা এই পথ ধরিয়া চলিতে অভ্যস্ত নয়, তাহাদের কাহারও পক্ষে ঐ পথ ধরিয়া কুটির পর্য্যন্ত আসা যদিও সম্ভব নয়, তবুও 'সাবধানের মার নাই' এই নীতি অবলম্বন করিয়া ঐ অসাধারণ মানুষেরা আশ-পাশের বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা নুয়াইয়া, এবং লতাগুল্মের সাহায্য লইয়া কুটিরটিকে এমনভাবে ঢাকিয়া দিয়াছে যে, কুটির বলিয়া অনুমান করিবার কোন উপায় নাই। যেন লতাগুল্মেরই একটা বিরাট ঝোপ।

কুটিরের অভ্যন্তরভাগ স্যাঁৎসেঁতে এবং অন্ধকার। বাঁশ ও দরমা নির্ম্মিত দেওয়াল। নোংরা মাটির মেঝেটিকে বসিবার উপযোগী করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে কতকগুলি দরমা বিছাইয়া। অমন বিশ্রী স্যাঁৎসেঁতে মেঝেকে কয়েকটি দরমা বিছাইয়া শুষ্ক করিবার প্রয়াস হাস্যকর বৈ কি! মাটির রসে সর্ব্বক্ষণের জন্য দরমাগুলি ভিজিয়া কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণের শেওলাও জন্মিয়াছে।

কুটিরাভ্যন্তরে তখন দুইজনের সাক্ষাৎ মিলিল। তাহারা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পালা করিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতেছিল। গঞ্জিকার উৎকটগন্ধী ধূমে কুটিরটি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লোক দুইজন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। একজন দস্যুদলের সর্দ্দার, অপরজন তাহার পার্শ্ব-অনুচর ভিখু। গঞ্জিকা সেবন করিতে করিতে উহারা দুইজনে নিম্নস্বরে কথোপকথন করিতেছিল।

ভিখুর কথাই প্রথম কর্ণগোচর হইল। সে বলিল,—আচ্ছা সর্দ্দার, এতে আমাদের লাভটা কি হবে?

সর্দ্দার বলিল,—লাভ না থাকলে কি এ মিয়া কোন কাজে হাত দেয় রে বোকা? মোটা লাভ! নগদ পাঁচটি হাজার টাকা।

—তাহলে বেশ ভালই হবে, কি বলো সর্দ্দার?

—ভাল ছাড়া সর্দ্দার মন্দ কাজটা কবে করেছে শুনি? এক রাত্রের পরিশ্রমে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার, এ কি কম হ'ল? তাছাড়া তুই আর আমি—এ ছাড়া ভাগ বসাবারও কেউ নেই। রাজার হালে বেশ কিছুদিন কাটানো যাবে।

ভিখু সোল্লাসে কহিল,—তা যা বলেছো সর্দ্দার! এ ক'দিন বড়ই টানাটানিতে যাচ্ছিল আমার। এবার তাহলে একটু আরাম করা যাবে, কি বলো?

—নিশ্চয়ই! একটু কেন, বেশ যুতসই আরাম করতে পারবি। চাই কি দু-চারটে মেয়েমানুষও—

জিভ কাটিয়া সলজ্জে ভিখু বলিল,—কি যে বলো সর্দ্দার!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মৃদু হাসিয়া সর্দ্দার বলিল,—এমন কি আর অন্যায় বলেছি?

লজ্জা কাটাইবার জন্য ভিখু খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল। কথা কহিতে কহিতে অবসর পাইয়া সর্দ্দার কলিকায় বেশ কয়েকটি জোর টান দিয়া কলিকাটি ভিখুর হাতে দিল; দিয়া বলিল,—নে একটা টান দিয়ে নে।

'একটা' নয়—প্রায় পাঁচ-ছয়টি টান দিয়া ভিখু বলিল,—কাজটা তুমি যা বললে সর্দ্দার, ও ছাড়া আর তো কিছু নয়? উকিল বেটা যখন দলিলটা নিয়ে শহরে যাবে, সেই সময় বেটাকে সাব্‌ড়ে দলিলটা হাতানো—এই তো?

সর্দ্দার চিন্তিতভাবে বলিল,—তাই বটে। কিন্তু—

এইটুকু বলিয়া সর্দ্দার আবার চিন্তামগ্ন হইল।

অশুভ ইঙ্গিত পাইয়া ভিখু বলিল,—'কিন্তু' কি সর্দ্দার? এর মধ্যে গলদ আছে নাকি?

—গলদ তো ছিল না;—বেশ সোজাই ছিল কাজটা। কিন্তু ওই মাগী—রাজমোহনের বউটাই যত গলদ পাকিয়ে বসে আছে। সেদিন রাত্রে রাজমোহনের সঙ্গে আমার যে সব পরামর্শ হয়েছিল, বেটী ঘর থেকে সব শুনেছে! শুনেই মাধব ঘোষকে গিয়ে সব লাগিয়েছে। মাধব ঘোষও ঘুঘু ছেলে। সে কি উকিলের সঙ্গে লোকজন না দিয়ে দলিল পাঠাবে?

—তাহলে তো ওটা হাত-করা নেহাৎ সহজ হবে না সর্দ্দার! আমরা তো মোটে দুজন!—ভিখুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, তাহার উৎসাহ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

সর্দ্দার বলিল,—হাতানো ঠিকই যাবে—অন্য পথ ধরতে হবে।

—তবে কি বাড়ী চড়াও করতে বলো সর্দ্দার? সেখানে তো আরও কড়া পাহারা। আমরা মোটে দুজনে···

—সব ক্ষেত্রেই কি গায়ের জোরে কাজ হয় রে বাঁদর, বুদ্ধি খরচ করতে হয়! তোর কিছু ভাবতে হবে না, ও কাজ আমিই করবো দেখিস!

এই বলিয়া সর্দ্দার পরম নিশ্চিন্তভাবে গাঁজার কলিকায় আবার দুইটি টান দিয়া লইল।

ভিখু আবার উৎসাহ বোধ করিয়া বলিল,—বলো না সর্দ্দার, কি মতলব ফেঁদেছো?

—উঁহু! এখন তোকে কোন কথা বলা চলবে না। আগে থাকতে শুনলে তুই সব পণ্ড করে দিবি! তোর পেট বড় আলগা—কোন কথাই হজম করবার ক্ষমতা তোর নেই! রাজমোহন যা চালাক ছেলে, তোর পেট থেকে ঠিক কথাগুলো টেনে বের করে নেবে! তাহলেই সব মাটি! পরে তোকে সব গুছিয়ে বলব। এখন শুধু তুই মুখ বুঁজে দেখে যা, আমি যা করি আর যা করতে বলি করে যা। একেবারে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করবি না। দেখবি বাপ্ বাপ্ বলে কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ভিখু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া বলিল,—তাহলে খুব জবর মতলব ফেঁদেছো, কি বলো সর্দ্দার? আমি ব্রেহ্মদত্যির দিব্যি গেলে বল্ছি, কারুর কাছে কোন কথাই ফাঁস করবো না! রাজমোহন বেটার ক্ষ্যামতা কি, আমার পেট থেকে কথা বের করে? বলো না সর্দ্দার তোমার মতলবটা—?

এমন সময় বনের ভিতর অদূরে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল। সর্দ্দার বলিল,—চুপ! রাজমোহন আসছে! ওর সামনে এসব কোন কথাই বলবি না! যদি বল্‌বি এক ঘুঁষিতে তোর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব, মনে থাকে যেন!

—না সর্দ্দার, তুমি দেখো একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।

—হ্যাঁ, কোন কথাই তুই বলবি না; যা বলবার আমিই বলবো।

এই বলিয়া সর্দ্দার মুখে হাত দিয়া অদ্ভুতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। এ-চীৎকারও অবিকল পেচকের ডাকের মত।

একটু পরেই কুটিরের বাহিরে পদশব্দ জাগিয়া উঠিল। পদশব্দ ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তারপর যে ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, সে রাজমোহনই বটে!

সর্দ্দার সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—তারপর, কি খবর রাজ-মোহন? বৌয়ের সন্ধান পেলে?

—হ্যাঁ পেয়েছি। ফিরে এসেছে সে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সর্দ্দার খুশি হইয়া বলিল,—তাই নাকি? কোথায় পেলে ওকে?

রাজমোহন বলিল,—সে এক আজব কাণ্ড সর্দ্দার।

—কি রকম?

—ভেবেছিলাম ওকে মাধব ঘোষের বাড়ীতেই পাব। কিন্তু ওখানে সে যায় নি! আচ্ছা তুমি বলো দেখি সর্দ্দার, কোথায় উনি গিয়েছিলেন?

সর্দ্দার বলিল,—তোমার বৌয়ের গতিবিধি সম্বন্ধে আমি কি বলতে পারি বলো? গাঁয়ে তো কত বাড়ী রয়েছে।

রাজমোহন বলিল,—তুমি দেখছি একেবারে কিচ্ছু না সর্দ্দার! তাহলে আর আজব ব্যাপার হ'ল কোথায়? আমি কিন্তু ওকে বোনের বাড়ী না পেয়ে ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। মহারাণী গিয়ে উঠেছিলেন একেবারে বড় বাড়ীতে।

সর্দ্দার বিস্মিত হইয়া বলিল,—মথুর ঘোষের বাড়ীতে?

—হুঁ!

—যাক্, পাওয়া তো গেছে! কিন্তু সাবধানে রেখে এসেছো তো? দেখো যেন আবার পালিয়ে না যায়! তা— ফিরে এসে কি বল্‌ছে ও? জিজ্ঞেস করেছো কোন কথা?

—করেছি বৈকি! কিন্তু বিশেষ কোন কথা আদায় করতে পারি নি। তবে তলে তলে এটুকু আমি খোঁজ নিয়েছি যে, বড় বাড়ীতে ও কোন কথাই ফাঁস করেনি। শুধু

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এইটুকু বলেছে যে, স্বামি-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হওয়ার জন্য ও চলে এসেছে।

সর্দ্দার বলিল,—যাই হোক, ও কালসাপ ঘরে পুষে আর লাভ নেই—আজই ওকে শেষ করে দাও।

রাজমোহনের মুখখানি মলিন হইয়া আসিল। সেদিন কোন বাধা সৃষ্টি না হইলে উত্তেজনার প্রখরতায় মাতঙ্গিনীকে যে শেষ করিয়া ফেলিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে-উত্তেজনা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার কেমন যেন মনে হইতেছে, মাতঙ্গিনী বুঝি সত্যই কোন বিশেষ অপরাধ করেনি।

আসল ব্যাপার হইল এই যে, রাজমোহন বাস্তবিকই অন্তর দিয়া মাতঙ্গিনীকে ভালবাসে। সে দস্যু, সে বর্ব্বর, সে হিংস্র—একথা যেমন অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, তেমনি একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সে মাতঙ্গিনীকে সত্যই ভালবাসে।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া রাজমোহন বলিল,—একটু ভেবে দেখো সর্দ্দার, সত্যিই ওকে খুন করবার প্রয়োজন আছে কিনা?

সর্দ্দার ব্যঙ্গোক্তি করিল,—কেন, বউকে পেয়ে দরদ বুঝি উথ্‌লে উঠেছে? ও সব চলবে না বন্ধু! তোমার মাগ-প্রীতির জন্যে আমাদের সকলের হাতে যে দড়ি পড়বে, এসব রসিকতা চলবে না! যদি ভাল চাও তো ওকে শেষ ক'রে ফেলো! নইলে বাধ্য হয়ে আমাদেরই সে-ব্যবস্থা করতে হবে!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহন বলিল,—আহা, অত চট্‌ছো কেন সর্দ্দার! শোনই না আমার কথাটা। সব শুনে যা বলবার ব'লো। বউকে আমি মোটেই ভালবাসি না। ওকে আমি মনে মনে ঘৃণা করি! সেদিন যদি তোমরা আমাকে বাধা না দিতে, আমার এ কথার প্রমাণ তাহলে ভালভাবেই পেতে! কিন্তু এখন আমার মনে খুন করবার সে উত্তেজনা আর নেই। সেদিন উত্তেজনার মুখে খুন করেই বসতাম বটে, কিন্তু এখন মিছামিছি একটা নরহত্যা করতে আমার বিবেকে বাধছে।

সর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—মিছামিছি মানে? কি বলতে চাও তুমি?

—আমি বলতে চাই যে, আমার বউ সত্যিই কোন দোষ করে নি। আমি আজ খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, ও সেদিন মাধব ঘোষের বাড়ীতে যায় নি—মাধব ঘোষ অন্য কোন প্রকারে খবরটা পেয়েছে। আর বড় বাড়ীতে গিয়েও ও কোন কথা ফাঁস করে নি। কাজেই আমি বিবেচনা করে দেখছি সর্দ্দার, উত্তেজনার ঝোঁকেও ও যখন কোন কথা ফাঁস করে নি, তখন ভবিষ্যতেও ফাঁস করবে বলে আমার মনে হয় না!

তাচ্ছিল্যভরে সর্দ্দার কহিল,—তোমার মত স্ত্রৈণ পুরুষের এই রকমই মনে হয় বটে! স্ত্রী শত দোষ করলেও তা গায়ে লাগে না! বেশ স্ত্রীকে ছাড়া তুমি যখন থাকতেই পারবে না, তখন একটা কাজ করো বলি। চলো তোমার বৌকে নিয়ে আমাদের মিৎগুন্টিতে—সেখানেই স্বামি-স্ত্রীতে বসবাস করবে!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রাজমোহন সবিস্ময়ে বলিল,—কি বলছো সর্দ্দার, ডাকাত হয়ে বাস করতে হবে নাকি?

সর্দ্দার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল,—কেন, তুমি কি ডাকাত নও নাকি? আসল ব্যাপারটা হ'ল এই যে, তুমি যে দু' নৌকায় পা দিয়ে থাকবে, তা চলবে না। তাতে আমাদেরও বিপদ, তোমারও বিপদ! আমাদের দলে থেকে ডাকাতিও করবে আবার ভালোমানুষ সেজে বউ নিয়ে সমাজে বাস করবে, এ আমরা সহ্য করবো না!

রাজমোহন কোন কথা না বলিয়া নীরবে রহিল।

পুনর্ব্বার সর্দ্দার কহিল,—শোন রাজমোহন! দুটি পথ তোমার জন্য খোলা আছে। এক ঐ সর্ব্বনেশে বউএর মায়া ত্যাগ করো, নয়তো বউকে নিয়ে মিৎগুল্টিতে বাস করবে চলো।

রাজমোহন তবুও নীরব।

সর্দ্দার এবারে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—কি হে? কথা বলছো না যে? আমার এ প্রস্তাবে তুমি রাজী কিনা বলো?

রাজমোহন বলিল,—বউকে নিয়ে আমি মিৎগুল্টিতে যেতে পারি, কিন্তু বউ ছাড়া সংসারে আমার আরও লোকজন আছে। তাদের ভরণ-পোষণের ভার আমারই ওপর!

সর্দ্দার ধমক দিয়া উঠিল,—চুলোয় যাক তোমার সংসারের লোক! ওসব বাজে আবদার শুনতে চাই না! আমাদেরও সংসার আছে, আর সে সংসারে লোকজনও আছে। তবুও তো

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আমরা স্থিৎগুল্টিতেই রয়েছি—কেমন করে? তাছাড়া তুমি তো তোমার বোনকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পার। শ্বশুররা গরিব কি বড়লোক, সেসব দেখ্বার কি প্রয়োজন তোমার? আর তোমার যা পিসি, ও পিসির জন্যে কিছু ভাব্তে হবে না—উনি নিজেই দশটা লোকের অন্ন জোগাড় করতে পারেন! যাই হোক, আমার শেষ কথাটা শুনে রাখো রাজমোহন! যদি আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী না হও, তাহলে আমাদের দলের নিয়মানুযায়ী তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে! আশা করি সে-শাস্তির কথাটা তোমার জানা আছে!

রাজমোহনের অন্তর বলিল,—নিশ্চয়ই আছে! সে দণ্ড হল মৃত্যুদণ্ড!

—আচ্ছা ভেবে দেখি—বলিয়া রাজমোহন উঠিয়া পড়িল।

সর্দ্দার বলিল,—আজকের দিনটা তোমায় ভাববার সময় দিলাম। কাল সকালের দিকেই তোমার মতামত জানতে চাই।

রাজমোহন উত্তরে কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল।

সে যখন বাড়ী ফিরিল, সূর্য্যদেব তখন মধ্যগগনে অবস্থান করিয়া অগ্নির মত প্রখর আলোক বিকিরণ করিতেছেন। বাড়ীর উঠানে পদার্পণ করিয়াই সে হাঁক দিল,—কিশোরী!

কিশোরী রাজমোহনের বোন। সে দ্রুত আসিয়া দাদার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজমোহন বলিল,—তোর বউদিকে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ডাক তো, বাড়ী থেকে পালাবার মজাটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি!

কিশোরী অবাক হইয়া বলিল,—বউদি!

রাজমোহন মুখ ভেংচাইয়া বলিল,—হ্যাঁ হ্যাঁ বউদি! সেই মহারাণীর কথাই বল্‌ছি! একেবারে আকাশ থেকে পড়লি যে!

কিশোরী হতভম্ব হইয়া বলিল,—বউদি তো নেই!

রাজমোহন চমকাইয়া বলিল,—নেই মানে? কোথায় গেল সে?

কিশোরী বলিল,—বউদি তো পরশু রাতেই কোথায় গেছে, আর তো বাড়ী ফেরে নি! তুমি সকালে বলছিলে বটে বড় বাড়ী থেকে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে; কিন্তু কৈ আসেনি তো?

রাজমোহন বিস্ময়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—সব জোচ্চুরি, সব বদ্‌মাইসি! আমি নিজে দেখেছি সুকীর মায়ের সঙ্গে সে আস্‌ছিল!

কিশোরী বলিল,—তবে কোথায় গেল বউদি? অবাক কাণ্ড তো?

রাজমোহন উন্মাদপ্রায় হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সারা বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু মাতঙ্গিনীর চিহ্নমাত্র সে পাইল না! অতঃপর সে কিশোরীকে মাধব ঘোষের বাড়ী এবং পিসিমাকে কনকদের বাড়ী পাঠাইল বউএর খোঁজে। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, মাতঙ্গিনী নাই!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

—কিশোরী !

রাজমোহন আবার হাঁক দিল।

—কি বলছো ?

—মথুর ঘোষের বাড়ী গিয়ে দেখে আয় তো আছে কি না ?

কিশোরী আবার ছুটিল। ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, না, ওখানেও মাতঙ্গিনী নাই !

তবে ?

কোথায় গেল সে ?

এই মুহূর্ত্তে যদি রাজমোহন তাহাকে হাতের মধ্যে পাইত, তাহা হইলে সে তাহার টুঁটি ছিঁড়িয়া লইত !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পনের

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর হইতে চলিল। ঘোর তমসাবৃত রাধাগঞ্জ নিঝুম হইয়া আসিয়াছে। মাধব ঘোষের বাড়ীর প্রত্যেকেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; কেবল ঘুম নাই মাধবের চক্ষে। চিন্তার মায়াজালে আটক হইয়া সে আচ্ছন্নের মত একটি সোফার উপর বসিয়া আছে।

তাহার হাতে একখানি পুস্তক। পুস্তকটির প্রতি তাহার কোন লক্ষ্যই নাই। পুস্তকটি হাতে লইয়া উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া সে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে! পুস্তকটি দেখিয়া মনে হয়, খানিকক্ষণ আগে সে পুস্তকটি পড়িতেছিল। কিন্তু এখন আর উহা পাঠ করিবার মত তাহার মনের অবস্থা নাই। সে নিবিড় চিন্তাজালে নিজের সত্ত্বাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সে ভাবিতেছে অনেক কথাই।

খুড়ীমার মোকদ্দমা সম্বন্ধে উকিল গোকুলচন্দ্র দাস সম্প্রতি যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে, তা মোটেই শুভ নহে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাহার বিরুদ্ধে যে সব লোকজন নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারা না করিতে পারে, এমন কোন হীন কাজ নাকি নাই!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

প্রয়োজন হইলে দু-চারটি মানুষ খুন, এমন কি মাধবকেও খুন করিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিবে না।—এমন সংবাদও নাকি মাধব পাইয়াছে।

এর প্রমাণও সেদিন সে পাইয়াছে! যদি মাতঙ্গিনী না আসিত, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে যে কি ঘটিত, বলা কঠিন!

মাতঙ্গিনীর কথা মনে পড়িতেই তাহার মনটা কেমন যেন টনটন করিয়া উঠিল! ভগবান ওর কপালে কত দুঃখ যে লিখিয়াছেন! মাতঙ্গিনীর সমস্ত কথাই মাধবের কানে আসিয়াছে। স্বামীর গৃহ হইতে পলাইয়া মথুর ঘোষের গৃহে আশ্রয় লওয়া, তারপর সেখান হইতে স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সহসা অন্তর্হিত হওয়া···সব সংবাদই সে পাইয়াছে।

মাতঙ্গিনীকে মাধব খুব ভালভাবেই চেনে। সে ঠিক সাধারণ মেয়েদের পর্য্যায়ে পড়ে না। স্বামি-স্ত্রীতে সামান্য মনোমালিন্য হওয়ার জন্য সে বাড়ী ছাড়িয়া অপরিচিত ব্যক্তির গৃহে গিয়া আশ্রয় লইবে, এমন মেয়ে মাতঙ্গিনী নয়। নিশ্চয়ই তাহার পলায়নের মধ্যে কোন গূঢ় কারণ লুক্কায়িত আছে! কিন্তু কি সে কারণ? কেন সে অমন ভাবে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল? কেন? কেন?

নিজের মনকে মাধব শতবার প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর পাইল না!

আরও মনে পড়িল মাতঙ্গিনীর বিদায়-বেলার কথাটা। তাহার বহুদিনের রুদ্ধ প্রেমের অপূর্ব্ব প্রকাশ, তাহার সেদিনের

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সেই অশ্রু…মাধবকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। মাতঙ্গিনীকে সে ভালবাসিত, মাতঙ্গিনীও তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, এ নিগূঢ় গোপন তথ্য সে অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু ভস্মে-ঢাকা অগ্নির মত সে ভালবাসা মাধবের অন্তরে চাপা পড়িয়া ছিল, হয়ত ক্রমশঃ নিবিয়াও আসিতেছিল। এমন সময় মাতঙ্গিনী একি করিল? ভস্ম দূর হইয়া গেল…তীব্ররূপে অগ্নি প্রকাশ পাইল এবং মাধবও এতদিন ঠিক ধারণা করিতে পারে নাই যে, সে ভালবাসা এত প্রখর—এত বেদনাময় হইতে পারে!

মাধব বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। আর সে ভাবিতে পারে না। মন উন্মাদ হইয়া উঠিতেছে! সে তাহার অন্তরকে শান্ত করিবার আশায় সোফা ছাড়িয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদু-মন্দ নৈশ হাওয়ায় তাহার উত্তেজিত দেহ-মন যেন স্নিগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু সে কতক্ষণ? ক্রমশঃ পুনরায় সে চিন্তা-জালে জড়াইয়া পড়িল।

সম্মুখে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশের নীচে কতকগুলি দেবদারু বৃক্ষের সারি। গাছের সরু শাখা-প্রশাখাগুলি মৃদু হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। মাধব অপলক নেত্রে ঐদিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনীর কথাই ভাবিতেছিল। কী আশ্চর্য্য এই চিন্তা! কিছুতেই মন হইতে দূর করা যায় না! মাধব যতই ঐ চিন্তার নাগপাশ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার আপ্রাণ চেষ্টা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

করিতেছে, ততই তাহা অক্টোপাশের অষ্টবাহু বিস্তার করিয়া যেন তাহাকে জাপটাইয়া ধরিতেছে !

সহসা—

মাধব আনমনে দেবদারু বৃক্ষগুলির দিকে চাহিয়াই মাতঙ্গিনীর কথা চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় সহসা একটি অদ্ভুত দৃশ্য তাহার নজরে পড়িল ! তাহার মনে হইল, একটি দেবদারু বৃক্ষের শাখার উপর কি যেন একটা কালো মত ছায়া নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতেছে ! এক একবার মনে হইতেছে, ছায়াটি যেন কোথাও মিলাইয়া যাইতেছে, আবার একটু পরই তাহা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে।

মনে কৌতূহল জাগ্রত হইতেই মাধব ঐ ছায়াটির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিল। ছায়াটি হঠাৎ সরিয়া গেল আবার। প্রথমে তাহার মনে হইল পেঁচা, বাদুড় বা ঐজাতীয় কোন নিশাচর পক্ষী হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের ভুল বুঝিল। পেঁচা বা বাদুড়ের ছায়া অত বড় হইতে পারে না। তবে হনুমান ? হনুমানই বা কেন বারবার সরিয়া যাইবে, আবার ফিরিয়া আসিবে ? হনুমান হইলে নিশ্চয়ই চুপ-চাপ বসিয়া নিদ্রা যাইত। তবে ?

ছায়ার এই অদ্ভুত আচরণে মাধব অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, কাছে গিয়া সে ব্যাপারটা দেখিয়া আসিবে। মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। বৈঠকখানা ঘর হইতে একখানি তরবারি লইয়া সে অন্দরমহল ত্যাগ করিয়া বাহির

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মহলে আসিয়া উপনীত হইল। এখান হইতে দেবদারু গাছের সারি নিকটেই। সে পুনরায় গাছটির দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, হাঁ ছায়াটি ঠিকই রহিয়াছে বটে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হইল এই যে, গাছটার নিকটে পৌঁছিয়া সে কিছুই দেখিতে পাইল না। তবে কি সে ভুল দেখিয়াছে? নিছক ভুলের বশেই কি সে ছুটিয়া আসিয়াছে?

সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছে, সহসা তাহার পাশেই একটা পেচক তারস্বরে চীৎকার করিয়া তাহাকে চমকাইয়া দিল! চীৎকার অনুসরণ করিয়া সে পাশ ফিরিতে যাইবে, এমন সময় তাহার ডানহাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তরবারিটি হাত হইতে খসিয়া পড়িল। কোথা হইতে আঘাত আসিল তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে দুইখানি বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত হইয়া মাধবকে জাপটাইয়া ধরিল এবং পরমুহূর্ত্তে আর একখানি হাত আসিয়া মাধবের মুখের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিল।

মাধব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বুঝিবার পূর্ব্বেই অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে কাহারা যেন তাহার হাত-পা চোখ ইত্যাদি বাঁধিয়া ফেলিল। চোখে কিছু সে দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু কানে সে শুনিতে পাইল দুইবার লাফাইয়া পড়ার ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ। মাধব স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সম্মুখের গাছটা হইতে দুইজন লোক নীচে লাফাইয়া পড়িল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

একই রজনীর অপর একটি দৃশ্যপট।

তারার শয়নকক্ষ। মথুর ঘোষ শয্যায় শুইয়া বৃথাই ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমা স্ত্রী তারা তাহার শিয়রে বসিয়া হাত-পাখা দিয়া অবিরাম বাতাস করিয়া চলিয়াছে। কখনো বা স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। কিন্তু তবু মথুরের চোখে নিদ্রা নাই—তারার সমস্ত শ্রমই পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইতেছে।

রূপ-লোলুপ মথুর ঘোষকে রাত্রিকালে তারার ঘরে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। উচ্ছল রূপের অধিকারিণী চম্পকের শয়নকক্ষেই সে অধিকাংশ রাত্রি যাপন করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হইল এই যে, সেজন্য তারা কোনদিনের জন্যও স্বামীর নিকট অনুযোগ বা অভিমান প্রকাশ করে নাই!

আজ মথুরকে তারার শয়নকক্ষে দেখিতে পাওয়ার বিশেষ হেতু আছে। কোন কারণে বা কোন দুর্ভাবনায় মথুরের অন্তরে যেদিন উদ্বেগ দেখা দেয়, সেই দিনই সে তারার স্নিগ্ধ স্নেহময়ী মূর্ত্তির সাহচর্য্যে আসে কিছু সান্ত্বনা লাভের আশায়। সান্ত্বনা সে লাভও করে সান্ত্বনাদায়িনীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া। এ সান্ত্বনা রূপসী চম্পকের নিকটে মিলে না। তাহার সুন্দর দুইটি বাহুর আলিঙ্গন তখন মথুরের নিকট তিক্ত বোধ হয়।

বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়াও তারা স্বামীর চোখে ঘুম আনিতে পারিল না। মথুর যদিও অধিকাংশ সময়েই মুদ্রিতনেত্র অবস্থায়

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

রহিয়াছে, তবুও তাহার অস্বস্তিকর নড়াচড়া এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া তাহার মনের উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিল।

মথুরের অদ্যকার উদ্বেগের কারণ তারার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এতক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও সে স্বামীকে শান্ত করিতে পারিল না? মামলা-মোকদ্দমা এবং জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে যদিও তাহার মনে মাঝে মাঝে এইরূপ উদ্বেগ প্রকাশ পায়, কিন্তু অল্প আয়াসেই তারা তাহাকে শান্ত করিতে পারে। কিন্তু অদ্য তাহার মনে এমন কি দুর্জ্জয় উদ্বেগ দেখা দিয়াছে, যাহাতে তিনি এইরূপ অধিক অশান্ত হইয়া উঠিয়াছেন?

এক সময় অধৈর্য্য হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তারা প্রশ্ন করিল,—তুমি যে বড় ঘুমুচ্ছো না?

মথুর কহিল,—চেষ্টা তো করছি, কিন্তু ঘুম আসছে না যে?

তারা বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো; রাগ করবে না বলো?

—রাগ করবো কেন? বলো কি বলবে?

তারা বলিল,—আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মনে সুখ নেই। কি হয়েছে বলো তো? নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে—যার জন্যে তোমার এই উদ্বেগ!

মথুর বুঝি একটু চমকাইয়া উঠিল! তারার নিকট কি কিছুই গোপন করিবার উপায় নাই?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

কোন জবাব না পাইয়া তারা বলিল,—কোন কথা বলছো না যে? লক্ষীটি, বলো তোমার কি হয়েছে? আমি তিনদিন থেকে লক্ষ্য করছি তুমি মনমরা হয়ে রয়েছ। চাঁপার সঙ্গেও এ ক'দিন থেকে ভাল করে কথা বলছো না? মেয়েটাকেও তুমি আর আদর করো না, বাবা বলে ডাকলেও কোন সাড়া দাও না—এসবই আমি লক্ষ্য করছি এই তিনদিন থেকে। জানি তোমাকে অনেক ঝামেলাই সহ্য করতে হয়। মামলা-মোকদ্দমা, তোমার জমিদারী, তোমার কাছারি, খাজনা-আদায়; তারপর সংসার, দাস-দাসী, অনেক কিছুই তোমাকে ভাবতে হয় জানি। কিন্তু কৈ, এ রকম অশান্ত এর আগে তোমাকে তো কোনদিন দেখি নি? তুমি হয়ত জান না, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? কি করে জানবে, তুমি বরাবরই আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা করে এসেছো! আজও তোমার কাছ থেকে আমি কোন মর্য্যাদা পাই না! কিন্তু সেজন্যে তোমার কাছে আমি কোনদিন অভিযোগ করি নি—আজও করবো না! শুধু তোমার কাছে আমার এইটুকু অনুরোধ, বলো তোমার কি হয়েছে?

মথুর তবু নিরুত্তর।

তারা প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল,—ওগো আমাকে আর ঠকিও না, কিছু গোপন ক'রো না আমার কাছে; খুলে বলো তোমার কি হয়েছে? যদি সম্ভব হয়, জীবন দিয়ে তোমার শান্তি আমি ফিরিয়ে আনবো।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বলিয়া তারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

তারার বেদনা মথুরের অন্তরে আঘাত হানিল। সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল,—তুমি মিছিমিছি অধীর হচ্ছো তারা! আমার এমন বিশেষ কিছুই হয় নি। যে মামলাটা এখন চলছে, ঐ মামলাটার কথাই ভাব্‌ছি—এছাড়া আর কিছু নয়!

তারা বলিল,—আজ কি তোমার নতুন মামলা চলছে? এর আগেও তো কত মামলা করেছো; কিন্তু এরকম অবস্থা তো কোনদিন তোমার দেখি নি? দেখো, এভাবে তুমি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ক'রো না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি! স্ত্রী হয়ে এমন দুর্ভাগ্য আমার যে, স্বামীর সুখ-দুঃখের কথাও কিছু জানতে পাবো না?

তারার অশ্রু দ্বিগুণ ভাবে ঝরিতে লাগিল।

ব্যথিত হইয়া মথুর বলিল,—কেঁদো না তারা···কেঁদে আমার কষ্টকে আর বাড়িও না! আমি স্বীকার করছি তারা, সংসারে তুমিই একমাত্র মানুষ, যে আমার সুখ-দুঃখ অন্তর দিয়ে বুঝতে চায়, দুঃখে আমাকে সান্ত্বনা দেয়, আমার সুখে যে সুখী হয়! আমিও তোমার কাছে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই গোপন করি নি; আমার দুঃখের কথা তোমাকে বলে শান্তি পেয়েছি। আজও যদি বলতে পারতাম, আমার বুকটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্বাস করো তারা, আজকের এ কথা তোমাকে বলবার নয়!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এই কথা শুনিয়া তারার মুখখানি ম্লান ও উদ্বেগে পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া নিয়া সে কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় বাড়ীর বহির্দেশের কোথা হইতে একটা পেচক তীব্রস্বরে ডাকিয়া উঠিল! সে-চীৎকারে মথুর চমকাইয়া উঠিল।

স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, —হ্যাঁ গো, তুমি চমকে উঠলে যে? ও তো পেঁচার ডাক!

—হুঁ?—অন্যমনস্কভাবে মথুর সাড়া দিল।

তারা বলিল,—পেঁচার ডাক শুনে এমন চমকাবার কি আছে?

আবার! আবার!

পর পর তিন-চারিবার পেঁচাটার তীক্ষ্ণ স্বর নৈশ মৌনী আকাশকে চমকাইয়া দিল! তারা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মথুর সহসা দ্রুত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল!

তারার বিস্ময়ের অবধি নাই! পেঁচার ডাক শুনিয়া উনি অমনভাবে চমকাইয়া উঠিলেন কেন, আর ছুটিয়া বাহির হইয়াই বা গেলেন কেন? পেঁচার ডাক তো আশ-পাশের গাছ হইতে প্রায়ই শোনা যায়। কৈ, ইতিপূর্ব্বে উনি তো কোনদিন চমকাইয়া উঠেন নাই? আজ কেন এইরূপ হইল?

সহসা তারার মনে হইল, অন্যদিনের পেঁচার ডাকের সঙ্গে আজকের ডাকের যেন অনেকখানি পার্থক্য আছে! ঠিক যেন ইহা পেঁচার ডাক নহে! যেন—যেন ঐ ডাকের

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সঙ্গে মানুষের গলার একটু সামঞ্জস্য আছে! তবে কি কোন মানুষ ঐরূপ চীৎকার করিল? তাহাই যদি হয়, তবে কেন মানুষ ঐরূপ চীৎকার করিল?

তারার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইল। সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ছাদের উপর উঠিয়া গেল। ছাদ হইতে আশ-পাশের অনেকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। এদিক-ওদিক একটু লক্ষ্য করিতেই তারা দেখিতে পাইল মথুরের অস্পষ্ট মূর্ত্তি! দেখিল, খিড়কীর দরজা খুলিয়া সে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তারা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া কাঁপিতে লাগিল। এই গভীর রাতে ঐ সর্প-সঙ্কুল অরণ্যমধ্যে স্বামীর যে কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তারা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। নানারূপ সন্দেহ ও আশঙ্কায় তারা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল!

অনেকক্ষণ পর মথুর অরণ্য মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। অরণ্যে সে কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, তারার নিকট তাহা অজ্ঞাত। সে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইয়া যাওয়ার পর তারা শুধু অপলকনেত্রে গাছগুলির দিকেই চাহিয়া ছিল। ইহা ছাড়া তাহার আর কিই বা করিবার ছিল? পাইক-দরোয়ানদের ডাকিয়া স্বামীর খোঁজে পাঠাইবে, ইহাও সে উচিত বিবেচনা করে নাই। তাহার নিকটে তিনি যে কথা বলিয়া যান নাই, তাহা পাইক-দরোয়ানদের নিকট প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে সব কথা বলিয়া যাইতেন, এবং পাইক-দরোয়ানদের

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সঙ্গে লইয়াই যাইতেন। তিনি যখন তাহা করেন নাই, তখন স্ত্রী হইয়া তারা করিবে কোন্ সাহসে ?

অরণ্য হইতে মথুর বাহির হইয়া আসিলে তারার স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। কিন্তু তখনও বিস্ময়ের আরও কিছু অবশিষ্ট ছিল। মথুর এবার সন্তর্পণে তাহার গুদামবাড়ীর লৌহ কপাটের দরজা খুলিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তারা ভাবিয়াই পাইল না, এত রাত্রিতে গুদামবাড়ীতে স্বামীর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? আশ্চর্য্য ! তারা যেন স্বামীর এই আচরণের মধ্য হইতে একটা ঘোর-রহস্যের ইঙ্গিত পাইল !

কি সে রহস্য ?

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ষোল

কক্ষটি ক্ষুদ্র···উচ্চতাও সামান্য। একটি মাত্র দরজা—কপাটদ্বয় লৌহনির্ম্মিত। বিপরীত দেওয়ালে আরও একটি দরজা আছে বটে, কিন্তু দরজা বলিয়া তাহাকে অভিহিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা একটি ছোট গর্ত্তের মত। গর্ত্ত হইলে কি হইবে? সতর্কতার অন্ত নাই। অতটুকু দরজাতেও লৌহ কপাট!

কক্ষের মধ্যে একটি মাত্র মাটির প্রদীপ···মিটি-মিটি করিয়া আলোক বিতরণ করিতেছে। সেই মৃদু আলোকে কক্ষের মধ্যে যাহাকে পদচারণা করিতে দেখা গেল, সে আর কেহই নহে—আমাদেরই গল্পের নায়ক মাধব ঘোষ! দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মাধব এইখানে বন্দী হইয়াছে।

দুর্ব্বৃত্তগণ কেহ উপস্থিত ছিল না।···মাধব একাই অশান্তভাবে পদচারণা করিতেছিল। দরজা দুইটি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া তাহারা কোথাও গিয়াছে—সে কপাট শক্তি-প্রয়োগেই হউক বা বুদ্ধি-প্রয়োগেই হউক উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে যাইবার সাধ্য মাধবের ছিল না।

মাধবের নির্ভীক চিত্ত তবু দমিয়া যায় নাই। একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব তাহার মুখে-চোখে কঠিনরূপে ফুটিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

উঠিয়াছে। মাধব ঘোষকে উহারা ভাবিয়াছে কি! মাধব কি এতই দুর্ব্বল যে, অত্যাচারের ভয়ে সে কাবু হইয়া পড়িবে? না, কক্ষণো নয়! উহাদের কোন অত্যাচারই সে গ্রাহ্য করিবে না! সে আবার দৃঢ়ভাবে পদচারণা সুরু করিল।

এমন সময় বড় দরজায় তালা খোলার শব্দ হইল। তারপর ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ করিয়া কপাট দুইখানি খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিল সর্দ্দার ও ভিখু। মাধব যেন উহাদের দেখিয়াও দেখিল না—তেমনি দৃপ্ত ভঙ্গীতেই পদচারণা করিতে লাগিল।

সর্দ্দার মুচকি হাসিয়া বলিল,—বাবুর মেজাজ যে বড় গরম দেখ্‌ছি! কী ব্যাপার?

মাধব প্রথমটা নীরবেই রহিল। তারপর বলিল,— তোমাদের মনিবের ইচ্ছাটা কি বলো তো? কি করতে চায় সে আমাকে নিয়ে?

সর্দ্দার বলিল,—মনিব আবার কে? আমরা নিজেরাই তো মনিব! কোন মনিব-টনিবের ধার ধারি না আমরা! আমাদের টাকার দরকার, তাই তোমাকে আটক করেছি।

মাধব বলিল,—আমাকে আটক করে টাকা পাবে কি করে বুঝতে পারছি না তো? টাকা তোমাদের কে দেবে?

সর্দ্দার রসিকতা করিয়া বলিল,—দেবার লোক আছে বৈকি, নইলে তোমাকে আটকাবো কেন? আচ্ছা তুমি বলো দেখি, সে লোকটি কে?

—ভাবছো আমি জানি না, সে লোক মথুর ঘোষ!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

ভিখু বিস্ময়ে আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া সর্দ্দারের কানে কানে বলিল,—এযে সব জেনে ফেলেছে সর্দ্দার !

সর্দ্দার বলিল,—জানুক ; তুই চুপ করে থাক দিকি !

তারপর মাধবের প্রতি চাহিয়া বলিল,—দেখো মাধববাবু, কে আমাদের টাকা দেবে বা না দেবে, সে খোঁজে তোমার দরকার নেই। এখন যা বলতে এসেছি শোন। তোমার খুড়োর উইলটা···

কথাটা আর শেষ করা হইল না সর্দ্দারের। সহসা যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে কক্ষের তিন ব্যক্তিই চমকাইয়া উঠিল ! ভিখু বলিয়া উঠিল,—ও কিসের শব্দ ?

সর্দ্দারের অন্তরেও ভয় ও আতঙ্ক। সে বলিয়া উঠিল,—তাইতো, এ আবার কিসের শব্দ ? যেন এই ঘরের মধ্যেই শব্দটা হ'ল বলে মনে হচ্ছে ! ঘরে তো আর কেউ নেই ? তবে ? যেন নিশ্বাসের শব্দ বলে মনে হল !

ভিখু বলিল,—এ আবার কি বাবা ! এযে তাজ্জব কাণ্ড !

সর্দ্দার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল,—দুত্তোর ! কি শুনতে কি শুনেছি ! হয়ত আমাদেরই কারুর নিশ্বেস পড়েছে ! যত সব বাজে কাণ্ড ! নে, কলকেটা সাজ দিকি ভাল করে, দু'টান দিয়ে নেওয়া যাক। তারপর আবার মাধববাবুর সঙ্গে কথা বল্‌ছি।

কিন্তু কলিকা সাজা আর হইল না···পুনরায় সেই দীর্ঘশ্বাসের মত চাপা শব্দ কানে আসিল। সর্দ্দার ভয়

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—আবার! শুনতে পেলে ভিখু?

ভিখু বলিল,—পেয়েছি সর্দ্দার। আমার মনে হচ্ছে তেঁনারা। জায়গাটা তো অনেকদিন ধরে খালি পড়ে রয়েছে, বোধ হয় সেইজন্যেই তেঁনারা এসে আস্তানা পেতেছেন!

সর্দ্দার সাহসী বটে, কিন্তু অশিক্ষিত মনের কুসংস্কারবশতঃ তাহার অন্তরেও অপদেবতার ভয় আছে। তবু সে তাহার ভয়কে যথাসাধ্য দমন করিয়া বলিল,—তুই কি বল্‌তে চাস, এঘরে ভূত আছে? কক্ষণো না! ওসব বাজে কথা! আমার মনে হয় ঘরের বাইরে কেউ লুকিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। দাঁড়া আমি বাইরেটা একবার দেখে আসি, তুই নজর রাখিস্ বাবুর ওপর!

বলিয়া প্রদীপটি লইয়া সে বাহির হইতে উদ্যত হইতে ভিখু বলিল,—তুমি বেশ সর্দ্দার; এ ঘরটা অন্ধকার থাকবে নাকি? অন্ধকারে যদি বাবুটি পালিয়ে যায়, সামলাবে কি করে?

—ঠিক বলেছিস্!—সর্দ্দার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা স্বীকার করিল।

প্রদীপটির মধ্যে তিন-চারিটি সলিতা ছিল। তাহা হইতে দুইটি সলিতা লইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া কক্ষমধ্যে রাখিয়া দিল, এবং নিজে প্রদীপটি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভিখু বলিল,—দেরি ক'রো না সর্দ্দার, এ আগুন বেশিক্ষণ থাকবে না।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল,—নাঃ, চতুর্থ ব্যক্তি আর কেহ নাই। তবে কি ইহা অপদেবতারই কাণ্ড? সর্দ্দারের মুখমণ্ডলও এবার আতঙ্কে কালো হইয়া গিয়াছে! ভিখু তাহার কানে কানে বলিল,—চটপট কাজ সেরে নাও সর্দ্দার, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়!

সর্দ্দার বুঝিল, ভিখু মিথ্যা কথা বলে নাই। এস্থান হইতে সরিয়া পড়াই বাঞ্ছনীয়। তাই সে মাধবের দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—শোন মাধববাবু, যা বলছিলাম তোমায়। তোমাকে এখুনি আমি ছেড়ে দিতে পারি, যদি একটা সর্ত্তে রাজী হও।

মাধব বলিল,—কি সর্ত্ত?

—তোমার খুড়োর উইলটা আমাকে দিতে হবে।

মাধব একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—কেমন করে দেব? আমি তো এখানে বন্দী!

সর্দ্দার বলিল,—সে ব্যবস্থা আমি ঠিক করেই রেখেছি। এই নাও কালি, কলম আর কাগজ। তোমার বাড়ীর কোন লোকের নামে এই বলে একটা চিঠি লিখে দাও যে, তিনি যেন পত্রপাঠমাত্র পত্রবাহকের হাতে উইলটি দিয়ে দেন। এই হ'ল কাজ। অতি সোজা। উইলটি আমার কাছে পৌঁছালেই তোমার ছুটি! আর এতে যদি রাজি না হও, তাহলে পচে মরো এই ঘরের মধ্যে!

ঠিক এমনি সময়ে আবার সেই শব্দ কানে আসিল। এবার

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

নিশ্বাসের শব্দ নয়—গোঙানির শব্দ! কে যেন গভীর যন্ত্রণায় গোঙাইতেছে!

সর্দ্দার ও ভিখু আতঙ্কে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাধবও ভয় পাইয়া গিয়াছে। একি ব্যাপার? অপদেবতা সে কোনদিন বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু আজ মাধব সত্যই বিচলিত হইল। একটা দুর্ব্বলতা আসিয়া তাহার দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে প্রশ্ন করিল,—এ ঘরের ওপরে কোন ঘর আছে বলতে পারো? শব্দটা যেন ওপর থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে!

উভয় দস্যুই সমস্বরে জবাব দিল,—না, না, ওপরে কোন ঘর নেই।

সর্দ্দার বলিল,—আচ্ছা ছাদটা একবার দেখে আসি চট্ করে।

মুহূর্ত্তকয়েকের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল,—না, ছাদে কেউ নেই।

মাধব এবার প্রশ্ন করিল,—আশে-পাশে নিশ্চয়ই কোন ঘর আছে?

সর্দ্দার ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল,—সব দেখেছি মশাই, সব দেখেছি! কিন্তু কেউ কোথাও নেই!

মাধব এবার সত্যই হতভম্ব হইয়া পড়িল। ভিখুর অবস্থা তো ততোধিক শোচনীয়। সে সর্দ্দারের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সর্দ্দার মাধবকে বলিল,—

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

দেখো, এখানে থাকতে আমরা আর রাজী নই। তোমার যা বলবার আছে পরিষ্কার করে বলো? যদি রাজী হও ভাল, নইলে তোমাকে বন্ধ করে চললাম।

মাধব বুঝিল, সর্ত্তে রাজী না হইয়া উপায় নাই। ইহারা দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলে আবার কে কবে দরজা খুলিবে তাহার কোন ঠিক নাই। কাজেই খাদ্যাভাবে—জলাভাবে প্রাণ বাঁচান দুষ্কর হইয়া উঠিবে!

এমন সময় কোথায় যেন কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ হইল। কে যেন চলিয়া বেড়াইতেছে। আতঙ্কে সর্দ্দার ও ভিখু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। তাহাদের এমন অবস্থা দেখিয়া মাধব বুঝিল, ইহারা আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিবে না। তাই সে কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া বাড়ীতে প্রধান আমলার নামে চিঠি লিখিতে বসিল।

বসিল বটে, কিন্তু লেখা আর হইল না। কলমটি হাতে লইয়া লিখিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ আর প্রবল দাপাদাপির আওয়াজে কক্ষের প্রত্যেকের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল! আর সেই সঙ্গে সেই গোঙানির আওয়াজ......দীর্ঘনিশ্বাসের চাপা শব্দ......সব মিলে যেন একটা অপার্থিব আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল!

ভিখু আতঙ্কে একটা চীৎকার ছাড়িয়া এক লাফে বাহিরের বারান্দায় গিয়া পড়িল, তারপর সেখান হইতে পগার পার! সর্দ্দারের অবস্থাও তথৈবচ। ঘরের দুয়ারে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তালা-চাবি লাগাইবার অপেক্ষা না করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল।

মাধব মুক্ত হইল।

এবং এতক্ষণে সে সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ পাইল। এত ভীতু সে? সামান্য শব্দের ভয়ে সে কাতর হইয়া পড়িয়াছে? সে না শিক্ষিত পুরুষ মানুষ? তবে কেন সে অবান্তর চিন্তায় বিহ্বল হইয়া নিজের কাছে ছোট হইয়া যাইতেছে?

অতঃপর মাধব সমস্ত ভয়-ডর ত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিল বারান্দার শেষপ্রান্তে একটি দরজার গোড়ায় ছোট্ট একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, এবং তাহারই খানিকটা তফাতে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মাধব হাঁকিল,—কে?

চমকাইয়া স্ত্রীমূর্ত্তি মাধবের দিকে ফিরিল।

মাধবও চমকাইল। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—এ কি তারা……তুমি!

—মাধব!

তারার মুখ হইতেও এক রাশ বিস্ময় ঝরিয়া পড়িল!

চমকানো আর বিস্ময়……

চমকানোর পালা শেষ হইল, কিন্তু বিস্ময়ের এখন বাকি রইল অনেক কিছু!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সতের

উভয়ে অনেকক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না। তারা ভাবিতেছে, এখানে মাধব আসিল কি প্রকারে ; আর মাধব ভাবিতেছে, এখানে তারা আসিল কি প্রকারে ? এ তারা অপর কেহ নহে—মথুর ঘোষের প্রথমা পত্নী তারা।

মাধব ও তারা উভয়েই শৈশব হইতে পরস্পর পরিচিত। উহারা উভয়ের শৈশব সাথী। তারার পিতা ও মাধবের মাতামহ একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বাল্যকালে মাধব প্রায়ই মামা-বাড়ী যাইত, এবং দুই-একদিন থাকিয়া আসিত। সেই কারণেই তারা ও মাধব উভয়ে উভয়ের সাথে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, এবং উভয়ের মধ্যে ভাই-বোনের মত একটি মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। তারপর মাধবের পিতা রাধাগঞ্জ হইতে বাস উঠাইয়া যখন কলিকাতায় গিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস সুরু করিল, তখন হইতেই মাধব ও তারার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইল। ইহার পর দুইজনের খুব অল্পই দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। আজ অনেক-দিন পর অতি নাটকীয়ভাবে আবার সাক্ষাৎ ঘটিল।

নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া তারা প্রথম কথা বলিল,—মাধব, তুমি এখানে ? আমি স্বপ্ন দেখছি কি না তাই ভাবছি !

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব বলিল,—স্বপ্ন নয়, সত্যই! কিন্তু আগে তোমার কথা বলো। আমি পুরুষ, আমার দিনের আলোয় বা রাতের আঁধারে নানা জায়গায় গতিবিধি থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তোমার পক্ষে…?

—আচ্ছা বলছি, শোন আমার কথা।

কিছু গোপন না করিয়া তারা সমস্তই খুলিয়া বলিল। স্বামীর চিন্তা-পীড়িত হাবভাবের কথা…ঐ সম্বন্ধে বারবার প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর না পাইবার কথা…পেচকের ডাক শুনিয়া স্বামীর অরণ্যে ও গুদাম-মহলে প্রবেশ করিবার কথা…সমস্ত কথাই সে মাধবকে জানাইল।

গভীর রাতে স্বামীকে ঐভাবে তস্করের মত চুপি চুপি গুদাম-মহলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার মনে প্রবল কৌতূহল জাগিয়া উঠে। কি আছে ঐ গুদাম-মহলের ভিতরে? যাহা আছে, তাহা নিশ্চয় নিতান্ত সামান্য নহে! ভাবিতে ভাবিতে তারা যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। কি এমন অসামান্য জিনিষ ওখানে আছে, যাহার জন্য নিশীথ রজনীতে তাহার স্বামীর এই অদ্ভুত আচরণ? তারা প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়াই হউক, এ রহস্যের সমাধান তাহাকে করিতেই হইবে! এবং তাহা আজ রাত্রেই!

গুদাম-মহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলে, তারা সন্তর্পণে ঘুমন্ত স্বামীর বালিশের তলা হইতে চাবি চুরি করিয়া এই গুদাম-মহলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব প্রশ্ন করিল,—এটি তাহলে তোমাদেরই গুদাম-বাড়ী?

তারা বলিল,—হুঁ। তুমি কি তা জান্‌তে না?

—না।—গম্ভীরভাবেই কথাটা মাধব বলিল।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল,—তাহলে তুমিই ওই দরজাটা খুলে শেকলের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ করেছিলে, কেমন?

—হ্যাঁ, দরজাটা খুলবার সময় শেকলের আওয়াজ হয়েছিল বটে।

মাধব আরও বুঝিল যে, এই তারারই পায়ে চলার শব্দ ও কাপড়ের খস্ খস্ আওয়াজ তাহাদের কানে পৌঁছিয়াছিল।

মাধব প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, একটা শব্দ শুনতে পেয়েছো? চাপা আর্ত্তনাদের মতো?

—হ্যাঁ পেয়েছি, কিসের শব্দ ওটা? আমি তো ভাবছিলাম, আশ-পাশের কোন বাড়ী থেকে—?

মাধব হাসিয়া বলিল,—তোমার সাহস আছে···মন তোমার দুর্ব্বল নয়, তাই ওকথা ভাবতে পেরেছো! কিন্তু সত্যি কথা বলো তো তারা, তোমার কি মনে হয় নি যে, শব্দটা তোমার হাত দশ-পনেরো তফাতের কোন জায়গা থেকে আসছে? পাশের বাড়ীতে ওরকম কোন শব্দ হ'লে এই সুরক্ষিত গুদাম-বাড়ীতে সে শব্দ কি এসে পৌঁছাতে পারে?

ঠিক এমনি সময় আবার সেই গোঙানির শব্দ! তারা সভয়ে বলিয়া উঠিল,—ঐ যে!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব বলিল,—হুঁ, ঐ শব্দের কথাই বলছি।

তারা বলিল,—নিশ্চয়ই এখানে আর কেউ আছে! সে-ই ওরকম শব্দ করছে!

মাধব বলিল,—কিন্তু একটু আগেই সমস্ত গুদাম-বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে···কোন জন-প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় নি!

—তবে? কি বলছো তুমি মাধব?

তারার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে বলিল,—আমি এখানে আর দাঁড়াতে পারছি না মাধব, তুমি আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দাও।

—সে কি! এত কষ্ট করে এলে, অথচ রহস্যের সমাধান না করেই ফিরে যাবে? আমি বলছি কোন ভয় নেই তোমার; যেখানে যা শব্দ হচ্ছে হোক্, তুমি ওদিকে কান দিও না। তাছাড়া আমি কেন এখানে এসেছি, সে কারণটাও তো তোমার জানা দরকার?

—হ্যাঁ বলো, কেন তুমি এখানে এসেছ? একটু তাড়াতাড়ি বলো···এখানে থাকতে আমার আর সাহস হচ্ছে না!

—সাহস হারিও না। গভীর রাতে একা এই গুদাম-বাড়ীতে প্রবেশ করতে সাহস পেয়েছো, আর এই সামান্য শব্দে সাহস হারাবে? যাক্, শোন আমার কথা।···তবে বলবার আগে তোমাকে একটু সাবধান করে দিই। যে কথা আমি বলবো, তা তোমার পক্ষে খুব শ্রুতিমধুর হবে না! কারণ সে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

কথার সঙ্গে তোমার স্বামীও জড়িয়ে পড়বেন। তবে আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে, স্বামীর ঘৃণিত আচরণের কাহিনী শুনে তুমি বিচলিত হলেও অধৈর্য্য হয়ে পড়বে না।

তারার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইল। না জানি সে কী দুঃসংবাদই শুনবে? তবুও সে অদ্ভুত মনঃশক্তিতে নিজেকে দমন করিয়া বলিল,—না, অধৈর্য্য হবো না; বলো।

মাধব কিছুই গোপন করিল না—সব কথাই খুলিয়া বলিল। খুড়ির মোকদ্দমা হইতে আরম্ভ করিয়া উইল চুরির ষড়যন্ত্র, ডাকাতির কথা, এবং আজকের এই বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই সে বলিল। মাধব জানিত যে, সত্য যত নির্ম্মম যত কঠোরই হউক না কেন, তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা তারার আছে। তাই সে অকপটেই জানাইয়া দিল যে, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের প্রধান ভূমিকায় যিনি রহিয়াছেন, তিনি তাহার স্বামী স্বয়ং শ্রীমথুরচন্দ্র ঘোষ!

এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে তারার মস্তকে যে কতবার বজ্রপাত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তবুও সে নীরবে সমস্ত সহ্য করিল। প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় অবিচল রহিল। পরিশেষে ধীরে ধীরে বলিল,—তাহলে আমি যে রহস্যের সন্ধানে এসেছি, তার সন্ধান তো এখনো পেলাম না! তোমার এ কাহিনীর সঙ্গে সে-রহস্যের কোন মিল নেই! তুমি মাত্র আজই রাত্রে এখানে এসেছো! কিন্তু আমি যেজন্য এখানে এসেছি, সে-রহস্যের সুরু হয়েছে তিন দিন আগে!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাধব বলিল,—সে কথা তো তোমার মুখে শুনলাম। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, ঐ যে বিশ্রী আর্ত্তনাদটা শোনা যাচ্ছে, ঐ আর্ত্তনাদের মধ্যেই তোমার রহস্যটা লুকিয়ে আছে ?

তারা চমকাইয়া বলিল,—তা—তা হতে পারে। কিন্তু তুমি তো বললে দস্যুটা সমস্ত বাড়ীটাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে।

—সে কথা সত্যি। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, একটা জায়গা সে দেখেনি। এসো আমার সঙ্গে।

মাধব তারাকে লইয়া যে ঘরে সে বন্দী ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর বিপরীত দেওয়ালের ছোট লোহার দরজাটি দেখাইয়া সে বলিল,—ঐ যে দরজাটা দেখছো, ওটা কিন্তু এখনও খোলা হয়নি! দস্যুদের খেয়াল ছিল না নিশ্চয় !

তারা বলিল,—ওটা বোধ হয় পাশের ঘরে যাবার পথ।

মাধব বলিল,—তা নাও হতে পারে !

এমন সময় আবার সেই চাপা আর্ত্তনাদ! কেহ যেন যন্ত্রণায় গোঙাইয়া উঠিল !

খুব স্পষ্ট···যেন অতি নিকটে···এই ঘরের মধ্যেই যেন ! উভয়েই চমকাইয়া উঠিল। তারার মুখখানি একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে! মনে হইল কেহ যেন তাহার মুখের সমস্ত রক্ত শুষিয়া লইয়াছে !

মাধব যেন পাগলের মত হইয়া গেল। যন্ত্রণাকাতর শব্দ শুনিয়া তাহার মুখখানিও যন্ত্রণায় যেন বিকৃত হইয়া উঠিল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

চীৎকার করিয়া বলিল,—ঐ শোন তারা—ঐ—ঐ যে! আমাকেই যেন ও ডাকছে!

বলিতে বলিতে তারার হাত হইতে চাবির গোছাটা ছিনাইয়া লইয়া সে উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া ছোট দরজাটির তালার গর্ত্তে একটি চাবি ঢুকাইয়া দিল। কিন্তু চাবি ঘুরিল না! আবার একটা। সেটাও ঘুরিল না। উন্মত্তের মত পর পর কয়েকটা চাবি লাগাইতেই হঠাৎ সাঁৎ করিয়া দরজার কপাটটি একপাশে সরিয়া গেল। বুঝিতে কষ্ট হইল না, এটি স্প্রিংএর দরজা।

উত্তেজনায় ও আনন্দে মাধব চীৎকার করিয়া উঠিল,—তারা, লণ্ঠনটা দাও আমার হাতে। আমার অনুমান বোধ হয় সত্যি হবে—এসো আমার পিছু পিছু।

লণ্ঠন হাতে লইয়া দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই মাধব দেখিতে পাইল, একটি সঙ্কীর্ণ সরু সিঁড়ি ধাপে ধাপে উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ওঃ, কী ভীষণ অন্ধকার! হাতে লণ্ঠন থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টি অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

কয়েক ধাপ উঠিতেই সিঁড়ির শেষ হইল একটি বন্ধ দরজার সম্মুখে আসিয়া। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ঐটি দোতলারই কোন ঘরের দরজা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। কক্ষটির উচ্চতা দেখিয়া মাধব বুঝিতে পারিল যে, দোতলা এবং নীচেতলার মাঝামাঝি খানিকটা অংশ লইয়া এই চোরা কুঠুরিটি

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

তৈয়ারী করা হইয়াছে। এমনই কৌশলে এটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে, বাড়ীর অন্য কোন স্থান হইতে এই কুঠুরির অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব।

অতঃপর তাহারা কক্ষটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা যেন স্বপ্নাতীত—কল্পনাতীত! একটি বার্নিশ করা মেহগনি কাঠের পালঙ্ক···আর সেই পালঙ্কের উপর শায়িত মৃতপ্রায় একটি নারীমূর্ত্তি! অনাহারের শুষ্কতা তাহার মুখে-চোখে···মুখখানি যন্ত্রণা-কাতর···তবু সে সুন্দর—অপরূপ! রূপের তীব্র জ্যোতি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বাহির হইতেছিল।

তারা আর মাধব—উভয়েরই মুখ দিয়া সমস্বরে বাহির হইয়া আসিল,—মাতঙ্গিনী!

হ্যাঁ, এই নারীই আমাদের গল্পের প্রধান নায়িকা—রাজমোহনের বৌ! মাধব আর তারা উভয়ে মিলিয়া মৃতপ্রায় মাতঙ্গিনীর দেহটিকে ধরাধরি করিয়া এমন একটি উন্মুক্ত নিরাপদ জায়গায় লইয়া আসিল, যেখানে হঠাৎ কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই!

মাতঙ্গিনীর সংজ্ঞা প্রায় লোপ পাইবার মত হইয়াছিল। মুক্ত বায়ুর স্পর্শে, এবং তারা ও মাধবের অক্লান্ত চেষ্টায় মাতঙ্গিনী অল্প সময়ের মধ্যেই আবার খানিকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। তারা গৃহ হইতে খানিকটা আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আনিল। মাতঙ্গিনী অল্পই আহার করিল বটে, কিন্তু শরীরে অনেকটা শক্তি পাইল। অতঃপর মাধব ও তারার অনুরোধে মাতঙ্গিনী তাহার জীবন্ত কবরের ইতিহাস বলিতে স্বরু করিল। সে-ইতিহাস মথুরের কলঙ্কিত জীবনের চরম ঘৃণ্য ও পাশবিক মনোবৃত্তির কাহিনী! ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

সেদিন সকালে রাজমোহন মাতঙ্গিনীকে লইতে আসিলে সুকীর মা মাতঙ্গিনীকে লইয়া পথে ঠিকই বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নয়। মথুরের পরামর্শমত তাহাকে নানা কথায় ভুলাইয়া কোনরকমে গুদাম-বাড়ীর ঐ গুপ্ত-কুঠুরিতে বন্দী করাই সুকীর মায়ের উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য তাহার সফলও হইয়াছিল।

মাতঙ্গিনীকে লইয়া পথে নামিয়াই সুকীর মা তাহাকে বলিয়াছিল,—স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে তোমার ভয় করছে না বাছা?

মাতঙ্গিনী উত্তর দিয়াছিল,—ভয় করলেই বা উপায় কি সুকীর মা? আমার আর জায়গা কোথায়?

—কেন, বোনের বাড়ী চল না, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—নাঃ, ওখানে যাবার কোন উপায় নেই আমার—শুনেছো তো সব কথা?

সহসা যেন কথাটা মনে পড়িল, এই ভাবে সুকীর মা বলিল,—ও, হ্যাঁ; কনক বলেছিল বটে কথাটা!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

একটু চিন্তা করিয়া লইয়া সে আবার বলিল,—তা এক কাজ করো না বাছা, বাপের বাড়ীতে যেতে তোমার আপত্তি কি ?

মাতঙ্গিনী বলিল,—আপত্তির কিছু নেই সুকীর মা ; কিন্তু যাবার পয়সা কোথায় ? অনেক খরচ—

—ওঃ, এই কথা ! পয়সার জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না বাছা ; আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বড় গিন্নীকে বল্‌লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে কোলকাতা পর্য্যন্ত গিয়ে তোমাকে রেখে আসবো।···আচ্ছা তুমি তা হলে এক জায়গায় দাঁড়াও, আমি বড় গিন্নীকে বলে টাকা নিয়ে আসি।

সুকীর মা গৃহের দিকে পা বাড়াইতেই মাতঙ্গিনী বলিল,—

—হট্ হট্ করে চললে যে ? আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি ? তাহলে আর বাপের বাড়ী ফিরতে হবে না আমাকে ! একটা নিরাপদ জায়গা দেখিয়ে দাও, যেখানে সুস্থ হয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি।

—তা বটে, তা বটে ! এসো বাছা আমার সাথে, খুব ভাল জায়গা তোমাকে দেখিয়ে দেব। বুঝ্‌ছো না, বুড়ো-ধুড়ো হয়েছি, সব কথা আর খেয়াল থাকে না।

বলিয়া সুকীর মা একটু মুচ্‌কি হাসিল। সে-হাসি নজরে পড়িল না মাতঙ্গিনীর।

সুকীর মাকে অনুসরণ করিয়া মাতঙ্গিনী গুদাম-বাড়ীর ঐ

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

চোরা কুঠুরিতে গিয়া উপস্থিত হইল। কুঠরির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তো মাতঙ্গিনীর দম আটকাইবার উপক্রম! সে বলিল,—এ আবার কোন্ যমপুরীতে আমাকে নিয়ে এলে সুকীর মা?

এই সময় আচমকা একটা খটাং করিয়া শব্দ হইতে মাতঙ্গিনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, কুঠুরির দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং সুকীর মাও কুঠুরির মধ্যে নাই!

মথুর্ ঘোষ তাহার নিকট আসিয়াছিল সন্ধ্যার সময়। আসিয়া তাহাকে উপপত্নীরূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। মাতঙ্গিনী তাহাকে সতেজে প্রত্যাখ্যান করায় মথুর বলিয়াছিল,—আচ্ছা দেখা যাবে তোমার সতীত্বের দৌড় কদ্দূর! যতদিন না তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে, ততদিন তোমার আহার বন্ধ!

অতঃপর মাতঙ্গিনীর উপবাস সুরু হইল। সে যেমন মথুরের প্রস্তাবে রাজি হইল না, তেমনি মথুরও নিজের কথার কোন নড়চড় করিল না।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আহ্বান

ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আর সেই সঙ্গে প্রবল ঝড়। মুহূর্ত্ত কয়েক পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

মথুর ঘোষ তাহার কক্ষে একা বসিয়া বাহিরের দুর্য্যোগ লক্ষ্য করিতেছে। বোধহয় অর্দ্ধঘণ্টা হইল সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়াছে। বসিয়া বসিয়া সে অনেক কথাই ভাবিতেছিল। সহসা এক সময় তাহার মনে হইল, ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজ ভেদ করিয়া যেন একটা শঙ্খধ্বনি তাহার কানে আসিল। পুনরায় ঐ শব্দ শোনা যায় কিনা, এই ভাবিয়া সে তাহার শ্রবণ-শক্তিকে প্রখর করিল।

হ্যাঁ, ঐ যে—আবার শঙ্খধ্বনি! এবারকার শব্দ আরও স্পষ্ট আরও উচ্চ! মথুরের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, দস্যুসর্দ্দার তাহাকে ডাকিতেছে। প্রথমটা মথুর ভাবিল, নাঃ, ইহাদের ডাকে সে আর সাড়া দিবে না, কোন দিনও না!

কিন্তু পরিশেষে শব্দটা যখন ক্রমাগত সুরু হইল, তখন মথুর সে-আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারিল না। জল-ঝড় মাথায় করিয়া সে একটি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

এই বৃক্ষটি মথুরের শত শত কলঙ্কের নীরব সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে! এইখানেই মথুর তাহার ঘৃণ্য কলঙ্কিত জীবনের বহু গোপন ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

সর্দ্দারকে দেখিয়া মথুর বলিল,—আবার কি খবর? যথেষ্ট তো হয়েছে…এখনো কি তোমরা আমাকে রেহাই দেবে না? যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, কোনদিন আমি তা ভুলতে পারবো না!

সর্দ্দার বলিল,—বিশ্বাস করো মথুরবাবু, বিশ্বাসঘাতকতা আমি করিনি! নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই এসব ঘটে গেছে!

মথুর বিরক্ত হইয়া বলিল,—বেশ হয়েছে! তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই, একথা তো তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি। তবে এই ঝড়-জলের রাত্রে আবার জ্বালাতে এলে কেন?

বিষণ্ণকণ্ঠে সর্দ্দার বলিল,—জ্বালাতে আসিনি মথুরবাবু! তুমি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দিলেও, বিপদের সময় তোমাকে ভুলবো, এমন নিমকহারাম আমি নই!…ভিখুকে মনে আছে?

—যে লোকটা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো?

—হুঁ! সে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে!

মথুর আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল,—য়্যাঁ! সত্যি?

সর্দ্দার ধীর কণ্ঠে বলিল,—সর্দ্দার তোমার সঙ্গে কোনদিন মিথ্যে কথা বলে রসিকতা করেনি মথুরবাবু! কিন্তু সবচেয়ে

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

আশঙ্কার কথা কি জান? ভিখু পুলিশের কাছে তোমার-আমার সব কথাই ফাঁস করে দিয়েছে!

মথুরের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! তাহার মুখ হইতে যেন আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল,—সর্ব্বনাশ! এখন তাহলে উপায়?

—উপায় এক পালানো! তাই তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি মথুরবাবু; পারো তো এই বেলা পালাও, নইলে, নিস্তার নেই আর—কালাপানি পার হতে হবে! আমি কক্ষণো ধরা দেবো না—রাধাগঞ্জে এই আমার শেষ—এই মুহূর্ত্তে যেদিকে দুচোখ যায়, আমি পালাবো! তুমিও পালাও মথুরবাবু—পালাও! সংসারের মায়ায় পড়ে থেকো না; তাহলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! এই মুহূর্ত্তে পালাও!

কথাটা বলিয়াই সর্দ্দার বনঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মথুরের কোন উত্তরের প্রতীক্ষা সে করিল না।

চিন্তিত মনে মথুর গৃহে ফিরিল। বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ ভাবিল। সর্দ্দারের মত সে দুর্ব্বল নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সাহস সঞ্চয় করিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। মথুর পুলিশের ব্যাপার অবগত ছিল। সে মনে মনে ঠিক করিল, অর্থ দিয়া পুলিশকে বশ করিবে। কিন্তু—

ভয় শুধু একটি জায়গায়। সদরের যিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্, তিনি একজন আইরিশম্যান। লোকটার সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার একটা ভীষণ বদ-অভ্যাস আছে! ওই লালমুখোটার,

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

চক্ষুকে যদি ফাঁকি দেওয়া যায়, তাহা হইলে মথুরের আশঙ্কা করিবার আর কিছু থাকে না! মথুর মনে মনে স্থির করিল, যেমন করিয়াই হউক, ওই আইরিশ-ম্যানটাকে……

চিন্তায় বাধা পড়িল আচমকা। একটি লোক দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। লোকটির সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বৃষ্টির জল ঝরিতেছে…জামাকাপড়ে কাদা মাখামাখি। লোকটি জিলা-কোর্টে নিযুক্ত মথুরেরই একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই লোকটি বলিয়া উঠিল,—পালান বাবু, পালান; আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করবেন না…শীগ্‌গির পালান!

হতভম্ব হইয়া মথুর জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, কি হয়েছে; ব্যাপার কি?

লোকটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—বড় বিপদ হয়েছে বাবু। ভিখু নামে কে একজন ডাকাত আজ বেলা এগারোটার সময় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকার করেছে যে, তাদের দল যে সব ডাকাতি এবং রাহাজানি করেছে, তা নাকি আপনার কথামতই করেছে!

শুনিয়া মথুরের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কেমন যেন অসহায় কণ্ঠে বলিল,—ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকার করেছে!

—হ্যাঁ বাবু! স্বীকারোক্তি লেখা শেষ হতেই আমি সেখান থেকে রওনা হয়েছি। যা বুঝে এলাম, তাতে মনে হয়, আজ রাত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব রাধাগঞ্জে পোঁছাবেন!

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

বিহ্বল মথুরের মুখ দিয়া বাহির হইল,—আজ রাত্রেই··· রাধাগঞ্জে ?

—হ্যাঁ বাবু, এ অতি সত্যকথা। আপনি পালান···এখুনি পালান ; নইলে··· !

—হ্যাঁ পালাব !

তেমনি আত্মগত ভাবেই মথুর বলিল।

লোকটি প্রস্থান করিল।

রাত্রে নয়, পরদিন সকালে সদলবলে ম্যাজিষ্ট্রেটের শুভাগমন হইল মথুর ঘোষের গৃহে ! মথুর কিন্তু গত রাত্রেই তাঁহাদের ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব গুদাম-বাড়ীর একটি কক্ষের মধ্যে মথুরের মৃতদেহ আবিষ্কার করিল। গলায় ফাঁস দিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে ! সর্দ্দার তাহাকে পলাইতে বলিয়াছিল, জিলা-কোর্টের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীটি তাহাকে পলায়ন করিতে বলিয়াছিল ···তাহাদের অনুরোধ মথুর অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে !

সর্দ্দার কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার কোন সন্ধানই পাইলেন না। ভিখুর স্বীকারোক্তির ফলে আরও একজন ভীষণভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে রাজমোহন ! রাজমোহন পলাইতে পারিল না—সে ধরা পড়িল। বিচারে ভিখু ও রাজমোহন উভয়কে দ্বীপান্তর পাঠান হইল।

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

মাতঙ্গিনী কলিকাতায় পিতার নিকট ফিরিয়া গেল। পিতাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং আসিয়া কন্যাকে লইয়া গেলেন।

তারপর মাতঙ্গিনীর জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, সে ইতিহাস আমাদের জানা নাই। তবে সে নাকি অল্প বয়সেই ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিয়াছিল, এই খবরটুকু আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম।

আর একজন—সে মথুর ঘোষের প্রথমা পত্নী স্নেহময়ী তারা। সে যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন সে তাহার অনুপযুক্ত অপদার্থ স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছিল। চম্পকের কথা জানা নাই!

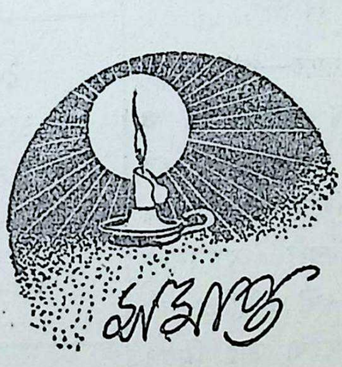

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অপূর্ব্ব উপন্যাস

ছিনিমিনি

আমি-তুমি-সে···তিনি-আপনি—এদের কথা নিয়েই লেখা !

আজ-কাল-পরশু চোখের সামনে নিত্য যা ঘটছে, যা ঘটে, যা ঘটবে, তার ছবি··· অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি নেই এতটুকু !

দাম—৩৲

সুষমা সেনের

হিন্দু নারী

দাম—আড়াই টাকা

অমর কথা-শিল্পী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপ্রকাশিত রচনা থেকে

দম্পতি

বাংলার সমাজ ও সংসারে—পারিবারিক পরিবেশে দম্পতির জীবনে দ্বন্দ্ব ও সমস্যার অন্ত নেই। দাম্পত্য জীবনের এই জটিল দিকটির দিকে অভিজ্ঞতা-লব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দরদী কথাশিল্পী দম্পতির দুটি বিভিন্ন-মুখী ও বিভিন্ন-ধর্ম্মী জীবনাদর্শের যে রূপরেখা তাঁর নিপুণ তূলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।·········দাম ৩৲

শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায়ের

উপন্যাস

মধুযামিনী

দাম—তিন টাকা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী

অনুরূপা দেবীর

পারিবারিক উপন্যাস

স্ত্রী

প্রিয়জনের হাতে অসঙ্কোচে উপহার দিবার একমাত্র উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

—"পত্রিকা"

দাম—৩৲ টাকা

চিত্তজয়ী কথা-শিল্পী—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত

অভিনব সামাজিক উপন্যাস

মিছিল—২৲

ঘরে-বাহিরে নরনারীর যে-মেলা নিত্য দেখিতে পাই, সে-সব চিরপরিচিত নর-নারীর মনের দ্বার মুক্ত করিয়া তাহা-দেরই মর্ম্মচিত্র বাস্তব তূলির লেখায় মনোজ্ঞভাবে লিখিত।

কথা-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক

কলাকুশল

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মানব-চিত্তের চিত্র-রঞ্জিত উপন্যাস

রূপের ফাঁদ—৩৲

নারীর রূপ—সে রূপে আগুন জ্বলে! সে আগুনে আঁধার-ঘর যেমন আলো হয়, তেমনি সে আগুনে ঘর পুড়িয়া ছাইও হয়! ঘর-আলো-করা রূপ আর দাহ-করা রূপ—সব রূপের অপরূপ লীলা এ-উপন্যাসের বাস্তব-চরিত-লিপিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন!

=মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়=

জানি তুমি আসবে

দাম—তিন টাকা

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

=প্রেমেন্দ্র মিত্র=

মিছিল—২৲

=শৈলজানন্দ=

প্রিয়তমা—২৲

=বুদ্ধদেব বসু=

ক্ষণিকের বন্ধু—২৲

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক

নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

অভিমান—৩৲

(উপন্যাস)

সমুদ্র···কি বিরাট! কি শান্ত! কি মহান্! আবার ঝড়-তুফানে গর্জ্জে ওঠে সে দুর্দ্দান্ত দানবের মত। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তার সফেন অম্বুরাশি। দুর্য্যোগ কেটে যায়···আবার শান্তরূপ ফিরে আসে তার···

কিন্তু দুর্জ্ঞেয় রমণীর মন···উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যখন একবার দুর্জ্জয় অভিমানে, সে বুঝি আর শান্ত হয় না। তারপর জীবনের গোনা দিন কটাও ফুরিয়ে আসে।···অভিমানিনীর চোখের জলে সিক্ত হয়ে ওঠে হয়ত তার চলার পথ। তবুও কি তার অভিমান ঘোচে না? তার মনে চিরদিনের জন্য কি জেগে থাকে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা?—এই দুরূহ প্রশ্নেরই জবাব···

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

উপন্যাস

স্নেহের মূল্য—২৲

মা-বাপ, ভাই-বোনকে ত্যাগ করিয়া পরকে আপন করার মোহ! পর কখনো তাহাতে আপন হয় না! আপন পর হয়! আমাদের ছোট-খাট দ্বেষ-বিদ্বেষে সংসারে যে ভাঙ্গন ধরে—তাহার নিপুণ আলেখ্য!

=সুষমা সেন=

রন্ধন-শিক্ষা

আধুনিক রন্ধন-প্রণালী

অসংখ্য ছবি

দাম—৩৲

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

Digitization by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai